লীয়ার।

মহাকবি সেক্ষপীয়ার প্রণীত

কিং লীয়ার নাটকের বঙ্গানুবাদ।

চোরবাগান ইউনিয়ন লাইব্রেরী ও লিজর আওয়ার ক্লাবের সভ্যগণ

কর্ত্তৃক অভিনয়ার্থে

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

৩৫ ৩ নং রাধামাধব সাহার লেন,

চোরবাগান হইতে প্রকাশিত।

ও

২৯নং বিডন্ ষ্ট্রীট, এলন্ প্রেসে

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সাহা দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৯ সাল।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

উৎসর্গ।

ইহ জগতে সাক্ষাৎ দেবতা

পরমারাধ্য পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ

মহোদয়ের

শ্রীচরণ কমলে

ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি

অর্পিত হইল।

DRAMATIS PERSONÆ.

লীয়ার (Lear, King of Britain).

ফ্রান্স (King of France).

বর্গণ্ডী (Duke of Burgundy).

কর্ণওয়াল (Duke of Cornwall).

এলবেণী (Duke of Albany).

কেণ্ট (Earl of Kent).

গ্লষ্টার (Earl of Gloucester).

এডগার (Edgar, Son to Gloucester).

এড্মণ্ড (Edmund, bastard son to Gloucester).

কিউরান (Curan, a Courtier).

বয়স্য (Fool).

অসওয়াল্ড (Oswald).

গনেরিল (Goneril, daughter to Lear).

রীগান (Regan, Do).

কর্ডিলীয়া (Cordelia, Do).

ডাক্তার (Doctor). ভদ্রলোক (Gentleman).

চারণ (Herald). বৃদ্ধ (Oldman).

ভৃত্যগণ (Servants). সভাসদগণ (Lear's train).

সৈন্যাধ্যক্ষ (Captain). দূতগণ (Messengers).

সৈন্যগণ (Soldiers).

ব্রিটেন (Scene, Britain).

লীয়ার।
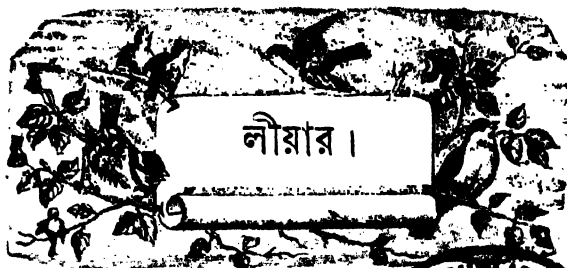
প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজকক্ষ—লীয়ারের বাটী।

(কেণ্ট, গ্লষ্টার ও এডমণ্ড)

কেণ্ট। আমার বিশ্বাস ছিল, মহারাজ কর্ণওয়াল অপেক্ষা এলবেনীকে অধিক ভালবাসেন।

গ্লষ্টার। আমারও বরাবর তাই মনে হ'ত; কিন্তু এক্ষণে রাজত্ববিভাগ দেখে, কাহাকে বেশী ভালবাসেন বুঝতে পারা যায় না; এমনি যথাযথ বিচার হয়েছে, যে পুঙ্খানুপুঙ্খ করে দেখলেও কোন্ অংশ ভাল, তাহা অনুভব হয় না।

কেণ্ট। মশাই, এইটী আপনার পুত্র নয়?

গ্লষ্টার। হাঁ মশাই, আমিই ওর লালনপালনের ভার বহন করেছি, ওকে পুত্র ব'লে স্বীকার করতে এতবার লজ্জা পেতে হয়েছে, যে লজ্জা এক রকম গা সওয়া হয়ে গেছে। এডমণ্ড! তুমি এ মহাত্মাকে চেন?

এড। না, প্রভু।

গ্লষ্টার। কেণ্টের অধিপতি; এখন হ'তে ইহাকে আমার একজন মাননীয় বন্ধু বলে যেন তোমার স্মরণ থাকে।

এড। আমি মহাশয়ের দাস।

কেণ্ট। তুমি আমার স্নেহের পাত্র, তোমার সহিত সুপরিচিত হ'বার চেষ্টা করব।

এড। মহাশয়, আমিও উপযুক্ত হ'বার চেষ্টা করব।

গ্লষ্টার। উনি নয় বৎসর কাল বিদেশে ছিলেন, আবার বিদেশে যাবেন; মহারাজ আসছেন। (ভেরী বাদন)

(লীয়ার, কর্ণওয়াল্, এল্‌বেনী, গনেরিল্, রীগান্ ও কর্ডিলিয়া এবং ভৃত্যগণের প্রবেশ)

লীয়ার। গ্লষ্টার! ফ্রান্স এবং বর্গাণ্ডির অধিপতিদিগের অভ্যর্থনার্থে অপেক্ষা কর।

গ্লষ্টার। যথা আজ্ঞা প্রভু। [গ্লষ্টার ও এড্‌মণ্ডের প্রস্থান।

লীয়ার। ততক্ষণ এস সবে গূঢ় কার্য্যে হই অগ্রসর;
মানচিত্র খানি দাও; শুনহ সকলে, ক'রেছি বিভাগ
তিন অংশে রাজ্য মম, সংকল্প আমার
এ বৃদ্ধ বয়সে ত্যজি রাজ্য গুরুভার উৎকলিকাকুল,
তরুণ সক্ষম করে সমর্পি সে সব, আমা সবে
ভারহীন মৃত্যুমুখে ধীরে ধীরে হব অগ্রসর।
এস পুত্র কর্ণওয়াল, আর তুমি সমপ্রিয় এলবেনী আমার,
স্থির কর মম, কন্যাদের যৌতুক করি নিরূপণ
ভবিষ্যৎ বিবাদ আমি করিব ভঞ্জন।
ফ্রান্স আর বর্গাণ্ডির রাজপুত্রদ্বয়,

কনিষ্ঠা কন্যার প্রেমবন্দী দোঁহে
বহুকাল হতে প্রেম প্রবাস রাজ্যমধ্যে করেছে উভয়ে,
অদ্য দোঁহে উত্তর দানিব।
প্রাণসমা কুমারী সকলে, এবে মনস্থ আমার,
শাসন প্রদেশ আর গুরু রাজ্যভার করি পরিহার,
বল দেখি মোর তরে ভালবাসা অধিক কাহার?
প্রচুর দানের পাত্রী হইবে সে জন,
যোগ্য যেই প্রকৃতি বিধানে।
গনেরিল! প্রথমা তনয়া কহ দেখি মাতা।

গনে। পিতঃ! তব তরে ভালবাসা ভাষে তাহা প্রকাশি কেমনে?
নয়নযুগল, স্থান, স্বাধীনতা হ'তে প্রিয় তুমি মোর কাছে;
অমূল্য চল্‌তে নাহি গণি তুলনায়;
সৌজন্যতা, স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্যমর্য্যাদা,
সদ্‌গুণনিচয়ে যেই জীবন ভূষিত তার চেয়ে সমধিক।
সন্তানের ভালবাসা হ'তে পারে যত,
পিতা যাহা লভেছেন কভু, শ্বাসে কিম্বা ভাষে অপ্রকাশ,
পরিমাণহীন ভালবাসা, তব প্রতি।

কর্ডি। (স্বগত) কি কহিবে কর্ডিলিয়া, নীরবে বাসিবে ভাল শুধু।

লীয়ার। এই সীমা হতে সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রদেশ সকল,
নীবিড় অরণ্য আর শ্যামল প্রান্তর,
বহুপ্রসূ স্রোতঃস্বতী জলাভূমি আদি,
অদ্য তোমা রাণী আমি করিনু, কুমারি,
তব আর এলবেনীর বংশধরগণে
সুখে রাজ্য চিরতরে করিব নিরত।

কও কথা মধ্যমা তনয়া, প্রাণসমা রীগান আমার।

রীগান্। সম উপাদানে গঠিতা দুজনে, মূল্যে দোঁহে সমা।
অন্তরের ভালবাসা যত, বর্ণিয়াছে ভগিনী আমার;
জীবনের যত ভোগ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুখ যে ভোগ আধার,
সব শত্রু মম কাছে—ভগ্নী মম ন্যূন হেথা
একমাত্র সুখ মম ভালবাসা তব।

কর্ডি। (স্বগত) অভাগিনী কর্ডিলিয়া তবে।
তাইবা কেমনে! জানি যে নিশ্চিত,
অন্তরে আমার, রসনার অধিক সম্পদ।

লীয়ার। তুমি আর তোমার বংশধরগণে,
দ্বিতীয়াংশ রাজ্য মম করিনু অর্পণ;
মূল্যে সম এই অংশ গনেরিল সহ।
হৃদয় আনন্দ মোর কনিষ্ঠা তনয়া,
ভালবাসার ন্যূন কিছু নও—
নবপ্রেম লভিবারে যার প্রতিদ্বন্দ্বী
ফ্রান্স আর বর্গণ্ডির পতি।
কিবা বাণী তব—লভিবারে
সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠাংশ আমার? কহ মাতঃ।

কর্ডি। নীরব প্রভু।

লীয়ার। নীরব।

কর্ডি। নীরব।

লীয়ার। নীরবে রবে না কিছু; কহ, পুনঃ।

কর্ডি। হতভাগিনী যে আমি, মুখে নাহি সরে
তাই মোর অন্তরের ভাষা; ভালবাসি মহারাজে

সম্বন্ধ বিচারে—নহে স্বল্প নহে বা অধিক।

লীয়ার। একি! একি! কর্ডিলিয়া! বাক্য তব কর পরিহার,
সৌভাগ্যের হানি হবে তাহে।

কর্ডি। শুন প্রভু!
জনম, পালন, ভালবাসা আদি লভিয়াছি তোমা হ'তে;
সমভাবে কর্ত্তব্য পালিব, মান্য, ভক্তি, ভালবাসা দানে;
স্বামী প্রতি ভগ্নীদের ভালবাসা কোথা
সব যদি তবোপরি করেছে অর্পণ?
যে জনে বরিব আমি—মম পাণী সহ,
ভক্তি, ভালবাসা, যত্ন, অর্দ্ধ লবে সেই জন;
সব ভালবাসা তোমা করিয়ে প্রদান
বরিব না কারে প্রভু ভগ্নীগণ সম।

লীয়ার। তব হৃদে এই কথা?

কর্ডি। যথাজ্ঞা, রাজন্!

লীয়ার। মায়াহীন এ নব বয়সে?

কর্ডি। ক্ষুদ্র আমি, সত্যবাদী প্রভু।

লীয়ার। সেইমত হবে—সত্যই যৌতুক তোমার—
তরুণ তপন তাপ,
ডাকিনীর বৃত্তি আর তামসী ত্রিযামা,
গ্রহচক্রফল, জন্ম মৃত্যু সংঘটন যাহে
সবে সাক্ষ্য করি—পিতৃস্নেহে দিনু জলাঞ্জলি;
শোণিত সম্বন্ধ সব করি পরিহার,
অন্তর আমিত্ব হতে বিদেশী হইয়ে,
জনমের তরে তোরে দিনু বিসর্জ্জন।

অসভ্য বর্ব্বর শক—অথবা যাহারা স্বীয় বংশধরগণে
পূরিয়া উদরে ক্ষুধানল করে নির্ব্বাপন,
হৃদে মোর পাবে স্থান অতি সমাদরে তোমা সম।

কেণ্ট। প্রভু ;—

লীয়ার। থাম, কেণ্ট।
দুর্দ্দান্ত দানব আর কোপানলে তার ব্যবধান নাহি রহ।
বড় প্রিয় ছিল যে আমার, বড় সাধ ছিল—
বার্দ্ধক্যের ধাত্রী মম করিব উহারে ;
যাও, দূর হও দৃষ্টিপথ হতে ;
কবর হউক মম শান্তি নিকেতন ;
যেমতি নিশ্চিত তোমা দিনু বিসর্জ্জন অন্তর হইতে মোর।
কেও হোথা,—ডাকহ ফ্রান্সেরে, ডাক বর্গণ্ডি তনয়ে।
কর্ণওয়াল, এলবেনী, মম কন্যাগণ সহ
ভোগ কর রাজত্বের তৃতীয়াংশ দোঁহে,
হোক পরিণয় ওর গর্ব্বের সংহতি
সরলতা বলি বাখানিছে যাহে।
সমর্পিনু রাজ্য মম উভয়ের করে সম্মানভূষণ সহ।
শত সভাসদ লয়ে প্রতিপক্ষদ্বয় পর্য্যায়ের ক্রমে
উভয়ের আলয়ে যাপিব।
নামে মাত্র রব রাজ উপাধি ভূষিত।
প্রিয়পুত্রগণ, তোমরা দুজনে
রাজস্ব গ্রহণ আর কার্য্যনির্ব্বাহনে
শাসন করহ যথারীতি ; বাক্য অনুযায়ী
এই লও সমর্পিনু মুকুট দোঁহায়। (মুকুট প্রদান)

কেণ্ট। মহারাজ!

নৃপতি বলিয়া সদা করেছি সম্মান,

পিতৃজ্ঞানে করিয়াছি ভক্তিপ্রদর্শন,

প্রভু বোধে অনুসরি আজ্ঞা পালিয়াছি,

প্রধান সহায় জানি চিন্তিয়াছি প্রার্থনার কালে—

লীয়ার। ছুটিয়াছে শর্য্য নমিত কার্ম্মুক গুণ ত্যজি

অপসর লক্ষ্যপথ হ'তে।

কেণ্ট। বজ্রসম পড়ুক উপরে, বিদ্ধ হোক ফলকে অন্তর মম।

উন্মত্ত লীয়ার যদি, কেণ্টও হইবে রূঢ়।

এ বৃদ্ধ বয়সে কি করিবে তুমি? মনে কি বিশ্বাস তব

সত্য রবে ভয়ে লুকাইয়ে

তোষামোদে ভোলে যবে প্রতাপের মন?

ন্যায় মার্গে সততা ধাইবে, রাজা যবে কুকর্ম্মেতে দিবে মতি।

অভিশাপ কর প্রত্যাহার বিবেচক তুমি

ভেবে দেখে কার্য্য রাজা করহ নিশ্চিত।

বিচারেতে ভ্রম যদি হয় জীবন করিনু পণ।

কনিষ্ঠা তনয়া তব ভালবাসায় ন্যূন কভু নয়।

বাক্যে যেই ফুটে না কথন সততায় পূর্ণ হৃদি তার

শূন্যপ্রাণ সেখানেতে নাই।

লীয়ার। কেণ্ট! থাকে যদি মমতা জীবনে নীরব হইবে।

কেণ্ট। আমার জীবন রাখা তব শত্রুনাশ তরে;

নাহি ডরি হারাতে তাহায়, তোমার কুশল হেতু।

লীয়ার। দূর হও দৃষ্টিপথ হ'তে।

কেণ্ট। চক্ষু মেলি দেখহ রাজন!

থাকি আমি তব নয়নের লক্ষ্য হ'য়ে।

লীয়ার। দোহাই মরীচিমালী!—

কেণ্ট। মিথ্যা তুমি আহ্বান দেবেরে।

লীয়ার। পাপিষ্ঠ! দুর্জ্জন! (তরবারি ধারণ করিয়া)

এ, ও, ক। ক্ষান্ত হোন প্রভু।

কেণ্ট। কোষমুক্ত কর অসি; বৈদ্যেরে করিয়ে হত
দর্শনি অর্পণ কর দুষ্ট ব্যাধির উপর।
প্রত্যাহার কর আজ্ঞা তব; যদি নাহি শুন বাণী
যদবধি নাহি হয় কণ্ঠরোধ, উচ্চৈঃস্বরে জানাব তোমায়
"পরম অধর্ম্মাচারি" তুমি।

লীয়ার। শুনহ দুর্জ্জন! রাজভক্তির দোহাই তোমার;
যেহেতু প্রয়াস তব রোধিবারে প্রতিজ্ঞা আমার,
যাহার লঙ্ঘনে মোর নাহিক সাহস;
উচ্চ দর্পে মাতি, পশিয়াছ মোর দত্ত আজ্ঞা, আর প্রভুত্বের মাঝে,
প্রতিকূল যাহা মম প্রকৃতি অথবা মম রাজকীয় পদ হ'তে
ক্ষমতার অনুযায়ী তার, লহ যোগ্য পুরস্কার;
পঞ্চদিন দিনু অবসর, উপযুক্ত সঙ্গতির তরে
যাহে সংসারের ক্লেশ হবে উপশম;
ষষ্ঠ দিনে হের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি
মোর রাজ্য পরিত্যাগ করিবে নিশ্চিত;
যদ্যপি দশম দিনে পাই হেরিবারে
নির্ব্বাসিত দেহ তব রাজত্ব মাঝারে,
সেই মুহূর্ত্তেই হারাবে জীবন।
যাও—দোহাই ঈশ্বর! দণ্ড কভু না হইবে রোধ।

কেণ্ট। বিদায় এক্ষণে, মহারাজ! যথা ইচ্ছা তব।
স্বাধীনতার স্থান নাই হেথা, নির্ব্বাসন করিয়াছে পূর্ণ অধিকার।
(কর্ডিলিয়ার প্রতি)
দেবতা আশ্রয় দিন, কুমারী তোমায়,
যুক্তিমত বিবেচনা তব, বাক্য তব অনুযায়ী তার।
(গনেরিল্ ও রীগানের প্রতি)
বচনের পারিপাট্য কার্য্যে যেন হয় পরিণত,
সুফল ফলে গো যেন এহেন বচন হইতে।
বিদায় মাগিছে কেণ্ট সবাকার কাছে,
নবরাজ্যে পূর্ব্বভাবে যাপিবে সময়। [কেণ্টের প্রস্থান।
(গ্লষ্টার, ফ্রান্স ও বর্গণ্ডির প্রবেশ)
গ্লষ্টার। ফ্রান্স আর বর্গণ্ডি, রাজন!
লীয়ার। বর্গণ্ডির অধিপতি! অগ্রে আমি সম্ভাষি তোমায়,
মম তনয়া লভিতে প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি এই রাজন্যের সহ;
যৌতুক স্বরূপ শুনি শেষ আকাঙ্ক্ষা তোমার।
বর্গ। মহারাজ! নিজ মুখে হ'য়েছে প্রকাশ,
ন্যূন তাহে কভু না হইবে।
লীয়ার। সদাশয় বর্গণ্ডির স্বামী!
প্রিয় যবে ছিল সে আমার মূল্য তার অনুযায়ী ছিল;
এবে তাহা ন্যূন হইয়াছে;
শুন মহাশয়! ঐ আছে তনয়া আমার,
যদি থাকে কিছু ঐ দেহের ভিতর,
আমাদের শাপগ্রস্ত হয়ে, তাহে যদি উপযুক্ত অনুভব তুমি,
লও তুমি ওরে, অদ্য হতে তোমার হইল।

বর্গ। বাক্য নাহি সরে।

লীয়ার। এই সব নিগুণের সহ, বান্ধব বিহীন—ঘৃণার্হ আমার,
অভিশাপ যৌতুক লইয়ে, শপথ করিয়া দূর করিয়াছি যারে
বর তারে কিম্বা কর দূর।

বর্গ। ক্ষমা দিন প্রভু! কে চায় বরিতে যথা এহেন ব্যাপার?

লীয়ার। পরিত্যজ, তুমি মহাশয়,
শপথ করিয়া যথাযথ বর্ণিয়াছি আমি।
(ফ্রান্সের প্রতি) শুনহ রাজন্! তব ভালবাসা প্রতিদানে
ইচ্ছা নয় দিতে পরিণয় ঘৃণিত স্বজন সহ।
প্রার্থনা আমার উপযুক্ত জনে তুমি করহ গ্রহণ,
কাজ নাই বরি অভাগীরে স্বয়ং লজ্জিত যারে স্বীকার করিতে।

ফ্রান্স। আশ্চর্য্য মানিনু
বড় প্রিয় ছিল ঐ তনয়া তোমার ক্ষণকাল আগে,
প্রশংসা ভাজন, বার্দ্ধক্যের আনন্দদায়িনী,
অতুলনীয়া যেই—প্রিয় তাহা হতে
এমন কুকর্ম্মে রতা হ'ল সে কেমনে?
যার তরে সব সে হারাল এখনি।
কিম্বা—অনুমানি আমি পূর্ব্ব ভালবাসা হারায়েছ তুমি।
কুকর্ম্মে রতাবালা—মনে না যুয়ায়
এহেন বিশ্বাস ভৌতিক ক্রীড়ার বলে জন্মায় হৃদয়ে।

কর্ডি। প্রার্থনা আমার—শুন মহারাজ
তোষামুদি, চাটুকারী পটু নহি আমি,
অন্তভাব হৃদয়ে গোপন করি বচনে প্রকাশি ভিন্ন ভাব;
অন্তরেতে অনুভবি যাহা বচনের পূর্ব্বে তাহা করি যে সমাধা;

জানাও সকলে পাপ চিহ্ন নাহি যে আমাতে,
হত্যাদোষ, কুৎসিত আচার কিম্বা সতীত্বের হানি
নাহি চাপে মম শিরোপরি ;
যার জন্য হারায়েছি ভালবাসা তব,
অভাবে যাহার অনুমানি ভাগ্যবতী আপনারে।
নয়নের হাব ভাবে—রসনায় শুধু
প্রকাশিব ভালবাসা, অন্তরে আধার বিনা
হেন ভাব নাহি চাহি প্রভু,
অভাবে যাহার হারায়েছি তব স্নেহ।

লীয়ার। হ'ত ভাল না লভিলে এ হেন জনম,
জনম লভিয়া অসুখী করিলি মোরে।

ফ্রান্স। বুঝেছি সকলি প্রকৃতির নম্রগতি এই,
লাজশীলা মৌনী বালা মুখে যার বাক্য নাহি সরে
প্রাণকথা জ্ঞাপন করিতে।
বর্গণ্ডির পতি! বালা প্রতি কি উত্তর তব?
প্রণয়ের স্থান নাই সেথা সম্পত্তির অনুগামী যেথানে প্রণয়।
চাহ কি বালারে? যৌতুক আধার বালা।

বর্গ। মহারাজ! তব বাক্য মত যৌতুক করহ অর্পণ
এখনি উহার পাণি করিব গ্রহণ।

লীয়ার। শপথ করেছি আমি, বাক্য নাহি হবে পরিহার।

বর্গ। হারায়েছ পিতা তুমি, হারাবে স্বামীরে।

কর্ডি। ক্ষমা দিন বর্গণ্ডির পতি।
ভালবাসা মম প্রতি, সম্পত্তি বিধানে,
চাই নাই হেন স্বামী কভু।

ফ্রান্স। অনুপমা বালা! সম্পত্তিবিহীনা, তুমি সম্পত্তিশালিনী,
পরিত্যক্তা বালা, সাগ্রহের ধন,
ঘৃণিতা হইয়া তুমি স্নেহেতে ভূষিতা।
সদ্‌গুণের সহ তোমা লইনু আদরে;
শাস্ত্রমত অধিকার মম লইতে তাহায়
অন্যে যাহা করেছে বর্জ্জন।
দেব! দেব! সবে, আশ্চর্য্য মানিল দাস,
ভালবাসা মম উদিল হৃদয়ে পরিত্যাগ যারে করেছে সকলে।
শুন রাজা! যৌতুকবিহীনা এই তনয়া তোমার,
অদ্য হ'তে রাণী মম, আর ফ্রান্স দেশ রাণী,
জলবাসী বর্গণ্ডির অধিপতি মিলি,
এ হেন অমূল্যরতন লভিবে না কভু।
বিদায় মাগহ বালা সবাকার কাছে,
যদিচ ভালবাসা নাহি উহাদের;
হারায়েছ যাহা তুমি অতঃপর পাবে উচ্চতর।

লীয়ার। লয়ে যাও ফ্রান্স, তোমারি হউক ঐ তনয়া আমার;
এ হেন কন্যার মম নাহি প্রয়োজন,
ও বদন হেরিব না কভু;
যাও হেথা হ'তে যাও, নাহি তব প্রতি,
ভালবাসা, আশীর্ব্বাদ, স্নেহ আমাদের;
এস, বর্গণ্ডির অধিপতি।

[লীয়ার, বর্গণ্ডি, কর্ণওয়াল, এলবেনী, গ্লষ্টর ও ভৃত্যগণের প্রস্থান।

ফ্রান্স। বিদায় মাগহ বালা ভগ্নীগণ পাশ!

কর্ডি। নয়নের মণি সবে পিতার আমার
অশ্রুজলে তিতি বিদায় মাগি গো আমি সবাকার কাছে।
জানি আমি ভালমতে তোমাদের রীতি,
ভগ্নী বলি লজ্জা হয় মুখে দিতে স্থান তোমাদের মনোভাব।
কিন্তু বাসনা আমার পিতার শুশ্রূষা কর মম সমাদরে,
ভাষে প্রকাশিত স্নেহ দেখালে যেরূপ,
সমর্পণ করিণু পিতায় তাহার উপর;
কিন্তু পূর্ব্বমত দয়া যদি করেন জনক,
ইচ্ছা মম অবস্থান তাঁর অন্য স্থানে।
বিদায় এক্ষণে মাগি তোমাদের কাছে।

রীগান্। না চাহি কর্ত্তব্য শিক্ষা তোমার নিকট।

গনে। হও যত্নবতী প্রেম প্রতিদানে তুষিতে নাথেরে;
গ্রহণ করেছে তোমা সৌভাগ্যের দানে।
পিতৃবশ্যতার অভাব তোমার,
ভালবাসার পাত্রী নহ তুমি।

কর্ডি। সুচতুর মনোভাব সময়ে প্রকাশ হবে।
নিজদোষ আবরণ করে যেই জন,
অবশেষে হয় সেই ঘৃণার ভাজন। সুখী হও সবে।

ফ্রান্স। এস এস, সুন্দরী আমার।

[ফ্রান্স ও কর্ডিলীয়ার প্রস্থান।

গনে। ভগিনী! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, আমাদের সম্বন্ধে বিশেষ আবশ্যকীয় কথা; পিতা আজ এখান হতে যাবেন?

রীগান। এবার তোমার সহিত যাবেন, পর মাসে আমার ওখানে যাবেন।

গনে। বুঝ্লে বোন! ওঁর বুড় বয়েসে মতলবের ঠিক নাই, আমরা দুজনে বিশেষ করে তা দেখেছি। আমাদের ছোট ভগ্নীকে উনি খুব ভালবাস্তেন, কি সামান্য কারণে তাকে পরিত্যাগ কল্লেন, দেখলে ত?

রীগান। বুড় হ'লে ভীমরতি হয়, নিজেরই ঠিক্ নাই।

গনে। ওঁর যা ভাল সময়, সেই সময়ই উনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে কাজ করেছেন। কেবল বহুকালের বদ্ অভ্যাস নয়, তার সঙ্গে আবার অসংযমী স্বেচ্ছাচার। বয়স হ'লে মানুষের যা ঘটে।

রীগান। ঐ রকম বেয়াড়া কাজ কর্‌বেন, যেমন কেণ্টকে তাড়ালেন।

গনে। ফ্রান্সের অধিপতির বিদায়কালেও বড় ভাল ব্যবহার করেন নি। আমার কথা শোন, দুজনে এক মতে কাজ করি এস। যদি ওঁর ক্ষমতা এ রকমে চালান, তবে আমাদের রাজ্য পেয়ে কি লাভ হ'ল?

রীগান। পরে এবিষয় বিবেচনা করা যাবে।

গনে। আমাদের ও বুঝে শীঘ্র শীঘ্র কাজ কর্‌তে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গ্লষ্টরের দুর্গ—দরদালান।

(এড্‌মণ্ড)

এড। হে প্রকৃতি! তুমি আমার আরাধ্যা দেবী, তোমার নিয়মের আমি অধীন, কেন তবে সামাজিক কুৎসিৎ নিয়মে বদ্ধ হব, কেন জাতীয় নিয়মের বশবর্ত্তী হয়ে ভ্রাতা অপেক্ষা কিছু-দিনের ছোট বলে সমস্ত হারাব? কেন জারজ,—কিসের জন্য নীচ, যখন সতীর গর্ভজাতের ন্যায় আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব ঠিক আছে,—আমার মনে উদারতা আছে, আমার গঠনে সৌষ্ঠব আছে, কেন তারা জারজ বলে ঘৃণা করে; কিসে জারজ? জারজ, জারজ এস তবে সুজাত এডগার আমি তোমার প্রদেশ অধিকার করব; পিতা সুজাত এডগারকেও যেমন ভালবাসেন, জারজ এড্‌মণ্ডকেও তেমনি ভালবাসেন; সুন্দর কথা সুজাত, আচ্ছা সুজাত এই চিঠিতে যদি কাজ হয়—আর আমার মতলব হাসিল হয়—জারজ এড্‌মণ্ড সুজাতকে হারাবে, আমি বৃদ্ধি পাব, উন্নতি ক'রব দেবসকল এখন জারজকে সাহায্য করুন।

(গ্লষ্টরের প্রবেশ)

গ্লষ্টর। কেণ্টকে এইরূপে দেশত্যাগী করা হ'ল, ফ্রান্সের অধিপতি রাগ করে গেলেন, অদ্য রাত্রে মহারাজও গেছেন, তাঁহার আধিপত্য সবই দান করেছেন—এখন দানে জীবনধারণ করবেন, সমস্তই খেয়ালের কর্ম্ম। এড্‌মণ্ড কেমন আছ—খবর কি?

এড। মহাশয়, বিশেষ খবর কিছুই নাই।

মষ্টর। তাড়াতাড়ি ঐ চিঠিখানি ঢেকে রাখলে কেন?

এড। কৈ আমি ত কিছু জানি না।

মষ্টর। কি, কাগজখানি পড়ছিলে?

এড। কৈ—না।

মষ্টর। না! ভয়ে তাড়াতাড়ি চিঠিখানি ঢেকে রাখলে, কিছু না হ'লে লুক'বার দরকার নাই।

এড। মহাশয়! যোড়হস্তে বলছি, আমায় মাপ করবেন। আমার ভ্রাতারই এই পত্রখানি, সমস্ত এখনও পাঠ করি নাই, যতটা পড়েছি, আপনার দেখবার উপযুক্ত নয়।

মষ্টর। মশাই! চিঠিখানি দিন।

এড। রাখলেও আমার অপরাধ—দিলেও আমার অপরাধ, চিঠির লেখা যতটা বুঝ্‌তে পেরেছি অতি দোষজনক।

মষ্টর। দেখি? দেখি?

এড। আমার ভ্রাতার পক্ষ হ'য়ে বলছি, তিনি এইখানি আমায় পরীক্ষা করবার জন্য লিখেছেন। (পত্র দান)

মষ্টর। (পত্র পাঠ)

"বৃদ্ধলোকদিগকে মান্য করে, আমাদের জীবনের উত্তম সময় বৃথা কেটে যায়, আমাদের প্রাপ্য বিষয় অধিকার কর্ত্তে দেরী হয়, যখন পাওয়া যায়, বার্দ্ধক্য দোষে তাহার ভোগ হয় না, বার্দ্ধক্যের অত্যাচার সহ্য করা আমার মতে বৃথা ও ভ্রমমূলক, বৃদ্ধেরা ক্ষমতাবলে আধিপত্য করে না, তবে অন্যের অনুমতি ক্রমে করে; আমার কাছে এস এ বিষয়ে আরও আন্দোলন করব। আমাদের পিতা চিরনিদ্রিত হ'লে তুমি

চিরকাল অর্দ্ধেক বিষয় ভোগ করিবে এবং প্রিয় ভ্রাতা ব'লে পরিগণিত হইবে।" এড্গার। থাম—বিদ্রোহ! "চিরনিদ্রিত হ'লে তুমি চিরকাল অর্দ্ধেক বিষয় ভোগ করবে,"—আমার পুত্র এড্গার তার হাত হতে এই লেখা বেরুল? তার অন্তঃকরণে, তার মস্তিষ্কে, এই ভাবের উদয় হ'ল? কখন পেলে? কে তোমার কাছে নিয়ে এলো?

এড। প্রভু! কেও আমার কাছে আনে নি—ঐ টুকুন গূঢ়ত্ব; আমার কক্ষের খোলা জানালার ভিতর দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

গ্লষ্টার। তোমার ভ্রাতার হস্তের লেখা, দেখে চিনতে পেরেছ?

এড। প্রভু! যদি লেখার বিষয় ভাল হ'ত—আমি শপথ করতুম তার লেখা, কিন্তু যে বিষয়ে লেখা আমার ইচ্ছা যে তার লেখা নয় বলি।

গ্লষ্টার। এ তারই লেখা।

এড। তারই হাতের লেখা বটে—কিন্তু আশা করি, তার মনোগত ভাব লেখায় ব্যক্ত হয় নাই।

গ্লষ্টার। পূর্ব্বে তোমায় এ বিষয়ে কিছু বলে নাই?

এড। কখনও বলে নাই, কিন্তু তিনি বলতেন যে পুত্র উপযুক্ত হ'লে এবং পিতা বৃদ্ধ হ'লে পিতাকেই পুত্রের অধীন থাকা উচিত এবং পুত্রই সমস্ত বিষয়ের উপর আধিপত্য করবে।

গ্লষ্টার। দুরাত্মা! দুরাত্মা! তার প্রত্যেক মত পত্রে প্রকাশ, নীচাশয় অস্বাভাবিক ঘৃণিত পশু, পাশব প্রকৃতি অপেক্ষাও নীচ। যাও মশাই তার অনুসন্ধান কর, আমি তাকে ধৃত করব; ঘৃণিত দস্যু! সে এখন কোথায়?

এড। আমি ঠিক জানি না; যদি আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার ভ্রাতার উপর, আপনার ঘৃণা কিছু রদ করিতে পারেন, যতক্ষণ না তার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়, আপনাকে একটী কাজ করতে হবে। কিন্তু যদি আপনি তার অভিপ্রায় উত্তমরূপে অবগত না হয়ে তাহার বিরুদ্ধে গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে আপনারও মানের হানি হবে, আর তার বশ্যতারও হানি হবে। আমি আমার জীবন পণ করিতে পারি, যে সে আপনার প্রতি আমার ভক্তি-পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই এ পত্র লিখিয়াছে; তাহাতে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই।

গ্লষ্টার। তুমি কি তাই বিবেচনা কর?

এড। আপনি যদি সুবিবেচনা করেন, আমি আপনাকে এমন স্থানে রাখব, যেখান হ'তে আপনি আমাদের কথাবার্ত্তা সব শুনতে পাবেন এবং স্বকর্ণে শুনে সব যথাযথ বুঝতে পারবেন; বেশী দেরীর আবশ্যক কি, অদ্য সন্ধ্যার সময়ই আপনি সব জানতে পারবেন।

গ্লষ্টার। এতদূর পৈশাচিকবৃত্তি তার অনুষ্ঠান নয়।

এড। বিশেষ কিছু স্থিরতা নাই।

গ্লষ্টার। তাহার জন্মদাতার প্রতি,—যে তাহাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসে—স্বর্গ আর মর্ত্ত! এড্‌মণ্ড তার অনুসন্ধান কর; তাকে তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়ে কথাবার্ত্তা তার নিকট হ'তে বের ক'রে নাও—নিজে বুদ্ধি ক'রে কাজ কর। ন্যায় কার্য্য করতে আমি সম্বন্ধ বিচার করব না।

এড। আমি এখনি তার অনুসন্ধান করচি, সুবিধা মত কার্য্য শেষ করব এবং মহাশয়কে সব জানাব।

গ্লষ্টার। গত সূর্য্য আর চন্দ্রগ্রহণ আমাদের হানিজনক। বিজ্ঞানে ইহার অন্যরূপ অর্থ থাকিলেও, মানব জীবনাকাশে ইহা বড়ই কষ্টদায়ক, ভালবাসা শিথিল, বন্ধুত্ব নষ্ট, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, নগরে বিদ্রোহ, দেশে বিবাদ, রাজবাটীতে রাজবিদ্রোহ এবং পিতা-পুত্রে সম্বন্ধ ছিন্ন করে। আমার এই দুষ্ট পুত্র গ্রহ-বৈগুণ্যে পতিত হয়েছে, পুত্র পিতার বিরুদ্ধে; রাজা স্বভাবচ্যুত হয়েছেন, সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা; জীবনের সুখময় দিন কেটে গেছে, এখন ষড়যন্ত্র, শত্রুতা, বিশ্বাসঘাতকতা, জীবনের শেষ সময় অশান্তিতে পূর্ণ করে কবর মুখে লয়ে যাবে। এই দুর্জ্জনের অনুসন্ধান কর, ইহাতে তোমার কিছু-মাত্র ক্ষতি নাই, খুব সাবধানে করবে;—উদারচরিত সদাশয় কেণ্ট দেশ হ'তে বহির্গত, তার অপরাধ "সত্যবাদী!" অদ্ভুত! অদ্ভুত! [গ্লষ্টারের প্রস্থান।

এড। জগতে এ একটী সুন্দর বুজরুকী, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ হ'লে (আমাদের কার্য্য দোষে যাহা ঘটে) আমাদের দুঃখের জন্য সূর্য্য চন্দ্র এবং নক্ষত্রগণকে দোষী করি, যেন আমরা অদৃষ্টগুণে দুর্জ্জন, দেবতাদের বলে নির্ব্বোধ, গ্রহফলে জোচ্চোর, চোর এবং বিশ্বাসঘাতক, গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ, আমরা মাতাল, মিথ্যাবাদী এবং পরদার রত; ভগবানের লেখার ফলে আমরা দোষে পতিত হই। এড্‌গার—সেকেলে নাটকের

(এড্‌গারের প্রবেশ)

নটের ন্যায় ঠিক সন্ধিস্থলেই হাজির। ওর প্রবেশের পূর্ব্বে

আমিও নাগা ফকিরদের মতন কাঁদুনি সুরু করি। হায়! হায়! এই গ্রহণই পারিবারিক বিবাদের সূচনা করে। মা—পা—ধা—পা—।

এড্গা। কি ভাই এড্মণ্ড কেমন আছে গভীর গবেষণায় রত যে?

এড। সেদিন একটা ভবিষ্যৎ গণনা প'ড়ে, গত গ্রহণের ফলের কথা ভাবছিলুম।

এড্গা। এই নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্চ।

এড। যাহা পড়া গেল, তাহা কাজেই ফলে যাচ্চে, কি রকম শুন্‌বে—সন্তান ও পিতামাতার অস্বাভাবিক ব্যবহার,—মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, পূর্ব্ববন্ধুত্বনাশ, রাজত্বে বিচ্ছেদ, রাজার ও সভাসদের প্রতি ভয়প্রদর্শন, অলীক অবিশ্বাস, বন্ধু নির্ব্বাসন, বিবাহ-বন্ধনশিথিল, কে জানে আরও কত?

এড্গা। কতদিন হ'তে জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিদ্ হয়েছ?

এড। ও সব কথা ছাড়, পিতামহাশয়ের সঙ্গে কখন সাক্ষাৎ হয়েছিল।

এড্গা। কেন?—গতরাত্রে।

এড। তোমার সঙ্গে কোন কথা হোয়েছিল।

এড্গা। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল কথা হোয়েছিল?

এড। যখন চ'লে এলে তখন তাঁহার বাক্যে কিম্বা মুখভঙ্গীতে কোন অসদ্ভাবের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই?

এড্গা। কৈ না।

এড। আমার বোধ হয় তোমার উপর তিনি বিরক্ত হয়েছেন; আমার কথা শোন, এখন তাঁহার সামনে যেও না, সময়ে যতক্ষণ না তাঁহার ক্রোধের উপশম হয়। তাঁহার এখন এত

রাগ হয়েছে যে তোমায় দেখতে পেলে সে রাগ আর যাবে না।

এড্‌গা। কোন বদমাইস লোক আমার নামে বদনাম করেছে।

এড। আমারও তাই বিশ্বাস, আমি তোমায় অনুরোধ করছি যতক্ষণ না তাঁহার ক্রোধের গতিমন্দ হয় ততক্ষণ তাঁহার সামনে যেও না, আমার কথা শোন, এখন আমার ঘরে যাও, আমি তোমাকে সেখানে তাহার কথা শোনাব, আমার কথা রাখ, যাও, এই নাও আমার চাবি, যদি বাহিরে যাও, সশস্ত্রে যেও।

এড্‌গা। সশস্ত্রে কেন ভাই?

এড। ভাই! আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি, সশস্ত্রে যেও, আমাদের পিতা যদি তোমার উপর না রেগে থাকেন তা'হলে আমি মিথ্যাবাদী হব। আমি যেটুকু দেখেছি ও শুনেছি তাই বল্‌ছি, কিন্তু এতেই আমার প্রাণ শুকিয়ে গেছে, আমি তোমাকে জোড় হাত করে বল্‌ছি যাও।

এড্‌গা। তুমি শীঘ্রই আস্‌ছ?

এড। আমি তোমাকে এই কাজে সাহায্য ক'র্‌ব।

[এড্‌গারের প্রস্থান।

কান্‌পাতলা বাপ, আর উদারচরিত ভ্রাতা, যার স্বভাব এত সুন্দর, যে কাহাকেও অবিশ্বাস করে না, যার স্বভাবের উপর নির্ভর করে আমার আজ বেশ চলছে, আমার কাজ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, যাহা জন্মগ্রহণে পাই নাই, তাহা বুদ্ধিবলে সমাধা ক'রব। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

এলবেনীর রাজবাটী।

(গনেরিল ও ভৃত্যের প্রবেশ)

গনে। বাবা কি তাঁহার বয়স্যকে ধমকাবার জন্য আমার চাকরকে মেরেছেন ?

ভৃত্য। হাঁ রাজ্ঞি !

গনে। দিন রাত্রি তিনি আমাকে জ্বালাতন করেন, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তিনি একটা না একটা অপরাধ করে আমাদের সমস্ত কার্য্য জটিল করেন ; আমি ইহা সহ্য ক'র্‌ব না, তাঁহার সভাসদগণ জনতা করে এবং তিনি নিজে সামান্য কারণে আমাদের দোষ দেন। শীকার হ'তে ফিরে এলে আমি তাঁর সহিত কথা কইব না ; ব'ল আমার অসুখ করেছে, আর পূর্ব্বাপেক্ষা যদি তাঁহার কার্য্যে অমনোযোগী হও, তা হ'লে বেশ হয় ; যদি দোষ হয়, আমি তার জবাব দেবো।

ভৃত্য। রাজ্ঞী ! তিনি আসছেন, শব্দ শোনা যাচ্চে। (ভেরীনিনাদ)

গনে। তুমি আর অন্যান্য ভৃত্যেরা তাঁর কার্য্যে ইচ্ছামত ক্লান্তি দেখিও, আমি এ বিষয় জানাতে চাই ; যদি তাঁর পছন্দ না হয়, আমার অন্য ভগ্নীর কাছে যান ; তাঁর মনের ভাব আমি বেশ জানি—আমি কিম্বা আমার ভগিনীর উপর আধিপত্য চল্‌বে না। বোকা বুড়ো, এখনও ইচ্ছা যে উনি কর্ত্তৃত্ব করেন ; আমি নিশ্চিত বল্‌তে পারি বোকা বুড়ো শিশুর সমান, যখন তাঁহারা খারাপ হ'য়ে যান, তখন

তাহাদিগকে ধমকে ও আদরে রাখতে হয়। যা বল্লুম স্মরণ থাকে যেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে, রাজ্ঞি!

গনে। ওঁর সভাসদ্‌দিগের প্রতিও অসৎ ব্যবহার করবে, সে জন্য কোন ভয় নাই, তোমার সঙ্গিদিগকেও ঐ কথা বলে দেবে, আমি এই বিষয় আন্দোলনেই সব কথা তুলবো, আমার ভগ্নীকে এখনি পত্র লিখে আমার মত ব্যবহার করতে ব'লে দেবো। ভোজন প্রস্তুত কর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ঐ—দরদালান।

(ছদ্মবেশী কেণ্টের প্রবেশ)

কেণ্ট। আমি যদি আমার স্বাভাবিক স্বর পরিবর্ত্তন করতে পারি এবং আমার সদভিপ্রায় যদি আমার কথা দ্বারা গোপন করতে পারি, তবেই যার জন্য আমি ছদ্মবেশ ধারণ করেছি, সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে। নির্ব্বাসিত কেণ্ট! যিনি তোমাকে নির্ব্বাসিত করেছেন, যদি তুমি তাঁর উপকার করতে পার, তা হ'লে তোমার প্রভু যাঁহাকে তুমি আন্তরিক ভালবাস, তিনি তোমাকে একজন প্রভুভক্ত দাস ব'লে মনে করবেন। (ভেরীনিনাদ)

(লীয়ার, সভাসদ্‌গণ এবং অনুচরবর্গের প্রবেশ)

লীয়ার। আমি ভোজনের জন্য এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করবো না, শীঘ্র প্রস্তুত কর। [একজন ভৃত্যের প্রস্থান।

এ কি! তুমি কে?

কেণ্ট। মানুষ।

লীয়ার। তুমি কি কর? আমাদের নিকট তোমার কি আবশ্যক?

কেণ্ট। আমার বহিরাকৃতিও যা, আমি কবিও তা, যিনি আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি তাঁর কার্য্য প্রাণপণে করি; যিনি সত্যপ্রিয়, তাঁকে আমি ভালবাসি; যিনি জ্ঞানী এবং অল্পকথা কন, তাঁরই সঙ্গে কথাবার্ত্তা কই; সর্ব্বদা শাস্তিকে ভয় করি, যখন অন্য উপায় নাই, তখনই যুদ্ধ করি।

লীয়ার। তুমি কে?

কেণ্ট। সাদাসিদে লোক মশাই, আর এই মহারাজের মতন গরীব।

লীয়ার। তিনি রাজা হ'য়ে যতদূর গরীব, তুমি প্রজা হ'য়ে যদি ততদূর গরীব হও, তবে তুমি নিশ্চয়ই খুব গরীব তুমি কি চাও?

কেণ্ট। কর্ম্ম চাই।

লীয়ার। কার কাছে কর্ম্ম করতে চাও?

কেণ্ট। মহাশয়ের নিকট।

লীয়ার। তুমি আমাকে চেন?

কেণ্ট। না মশাই, কিন্তু আপনার মুখে প্রভুত্বের লক্ষণ আছে, আপনাকে প্রভু বলতে ইচ্ছা করে।

লীয়ার। কি আছে?

কেণ্ট। রাজ-চিহ্ন।

লীয়ার। তুমি কি কাজ জান?

কেণ্ট। আমি মশাই খুব সৎপরামর্শ দিতে পারি, ঘোড়া চড়তে পারি,

দৌড়ুতে পারি, অদ্ভুত গল্প বলবার সময় মাটি করে দিতে পারি, খবর দিতে হ'লে একরকম করে দিতে পারি, মোট কথা সবাই যা করতে পারে আমিও তা পারি, কিন্তু খুব খাটতে পারি।

লীয়ার। তোমার বয়স হয়েছে কত ?

কেণ্ট। এত কমও না যে সুন্দরীর মধুরস্বরে ভুলে যাব, এত বুড়োও না যে সুন্দরীর প্রত্যেক হাবভাবে বিভোর হয়ে যাব, আমার পিঠে আটচল্লিশ বছর চেপেছে।

লীয়ার। আমার সঙ্গে থাক, তুমি আমার কাছে কায করবে, যদি ভোজনের পর অনিচ্ছা না হয়, আমি তোমাকে আমার কাছে এখন রাখব। খাবার নিয়ে এস। আমার বয়স্য কোথা ? যাও আমার বয়স্যকে এখানে ডাক।

(অস্ওয়াল্ডের প্রবেশ)

দেওয়ান মশাই যাচ্ছ কোথা ? আমার কন্যা কোথায় ?

অস্। আজ্ঞে— [প্রস্থান।

লীয়ার। কি বলে, ও গাধাকে ফেরাও ; আমার বয়স্য, কোথা ? সবাই কি মরেছে—সে কি রকম ? সে হতভাগা কোথায় ?

সভা। প্রভু, ও ব'লেছে যে আপনার কন্যার শরীর খারাপ হয়েছে।

লীয়ার। ও ক্রীতদাস বেটাকে যখন ডাকলুম ও ফিরে এলো না কেন ?

সভা। মহাশয়, ও আমাকে স্পষ্ট জবাব দিলে যে, শুনবে না।

লীয়ার। শুনবে না !

সভা। প্রভু, আমি জানি না কি হয়েছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস,

পূর্ব্বের ন্যায় আর মহারাজের আদরের সহিত অভ্যর্থনা হ'চ্ছে না, যত্নের বড়ই ত্রুটি হ'চ্ছে, চাকরবাকর, আপনার জামাতা ও কন্যা একাভাব দেখাচ্ছে।

লীয়ার। কি বল ?

সভা। প্রভু, আমার ভুল হ'লে মাপ করবেন; এই প্রার্থনা, মহারাজের অমান্য হ'লে আমার কর্ত্তব্যানুরোধে বল্‌তে হবে।

লীয়ার। তোমার কথা শুনে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল, আমিও ইদানী একটু তাচ্ছিল্য ভাব অনুভব করছি, আমি আমার খুঁত খুঁতে স্বভাবের দোষ মনে করেছিলুম, আমি কখনও ভাবিনি যে এর ভিতর মতলব ছিল। এ বিষয় বিশেষ ক'রে দেখতে হবে—আমার বয়সা কোথায় ? আমি তাকে দুদিন দেখি নাই !

সভা। আমাদের ছোট মা ফ্রান্সে যাওয়া অবধি সে একেবারে শুকিয়ে গেছে।

লীয়ার। সে কথায় আর আবশ্যক নাই; সে আমি বেশ দেখেছি, যাও আমার কন্যাকে বলগে, আমি তার সহিত কথা কইতে ইচ্ছা করি। যাও, আমার বয়স্যকে ডাক।

(অস্‌ওয়াল্ডের পুনঃ প্রবেশ)

ও মশাই, ও মশাই, এ দিকে আসুন; আমাকে কি চিন্‌তে পারেন মশাই ?

অস্‌। আমাদের রাণীর পিতা !

লীয়ার। রাণীর পিতা ! রাজার দাস;—বেজন্মা কুকুর ! ক্রীতদাস !

অস্‌। আমাকে ও রকম কথা বল্‌বেন না মশাই।

লীয়ার। বদমায়েস, আমার সঙ্গে সমান উত্তর? (প্রহার)

অস্। আমার গায়ে হাত দেবেন না মশাই।

কেণ্ট। যাও তোমার পা ধরে উলটে দেবো না? (উল্টাইয়া দেওন)

লীয়ার। খুব কাজ করেছ, তোমায় আমি যত্নে রাখ্‌ব।

কেণ্ট। উঠে আস্তে আস্তে পালাও, চাকরে মনিবে কত তফাত, তা তোকে শেখাব, পালা পালা, যদি তোর ফের দড়াম করে পড়তে ইচ্ছে থাকে, দাঁড়া, উঠে বা, বুদ্ধি থাকে পালা!

(ধাক্কা দিয়া আস্‌ওয়াল্ডকে দূরীকরণ)

লীয়ার। বেশ করেছ, পুরস্কার গ্রহণ কর। (পুরস্কার দান)

(বয়স্যের প্রবেশ)

বয়স্য। একেও দলে টানা যাক্;—এই আমার গাধার টুপি পর।

(কেণ্টকে টুপি প্রদান)

লীয়ার। ওরে পাজি, খবর কি?

বয়স্য। মশাই! আপনার মাথায় টুপিটা দিলেই ভাল হ'ত।

কেণ্ট। কেন রে বোকা?

বয়স্য। কেন? যার অসময় তার সঙ্গে যোগ দিলেই আজকালকার কালে বোকা হয়; জল উঁচু না বল্‌তে পারলেই মুস্কিল, অমনি তাঁরা বেগ্‌ড়ালেন, আর তোমাকে বাইরে বসে ঠাণ্ডা ভোগ করতে হবে; এই আমার টুপিটা নাও, ঐটী আপনার। ইনি দুটী কন্যাকে তাড়িয়েছেন, আর একটী ভুলে আশীর্ব্বাদ করে ফেলেছেন; তুমি যদি এর সঙ্গে থাক তোমাকেও গাধার টুপি পরতে হবে—কি বল খুড়ো? আমার যদি দুটো টুপি থাক্‌ত, আর দুটি কন্যা—

লীয়ার। কেন বাছা?

বয়স্য। দুটী মেয়েকে আমার বিষয় সম্পত্তি দিয়ে, দুটী গাধার টুপি নিয়ে থাক্‌তুম, এই একটা টুপি নাও আর একটা তোমার মেয়ের কাছ থেকে ভিক্ষে করে নিও।

লীয়ার। ওরে চাবুক ভুলে গেছিস্।

বয়স্য। জগতে সত্য ব'লে যে একটী জিনিস আছে সেটা কুকুর; তার গর্ত্তে থাকাই ভাল; তাকে চাবুকে বার কর্ত্তে হবে, কিন্তু কুকুর গৃহিণী আদরের সহিত আগুনের কাছে থেকে গন্ধে ভুবন ভরাবে।

লীয়ার। ওঃ বিষময়! বিষময়!

বয়স্য। খুড়ো আমি তোমাকে একটী বক্তৃতা শোনাব।

লীয়ার। শোনাও।

বয়স্য। তবে ইয়াদ রাখ, খুড়ো;—

থাকে যেন বেশী বাইরে যা দেখাও,
জান যত তার চেয়ে কম কথা কও,
আছে যত তার চেয়ে কম ধার দিও,
হাঁটবার চেয়ে বেশী দূর ঘোড়ায় চেপে যেও,
শেখ বেশী যত বিশ্বাস কর আর না কর,
বাজী রেখে কম, তবে বেশী পাশা ছাড়,
বেশী তোমার থাকবে তেমন, দুদশ চেয়ে কুড়ি যেমন।

লীয়ার। কিছু হলোনারে বোকা।

বয়স্য। তবে ও মিনি পয়সায় উকিলের বক্তৃতা হ'ল; তুমি তো আর কি দাও নাই; খুড়ো "কিছু না হতে" কিছু কি বার করতে পার না?

লীয়ার। না বাছা, ফাঁকা আওয়াজে কোন কায হয় না।

বয়স্য। (কেন্টের প্রতি) মশাই, বলে দিন ত ওর এত জমী জায়গা আছে, তার কত খাজানা উনি পান, সবই শুন্যি, বোকার কথা কে বিশ্বাস করে বল।

লীয়ার। একো বোকা।

বয়স্য। বাছা বল দেখি একো বোকা, আর সরল বোকার তফাত কি?

লীয়ার। না বৎস! শেখাও দেখি।

বয়স্য। যে তোমায় শেখালে রাজা রাজত্ব ছাড়িতে,
বসাও তারে আমার পাশে, না হয় তুমিও পার বসিতে,
নিরেট বোকা আর সরল বোকা রাজা এখনি পাবে দেখিতে
একটী তার বাউল সেজে আছে এখানে,
আর একটী এই যে, সবাই পাচ্ছেন দেখিতে।

লীয়ার। তুমি আমায় বোকা ব'লছ?

বয়স্য। বলি রাজা, আর আর খেতাব সবই ত দান করেছ, এখন একটী বাকী আছে।

কেন্ট। প্রভু, এ বড় বোকা নয়।

বয়স্য। কোথা হ'তে হব বল? আমীর ওমরারা কি আমায় বোকা হতে দেবে, যদি একচেটে বোকার ব্যবসা চালাই, অমনি বড় লোকরা দোকান খুলে অংশীদার হবেন, স্ত্রীলোকেরাও কম নন মশাই, তাঁরাও বোকামি পেলে ছাড়বেন না; যেখানে বোকা লোক সেইখানেই তাঁরা হাত বাড়াচ্ছেন। খুড়ো একটী ডিম দাও দেখি বাবা, আমি তোমায় দুটো মুকুট দেবো।

লীয়ার। কি রকম দুটো মুকুট?

বয়স্য। কেন ডিমটি দুখানি করে শাঁস খেয়ে ফেলবো আর দুটি দিক দুটো মুকুট হবে, যখন তোমার রাজ মুকুটটা দুখানি করে দুজনকে দিলে, তোমাকেই কাদার উপর দিয়ে তোমার গাধাকে বইতে হ'ল, তোমার আর গাধার পিঠে চড়া হল না। তোমার ঐ টেকো মাথার খুলিতে কিছু বুদ্ধি নেই বাবা; তা হলে সোণার মাথার খুলি, তোমার সেই মুকুট সেটা দান করতে না; যদি বোকার মত কথা না হয়ে থাকে চাবুক লাগাও।

কখনও বোকারদের এত কমে না,
বুদ্ধিমান বোকা হলে বোকা চলে না,
তাদের সব বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে,
এখন তারা কোমর বেঁধে বোকার দলে মিশেছে।

লীয়ার। কতদিন হতে এত গাইয়ে হয়ে পড়েছ।

বয়স্য। যে দিন হতে খুড়ো তোমার কন্যাদিগকে তোমার মাতা ঠাকরুণ করেছ।

এখন তাদের হাতে চাবুক দিয়ে, পিঠের কাপড় তোল তুমি,
তখন থেকে তারা সুখের চোটে কেঁদে অশ্রুপাত
আমিও তখন প্রাণটা ভ'রে গান গাই তাদের সাথ,
এমন মোদের রাজা মশাই ছেলে খেলা করে,
বোকা তখন কোমর বেঁধে চেঁচিয়ে গান ধরে।
খুড়ো! বাবা একটা কাজ কর, একটা স্কুলমাষ্টার রাখ,
তোমার ভাঁড়কে মিথ্যে কথাটা শেখাবে, আমার
বড় মিথ্যে কথা শিখতে ইচ্ছা হয়েছে।

লীয়ার। মিথ্যা কথা বললে চাবুক লাগাব।

বয়স্য। বুঝতে নারলাম বাবা, তুমি আর তোমার মেয়েগুলি কোন্ ধেতের, সত্য বল্‌লে তারা তো চাবুক লাগাবে, আর মিথ্যে বল্‌লে তুমি লাগাবে ; চুপ করে থাকলেও নিস্তার নাই। যা হয় একটা কিছু হব, বোকা আর বোন্‌চিনা, তা বলে খুড়ো তোমার মত হব না, তোমার বুদ্ধি দুভাগে ভাগ করেছ, মাঝে কিছু নেই বাবা ; এই নাও তোমার বুদ্ধির এক অংশ যিনি পেয়েছেন তিনি আসছেন।

(গনেরিলের প্রবেশ)

লীয়ার। কি মা ? কপালে কাপড় বেঁধেছ কেন ? বোধ হয় সম্প্রতি কোপবশতঃ কুঞ্চিতকপোল হয়েছেলে ?

বয়স্য। তখন তোমার সময় ভাল ছিল খুড়ো যখন, মেয়ের চোক রাঙানির তোয়াক্কা রাখতে না, এখন খুড়ো তুমি অঙ্করহিত শূন্য, আমিও তোমার চেয়ে ভাল, আমি তবু বোকা, তুমি কিছুই নও। আচ্ছা, এখন চেপে যাই। (গনেরিল প্রতি) তোমার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ; যদিও কিছু বল নি।

কিছু নাই যার,
দরকার বড় তার
এই দেখ খোলা সার। (লীয়ারের প্রতি)

গনে। শুনহ রাজন্ ; তব বয়স্য বচন নাহি গণি—
বচনে তাহার আছে অধিকার,
আর যত সভাসদ্ তব, দিবারাত্রি বিবাদেতে রত,
সব কার্য্যে দেয় দোষ,
মর্য্যাদার নাশ করি সবে, বাদ বিসম্বাদে সদা রত ;
মনেতে আছিল—জানাবে তোমায়,

এ সবের প্রতিকার পাইব নিশ্চিত,
তব বাক্য আর কার্য্যে সে বিশ্বাস হইয়াছে দূর ;
এ সবের নায়ক যে তুমি, উৎসাহ দিতেছ সবে অনুমতি দানে ;
অনুরূপভাব হ'লেতব,শাস্তি সবেপেতসমুচিত—ঘুচিতজঞ্জাল ;
রাজত্বের শুভাশুভ গণি প্রতিকার উচিত ইহার,
হই যদি দোষের ভাজন, প্রজারক্ষা হেতু কার্য্য করিব নিশ্চিত।

বয়স্য। খুড়ো, এ সব তোমায় হচ্ছে বাবা !
কাকের বাসাতে থেকে কোকিল বাড়িল,
বড় হয়ে কোকিল ভায়া কাকে তাড়াইল।
খুড়ো বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে সব আশা ভরসা ফুরুলো,
এইবার বাবা শুখোবার পালা।

লীয়ার। তুই কিরে তনয়া আমার ?

গনে। স্থির হন মশাই, আপনার পূর্ব্বে যেরূপ সদ্‌বুদ্ধি ছিল, সেইরূপ বুদ্ধির সহিত কায করুন ; সম্প্রতি যে বুদ্ধি ধরেছেন তা ছেড়ে দিন।

বয়স্য। আচ্ছা, যখন গাড়ী ঘোড়া টানে, তখন গাধা কি কিছু টের পায় না ? হেট্ বাবা হেট্।

লীয়ার। বলতে পার আমি কে ? কেন আমি আর লীয়ার নই ; লীয়ারের চলন কি এইরূপ ? ভাষা কি এইরূপ ? সে আজ চক্ষুবিহীন। জ্ঞান লোপ পেয়েছে, না হয় ত বিবেচনা-শক্তি নষ্ট হ'য়েছে ; আমি জাগ্রত না নিদ্রিত। আহা ! এমন হতে পারে না।—কে আমায় বলতে পারে, আমি কে ?

বয়স্য রাজা লীয়ারের ছায়ামাত্র, আর কিছু নয়।

লীয়ার। আমি জানতে চাই, আমার রাজচিহ্নের বলে, বুদ্ধি কিম্বা

জ্ঞানে অনুভূত হয় যে, রাজা লীয়ার এবং আমার কন্যা আছে, কিন্তু সম্প্রতি যে অসৎ ব্যবহার পেয়েছি, তাতে ত কিছুই বিশ্বাস হয় না।

বয়স্য। তারা এখন বাপের ছায়াকে আজ্ঞাবহ করতে চায়।

লীয়ার। ভদ্রে! তোমার নাম?

গনে। শুনহ রাজন! বিস্ময়ে তোমার—মনে হয়
অন্যান্য চাতুরীর সম, এ খেলাও খেলিছ নূতন।
প্রার্থনা আমার, অভিপ্রায় বুঝহ নিশ্চিত,
এ বৃদ্ধবয়সে জ্ঞানী হওয়া উচিত তোমার;
শত সভাসদ আদি রেখেছ হেথায়,
অসংযমী, অত্যাচারী, উদ্ধত সকলে
রাজবাটী করিয়াছে—অদ্ভুত ব্যাভারে শৌণ্ডিকালয়;
কামাচারী বিলাসী সকলে, এ রম্য ভবন মোর
করিয়াছে আড্ডা কিম্বা নটীর আলয়;
লজ্জা চায় প্রতিকার এইক্ষণে,
বাক্য মম রাখহ রাজন, যাচি আমি, নহে স্বহস্তে ছেদিব বাধা;
সংখ্যায় করহ ন্যূন দলবল তব,.রবে যারা কার্য্য তারা
করিবে বুঝিয়ে—তোমার বার্দ্ধক্য মত।

লীয়ার। কি পাপ! অশ্ব মম কর সুসজ্জিত, ডাক সভাসদগণে,
অতি নীচ—মম কন্যা কদাপিও নও,
আমা হ'তে আর ক্লেশ হইবে না তোর,
এখনও আছে এক তনয়া আমার।

গনে। মম ভৃত্যে করহ প্রহার;
অত্যাচারী দলবল তব প্রভুত্ব খাটায় তাদের উপর!

(এল্‌বেনির প্রবেশ)

লীয়ার। হতভাগ্য সেই, অনুতাপ করে যে পশ্চাতে।

(এল্‌বেনির প্রতি)

আসিয়াছ মহাশয়, তব অভিমত প্রস্তাব ইহার,
শুন কথা—অশ্ব কর সুসজ্জিত ;
কৃতঘ্নতা!—তুই পিশাচী পাষাণী! আরও ভয়ঙ্কর
কুৎসিৎ আকার সন্তানে যখন তোর হয় আবির্ভাব ;
সামুদ্রিক জন্তু তুলনায় অতি ক্ষুদ্র।

এল্‌। শান্ত হোন মহারাজ!

লীয়ার। ঘৃণিতা গৃধিনি! বিতথভাষিণী তুই ;
সঙ্গী সব মম মানবের অগ্রগণ্য,
জানে তারা কার্য্য বিধিমতে,
প্রতি কার্য্যে মর্য্যাদা রাখিছে নিরত ;
অতি ক্ষুদ্র অপরাধ কর্ডিলিয়ার ধরেছিল কুৎসিৎ আকার,
যন্ত্রণায় তার স্বভাবের বিচ্যুতি ঘটিল, ভালবাসা করি দূর।
লীয়ার! লীয়ার! লীয়ার!
আঘাত হানহ শিরে, হেন নির্ব্বুদ্ধিরে স্থান দিল যেই,

(মস্তকে আঘাত করিয়া)

বিবেচনা করি দূর ; যাও, যাও সবে।

এল্‌। মহারাজ, আমি নির্দ্দোষী, আপনার ক্রোধের কারণ কিছুই অবগত নই।

লীয়ার। হ'তে পারে জান না সকলি,
শুন শুনহ প্রকৃতি! পূজ্যা দেবি শুন মোর বাণী,

রোধ কর অতিপ্রায় তব সন্তানের ভার যদি লিখে থাক ভালে,
বন্ধ্যাভাব প্রদান জঠরে, শুষ্ক কর উৎপাদিকা শক্তি সমুদয়;
দূষিত শরীর হইতে, না প্রসবে সন্তান যেমন
বাড়াইতে মান ওর জননী বলিয়া;
সন্তান জনম যদি না পার রোধিতে,
কুসন্তানে দাও স্থান গর্ভেতে উহার,
জীবিত থাকিয়ে মাতৃভক্তি দিয়ে জলাঞ্জলি
কাঁদায় উহারে দিবারাতি, যৌবন কপোলে যেন কালিমা মাখায়,
দিবানিশি অশ্রুপাতে শুষ্ক হয় বদন লালিমা।
মাতৃ ক্লেশ যত্ন স্নেহ আদি হেয় ঘৃণ্য হয় যেন সবাকার কাছে;
অনুভূত হয় যেন ওর আশীবিষ তীব্রতর দংশনের সম
দংশয়ে অন্তরে কৃতঘ্নতা হীন সন্তান যাহার।
যাই যাই— [প্রস্থান।

এল্। হায় ভগবান! কোথা হতে ঘটিল এ সব।

গনে। কি কাজ জানিয়া তব কারণ ইহার?
বার্দ্ধক্যের ক্রোধ, ক্রোধেতেই হবে লীন।

(লীয়ারের পুনঃ প্রবেশ)

লীয়ার। এক কথায় আমার পঞ্চাশজন সভাসদ্ তাড়ালে?
এক পক্ষও গেল না।

এল্! কি হয়েছে মহারাজ!

লীয়ার। শুনিবে সকলি, জীবন—মরণ, লজ্জা হয় চিন্তায় আমার,

(গনেরিলের প্রতি)

মনুষ্যত্ব কুঞ্চিত আজি তোমার প্রতাপে!
তপ্ত অশ্রু মম, গুপ্ত বহি পড়িছে নিয়ত হীন তনয়া কারণে।

কুজ্ঝটিকা ঢাকুক তোমায়।
পিতৃশোক-রাশি বিদ্ধ করে অনুভব শক্তি তোর,
ভস্ম হোক্ তাহে।
বার্দ্ধক্যের নয়ন যুগল! শোক কর ইহার কারণে।
উথাড়ি নয়ন তোমা দিব বিসর্জ্জন,
নিক্ষেপিব তোমা, নিঃসৃত সলিলে সিক্ত করিতে কর্দ্দম।
হায়! এই কি ঘটিল অবশেষে?
হয় হউক, এখনও আছে এক তনয়া আমার,
করুণা আধার সেই শান্তি-প্রদায়িনী;
শুনিলে কাহিনী তব, নখাঘাতে
খণ্ড খণ্ড করিবেক বাঘিণীর সম তোর বিকৃত বদন।
দেখিবে তখন, পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি পূর্ব্বাকৃতি মোর,
তব বিবেচনা মত চিরতরে হারায়েছি যাহা—
দেখিবে তখন, নিশ্চিত বচন মোর।

[লীয়ার, কেণ্ট ও অনুচরবর্গের প্রস্থান।

গনে। শুনিলে সকলি?

এল্। প্রেম মম সমধিক তব প্রতি,
কিন্তু হেন পক্ষপাতী নারিব হইতে, গনেরিল।

গনে। প্রার্থনা আমার ক্ষান্ত হও,—
অস্‌ওয়াল্ড! কোথা?
(বয়স্যের প্রতি) কি মশাই যে, তুমি বোকার চেয়ে পাজী বেশী—প্রভুর সাথী।

বয়স্য। লীয়ার খুড়ো, লীয়ার খুড়ো, একটু দাঁড়াও বাবা, তোমার বয়স্যকে সঙ্গে নাও।

যখন কেউ শিয়াল ধরে, আর এমন মেয়ে থাকে ঘরে,
ঠিক সে ফাঁসী কাঠে চড়ে;
আমার টুপির বদল দিয়ে ফাঁসদড়িটা নিয়ে পরে;
আর এম্নি করে পড় সরে। [প্রস্থান।

গনে। এ লোকটার বুদ্ধি আছে;—একশত সভাসদ! এদের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত রাখা কেবল নিরাপদের জন্য; কৌশল মাত্র, একশত সভাসদ! হয় ত একটা স্বপ্ন, অনর্থক মিথ্যা অনুমান, সামান্য মনোভঙ্গ, একটু কিছু হ'লেই, অমনি বৃদ্ধ ওদের ক্ষমতা বলে আপনাকে রক্ষা করবে, আর আমাদের জীবনও ওর দয়ার উপর নির্ভর করবে। অস্ওয়াল্ড! কৈ—

এল্। তুমি বড় বেশী ভয় কচ্চ।

গনে। এতদূর বিশ্বাসের চেয়ে, নিরাপদে থাকা ভাল। আমি যাতে ভয় পাচ্ছি, তার প্রতিবিধান কর্‌তে দাও; আমি ভয় আর রাখ্‌চিনি। ওঁর মন আমি ভালরকম জানি। উনি যা বল্লেন, তা আমি সবই আমার ভগ্নীকে লিখে পাঠিয়েছি। আমি যখন যুক্তিসঙ্গত নয় বলে প্রকাশ করে দিয়েছি, তখন সে কিছুতেই তাঁকে, তাঁর শত সভাসদগণের সহিত স্থান দেবে না। কৈ, অস্ওয়াল্ড এখনও এল না।

(অস্ওয়াল্ডের প্রবেশ)

তুমি সে চিঠিখানি কি আমার ভগ্নীকে লিখে পাঠিয়েছ?

অস্। হাঁ দেবী!

গনে। কতিপয় অনুচরের সহিত সত্বর অশ্বারোহণে আমার ভগ্নীর নিকট পৌঁছে, তাঁকে আমার ভয়ের বিবরণ বিশেষ করে

বল, আর তার সঙ্গে তুমিও যুক্তিমত যা বল্‌বার বল, যাতে আরও দৃঢ় হয়। যাও, আর শীঘ্র ফিরে এস।

[প্রস্থান।

না, না, প্রভু! যদিও আমি নিন্দা করি না, তোমার এ প্রকার সৌজন্যতা ও কোমল আচরণ কিন্তু উপযুক্ত নয়। নির্দ্দোষ নম্রতার জন্য তুমি যেরূপ প্রশংসিত, জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত তদপেক্ষা তোমার অধিক তিরস্কৃত হওয়া উচিত।

এল। কতদূর দৃষ্টি তব না পারি বলিতে,
কুশল বিনাশি মোরা সুফল লভিতে।

গনে। না,—তবে—

এল। দেখা যাক, কি ফল ফলে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সভাগৃহ।

(লীয়ার, কেণ্ট ও বয়স্যের প্রবেশ)

লীয়ার। তুমি শীঘ্র করে এই পত্রখানি গ্লষ্টারের অধিপতির নিকট লয়ে যাও, আমার কন্যাকে তোমার কোন কথা বল্‌বার আবশ্যক নাই, তবে পত্র পড়ে যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করে জবাব দিও, যদি শীঘ্র না যেতে পার, আমি তোমার অগ্রে গিয়ে পৌঁছাব।

কেণ্ট। প্রভু, আপনার পত্র যতক্ষণ না যথাস্থানে প্রদান কর্‌তে পারি, ততক্ষণ নিদ্রা যাব না। [প্রস্থান।

বয়স্য। খুড়ো, যদি কারও মস্তিষ্ক পায়ের গোড়ালিতে থাকৃত, তা হ'লে মস্তিষ্কে আগুনেঘাত জন্মাত কি না বল দেখি ?

লীয়ার। হাঁ বাপু।

বয়স্য। স্ফূর্ত্তি কর, তোমার বুদ্ধি ঢাকা পড়েছে।

লীয়ার। হাঃ হাঃ হাঃ।

বয়স্য। তোমার অন্য কন্যাটীও এই রকমই ব্যবহার করবে, তোমার এ মেয়েটী নোনা, আর উটি আতা, যা মুখে আসে তাই বলে ফেলি।

লীয়ার। কি বলছ বাপু।

বয়স্য। দুইজনেই এক ছাঁচে ঢালা ; খুড়ো বলতে পার মুখের মাঝে কেন নাক আছে ?

লীয়ার। না।

বয়স্য। কেন, নাকের দুধারে দুটী চোক থাক্‌বার জন্য, মানুষ যা না দেখতে পাবে তা গন্ধে জেনে নেবে।

লীয়ার। আমি তার প্রতি কুব্যবহার করেছি,—

বয়স্য। আচ্ছা বল দেখি ঝিনুক কি ক'রে গায়ের খোলা তৈরি করে ?

লীয়ার। না।

বয়স্য। আমিও পারি না ; কিন্তু আমি বলতে পারি, শামুকের খোলা কেন আছে।

লীয়ার। কেন ?

বয়স্য। কেন, মাথা রাখবার জন্য, শামুক এত বোকা নয় যে, খোলাটী মেয়েদিগকে দিয়ে নিজের মাথা রাখবার জায়গা পাবে না।

লীয়ার। আমার কি স্বভাবের বিকৃতি হবে। এরূপ দয়ালু পিতা!— আমার ঘোঁড়া প্রস্তুত হয়েছে ?

বয়স্য। তোমার গাধা চাকরগুলি সে কাজে গেছে। সাতভাই চাঁপা সাতটার বেশী নয় কেন? বড় মজার কথা।

লীয়ার। আটটা নয় বলে।

বয়স্য। হাঁ, ঠিক্ বলেছ, তুমিও একটা পাকা বিদূষক হবে।

লীয়ার। প্রতিগ্রহণ!—বিষম অকৃতজ্ঞতা।

বয়স্য। খুড়ো তুমি যদি আমার বয়স্য হ'তে, তা হ'লে এত অল্প বয়সে বুড়ো হয়েছ বলে তোমাকে চাবুক লাগাতুম।

লীয়ার। কি রকম?

বয়স্য। জ্ঞান জন্মাবার আগে তোমার বুড় হওয়াটা ভাল হয় নাই।

লীয়ার। ওঃ আমায় পাগল ক'রো না, ভগবান! শান্তি দাও, স্বভাবকে রক্ষা কর, উন্মাদ হ'তে সাধ নাই।

(জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

অশ্ব প্রস্তুত কি?

ভদ্র। প্রস্তুত মহারাজ!

লীয়ার। এস হে।

বয়স্য। কুমারী সব হাঁসছো বড় যাচ্ছি আমি দেখে,
চিরকুমারী থাকবে নাক কালে যদি রাখে;

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্লষ্টারের দুর্গ-কক্ষ।

(এড্‌মণ্ড ও কিউরানের পরস্পর সাক্ষাৎ)

এড। কল্যাণ হোক।

কিউ। মহাশয়ের শ্রীবৃদ্ধি হোক। আপনার পিতার সহিত আমি সাক্ষাৎ করেছি। কর্ণওয়াল অধিপতি ও তাঁহার পত্নী রীগান্, রাত্রে তাঁর বাটীতে অবস্থান করবেন, সে বিষয় জ্ঞাপন করেছি।

এড। এত কেন?

কিউ। না মহাশয়, তা জানি না; খবর সব বোধ হয় শুনেছেন; আমি গুজবের কথা বলছি, লোকে প্রকাশ্যে কোন কথা কইতে সাহস কচ্চে না।

এড। কৈ আমি তো কিছুই শুনি নি; কি খবর বল দেখি?

কিউ। কর্ণওয়াল ও এলবেনির অধিপতিদ্বয়ের পরস্পর যুদ্ধ বাধবার যোগাড় হচ্চে।

এড। কিছুই জানি না।

কিউ। সময়ে সবই শুন্‌বেন; বিদায় হই।

এড। কর্ণওয়াল অধিপতি অদ্য রাত্রে এখানে আসবেন, উত্তম! অতি উত্তম! আমারই অভিপ্রায় সিদ্ধ হবার পথ পরিষ্কার হচ্চে! ভ্রাতার অবরোধের জন্য পিতা প্রহরী নিযুক্ত করেছেন; আমায় একটা প্রশ্ন সমাধা করতে হবে; সংক্ষেপে ভাগ্যাধীন হয়ে কায করতে হবে! ভাই একটা কথা আছে; একবার এদিকে এস; আমার কথা রাখ।

(এড্‌গারের প্রবেশ)

রক্ষী আছে পিতার আদেশে; পরিত্যজ এই স্থান বচনে আমার;
গুপ্তস্থান তব প্রকাশ হয়েছে;
নিশির আঁধারে থাকি কর পলায়ন।
কর্ণওয়াল প্রতিকূলে, কয়েছিলে কোন কথা?
অন্তরাত্রে আসিছেন হেথা, রীগান সংহতি।
এলবেনির সহ যুদ্ধ বার্ত্তা কর নাই আলোচনা? দেখহ বিচারি।

এড। কভু কহি নাই হেন।

এড। পিতা মম আওয়ান—ক্ষম মহাশয়।
চাতুরির ভাবে, অসি হানি তবোপরি;
ধর অস্ত্র,—যেন রক্ষিতে আপনে, কৌশল করহ, মান পরাজয়;
এস তোমা লয়ে যাই পিতার নিকট।
আলো দাও;—কর পলায়ন,
আলোক—আলোক—লয়ে এস হেথা। [এড্‌গারের পলায়ন।

রক্তপাত চিহ্ন চাহি প্রত্যয়ের তরে; (হস্ত রক্তাক্ত করিয়া)
ক্রীড়াচ্ছলে মদ্যপায়ীগণে, করে এ হ'তে বিষম কাণ্ড।
পিতা! পিতা! থাম! থাম! কেহ নাই রক্ষিতে আমায়!

(গ্লষ্টার আলোক হস্তে ভৃত্যগণের প্রবেশ)

গ্লষ্টার। এড্‌মণ্ড! কোথা সে দুর্জ্জন?

এড। অন্ধকারে ছিল সে দাঁড়ায়ে, তীক্ষ্ণ তরবারি করে,
ডাকিনীর মন্ত্র করি উচ্চারণ, আহ্বান চন্দ্রমা সহায় কারণ
ভাগ্য দেবী তার,—

গ্লষ্টার। গেল কোথা?

এড। রক্তাক্ত শরীর মম দেখ মহাশয়।

গ্লষ্টার। গেল কোথা পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন?

এড। গেছে পলাইয়ে, যবে বিফল বাসনা—

গ্লষ্টার। অনুসর তার,—ধাও তার পিছু। [ভৃত্যের প্রস্থান।
বিফল বাসনা কিসে?

এড। বিফল বাসনা তার, প্রবর্ত্তিত করিতে আমায় প্রভুর নিধনে;
কহিনু তাহায়, পিতৃঘাতি শিরে
হানে বজ্র দেবগণ প্রতিশোধ তরে।
কহিনু আবার কত স্নেহের বন্ধনে
সন্তান আছয়ে বাঁধা পিতার সংহতি;
শুন প্রভু! ঘোর মন্দ অভিপ্রায় তার, কর্ণপাত নাহি করি কভু,
ধরি তরবারি করে,—আক্রমিল মোরে,
অরক্ষিত দেহে, বাহুতে করিল আঘাত;
সত্যের বিবাদে যবে, সাহসে হৃদয় উঠিল নাচিয়া,
হুলু আওয়াজ হেরি তাই, কিম্বা হয়ে ভীত।

আশ্রয়ের তরে যবে ডাকিনু সবারে,
গেল পলাইয়া।

গ্লষ্টার। বহুদূরে যাক্ পলাইয়া।
এ দেশে রহিলে, নিশ্চয় পড়িবে সে প্রহরীর করে;
ধৃত হ'লে—হবে নীত; আসে প্রভু মম উদার চরিত নরপাল
অদ্য রাত্রে হেথা, মম অন্নদাতা;
তাঁহার আদেশে, জানাব সকলে
প্রশংসাভাজন হবে সেই জন,
ধৃত করি হত্যাকারী হীন জনে আনিবে যে মোদের নিকট;
যে তাহারে দিবেক আশ্রয়, মৃত্যু তার সুনিশ্চয়।

এড। হেরি দৃঢ় সঙ্কল্প তাহার, রোধিবার অভিপ্রায়ে,
কর্কশ ভাষায় বলিনু তাহায় প্রকাশিব দুষ্ট বাঞ্ছা;
শুনি বাণী করিল উত্তর, "সম্পত্তি বিহীন নটীর তনয়!
মনে কি বিশ্বাস তব, আমি যদি হই বাম তব প্রতি,
তব সত্য, আর গুণে, তদুপরি বিশ্বাস স্থাপনে,
বাক্যে, তোর করিবে প্রত্যয়?
যদি আমি জানাই সকলে (জানাব সকলে, তুই হলে বাদী)
তোর অভিমত আর কৌশল সকলি,
আমার মরণে লাভ তোর সমধিক,
সেই লোভে আমা প্রতি এহেন আচার;
একথায় প্রত্যয় যদি না করে সমাজ, নির্বুদ্ধি সকলি।"

গ্লষ্টার। অতীব দুর্জ্জন!
পত্রে তার কি কার্য্য প্রকাশ? পুত্র মম নহে কদাচিত।

(ভেরী নিনাদ)

ভেরীর নিনাদ হচ্ছে ; জানিনা তাঁর আসবার কারণ কি। আমি সমস্ত বন্দর বন্ধ করে দেবো, বদমায়েস পলাতে পারবে না ; কর্ণওয়াল অধিপতি নিশ্চয়ই আমার এই অনুরোধ রক্ষা করবেন। তার প্রতিকৃতি আমি স্বদেশে ও বিদেশে পাঠাব ; সকলেই তার বিষয় জানবে। তুমি আমার অনুগত, অতএব জারজ হলেও, আমার সম্পত্তির অধিকারী ; তোমাকে যোগ্য করবার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টিত হব।

(কর্ণওয়াল, রীগান্ ও ভৃত্যগণের প্রবেশ)

কর্ণ। উদার-চরিত বন্ধু! সংবাদ কি ? আমি এখানে এসে বড় অদ্ভুত খবর সব শুনলাম।

রীগান। যদি সত্য হয়, তার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া বড় কঠিন। আপনি কেমন আছেন ?

গ্লষ্টার। রাজ্ঞি ! আমার বৃদ্ধ বয়সের হৃদয় একবারে ভেঙ্গে গেছে।

রীগান্। আমার পিতার ধর্ম্মপুত্র আপনার জীবন হানি করবার চেষ্টা করেছিল ? পিতা যার নাম রেখেছিলেন, আপনার এড়গার ?

গ্লষ্টার। রাজ্ঞি ! লজ্জায় আর বাক্য সরে না।

রীগান্। আমার পিতার অসংযমী পার্শ্বচরগণের সহিত সে ছিল না ?

গ্লষ্টার। তা আমি জানি না ; তবে কার্য্য অত্যন্ত গর্হিত।

এড। হাঁ, রাজ্ঞি !

রীগান্। তার হৃদয় যে কলুষিত হয়েছে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ; ওরাই তাকে বৃদ্ধের হত্যার জন্য উত্তেজিত করেছে, তার বিষয় সম্পত্তি লণ্ড ভণ্ড করে ভোগ করবে বলে। অগ্র ভগিনীর পত্রে সমস্ত জ্ঞাত হয়ে, সাবধান হয়েছি। যদি তারা আমার বাটীতে আসে, আমার দেখা পাবে না।

কর্ণ। আমারও দেখা পাবে না ; এডমণ্ড! শুনলাম তুমি পিতার প্রতি পুত্রের উপযুক্ত কার্য্য করেছ।

এড। আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি মাত্র।

গ্লষ্টার। ঐ তার মন্দ অভিপ্রায় প্রকাশ করে দিয়েছে এবং তাকে ধৃত করতে গিয়ে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে।

কর্ণ। তার অনুসরণে লোক গিয়েছে ?

গ্লষ্টার। আজ্ঞে, হাঁ প্রভু!

কর্ণ। যদি সে ধৃত হয়, তা হলে তার কাছে থেকে আর কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তোমার অভিপ্রায় ঠিক কর, আমার বলে অচিরে সমাধা হবে। এড্‌মণ্ড! তোমার সদ্‌গুণ, তোমার উন্নতির সাহায্য করেছে, তুমি আমাদের সঙ্গে থাক ; তোমার ন্যায় বিশ্বাসী লোকের আমাদের আবশ্যক আছে ; তোমাকে আমরা প্রথমেই গ্রহণ করলাম।

এড। মহাশয়! আমি আপনার কার্য্য গ্রহণ করলাম ; আর কিছু না পারি, বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করব।

গ্লষ্টার। মহাশয়! ওর জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করছি।

কর্ণ। তুমি জান না, কেন তোমার নিকট আমরা এসেছি,—

রীগান্। এরূপ অসময়ে, অন্ধকার রাত্রিতে, সদাশয় গ্লষ্টার! কোন আবশ্যকীয় বিষয়ে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করতে এসেছি। আমাদের পিতা এবং ভগ্নী উভয়েই, পরস্পর মনোবিবাদের বিষয় পত্রে লিখেছেন। আমরা বাটী হতে অনুপস্থিত হয়ে উত্তর প্রদান করছি। পরস্পরের দূতগণ সমাচার বহন করবে। আমাদের সদাশয় বৃদ্ধ বন্ধু! হৃদয়ে আনন্দ অনুভব

কর, এবং আমাদের কার্য্যে তোমার পরামর্শ দাও, যাহা কার্য্যে পরিণত করতে পারি।

গ্লষ্টার। আমি আপনাদের সেবার জন্যই নিযুক্ত। আপনাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করছি। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গ্লষ্টার দুর্গ।

(কেণ্ট এবং অস্‌ওয়াল্ডের দুই দিক হইতে প্রবেশ)

অস্। নমস্কার বন্ধু! তুমি এই বাটীতে থাক?

কেণ্ট। হাঁ।

অস্। আমাদের ঘোড়া কোথায় রাখি?

কেণ্ট। কাদায়।

অস্। যদি আমার উপর টান থাকে শীঘ্র করে বল।

কেণ্ট। তোমার উপর আমার টান নেই।

অস্। তবে আমি তোমার তোয়াক্কা রাখি না।

কেণ্ট। যদি তোমায় দারোগার খোঁয়াড়ে পেতুম আমার তোয়াক্কা রাখতে হত।

অস্। আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন করচ? আমি তো তোমায় চিনি না।

কেণ্ট। ওরে আমি তোকে চিনি।

অস্। আমাকে কি বলেচেন?

কেণ্ট। একটা পাজী, বদ, অখলচাকা, ছোটলোক, দেমাকে, লক্ষ্মীছাড়া, তাঁকে মা ভবানী, বহুরূপী, কোতো বাবু,

ট্যানাপরা, পাজী, ভেতো, মামলাবাজ, ঝাঁকার কার্ত্তিক, অষ্টধাতু, বারকট্টাই, ভেড়ুয়াকা বাচ্ছা, রমণ দূত, বেটাকে চাবকে লাল কোরে দেবো, যদি বেটা এর একটীও খেতাব অস্বীকার করে।

অস্। কি ভয়ঙ্কর লোক। আমার সঙ্গে চেনা নেই শোনা নেই আমাকে গালাগালি দিচ্চে।

কেণ্ট। নির্লজ্জ গোলাম। তুই আমায় চিনিস্ না? এই দুদিন আগে রাজার সামনে তোকে পা ধোরে উলটে দিয়েছি, মেরেছি, খোল তলোয়ার খোল, যদিও রাত্রি তথাপি চাঁদের আলো আছে, আমি তোকে মেরে পস্তা উড়িয়ে দেবো; বেটা নীচ অসভ্য জারজ! খোল্, তলোয়ার খোল্।

অস্। যাও তোমার সঙ্গে আমার কোন দরকার নাই।

কেণ্ট। খোল্ পাজী তলোয়ার খোল্; তুই বেটা রাজার বিরুদ্ধে চিঠি এনেছিস; তুই বেটা উলুখাগ্‌ড়া, রাজার বিরুদ্ধে লেগেছিস্; খোল তলোয়ার খোল, তোর পাঁজরায় তলো-য়ারের খোঁচা দেবো; খোল্, আয়, বেটা আয়।

অস্। বাবারে,—মারে'—খুন কর্‌লেরে।

কেণ্ট। মার্‌না, বেটা মার্‌না; দাঁড়া, পাজী দাঁড়া মার্‌না বেটা, বাবু খানসামা, মার।

অস্ কে কোথায় আছ! খুন কল্লে খুন কল্লে!

(এড্‌মণ্ড, কর্ণওয়াল, রীগান, গ্লষ্টার ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

এড়। কিহে? কি খবর? সংএর পুতুল।

কেণ্ট। এস তোমার সঙ্গেই লেগে যাই; সাহসী ছোক্‌রা, ইচ্ছে হয় তো এস, দু এক ঘা খেয়ে যাও; এস ছোক্‌রা বাবু।

মষ্টার। অস্ত্র! তলোয়ার! ব্যাপার খানা কি?

কর্ণ। থাম, প্রাণ দণ্ড হবে, যে পুনরায় অস্ত্র চালাবে তার প্রাণদণ্ড হবে; কি হয়েছে?

রীগান্। আমাদের ভগ্নী ও রাজার নিকট হতে এই দূতদ্বয় এসেছে।

কর্ণ। তোমাদের বিবাদের কারণ কি বল।

অস্। আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়েগেছে প্রভু।

কেণ্ট। তার আর আশ্চর্য্য কি; তোর সাহসের দৌড় খুবই দেখিয়েছিস্; পাজী ভীতু, তুই কখনও স্বভাবজাত ন'স্; দর্জ্জিতে তোকে বানিয়েছে।

কর্ণ। তুমি পাগল না কি? দর্জ্জিতে কখনও মানুষের সৃষ্টি করতে পারে?

কেণ্ট। হাঁ মহাশয়! নূতন ভাস্কর কিম্বা চিত্রকরও ওকে এত খারাপ করে বানাত না।

কর্ণ। বল, তোমাদের বিবাদের সূত্রপাত কি?

অস্। পুরোণো পাপী! মশাই; ওর জীবন আমি রক্ষা করেছি—

কেণ্ট। জারজ বেটা! বেটা বাঁয়ে শুন্তি; নাককাটা সেপাই; প্রভু, যদি অনুমতি দেন, আমি এই পাজীটাকে মেরে কাদা ক'রে ফেলি।

কর্ণ। আস্তে আস্তুন, পশু! তুমি মান মর্য্যাদা জাননা?

কেণ্ট। জানি মশাই, রাগের কথা ধর্ত্তব্য নয়।

কর্ণ। এত রাগ হ'ল কিসে?

কেণ্ট। এই ক্রীতদাস তলোয়ার ধরেছে, ওর হৃদয়ে সততা নেই; এই রকম দন্তবাদ্দীল পাজী গুলো ধর্ম্ম রজ্জুর অতি কঠোর

বন্ধনও কেটে ফেলে ; ইহাদের প্রভুর রাগের সময়, আরও বাক্যের দ্বারা রাগ বাড়িয়ে দেয়, আগুনে তেল ঢেলে দেয়, তাদের রুদ্ধরাগ আরও বাড়িয়ে ওদের প্রভুদের যখন যেরূপ ভাবের উদয় হয়, সেই ভাবেই ওরা সায় দেয়, যেন কিছু বোঝেনা; কেবল কুকুরের ন্যায় অনুবর্ত্তী।—তোর ঐ ভেংচান মুখে মড়ক ধরুক—আমার কথায় হাস্‌ছ বেটা? যেন আমি একটা গাধা ; বেটা পাতিহাঁস যদি থানার ধারে পেতুম, তাহলে প্যাকপ্যাকিয়ে মাঠে তাড়াতুম্।

কর্ণ। বুড়ো, তুমি কি পাগল হয়েছ? বিবাদের কারণ কি বল।

কেণ্ট। ওতে আর আমাতে যেমন বিবাদ, দুই বিপরীত স্বভাবেও তেমন হয় না।

কর্ণ। তুমি ওকে পাজী কেন বল্‌ছ? ওর অপরাধ কি?

কেণ্ট। ওর আমি মুখ দেখতে পারিনা।

কর্ণ। বোধ হয়, আমারও নয়, এঁরও না, ওঁরও না।

কেণ্ট। মশাই, স্পষ্ট কথা বলা আমার স্বভাব ; আমার সময়ে, আমি এখন যা দেখ্‌ছি, এর চেয়েও ভাল মানুষ দেখেছি।

কর্ণ। এ লোকটা স্পষ্ট বাদীর জন্য সুখ্যাতি পেয়ে, বড় কর্কশ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এরূস্বভাব ভিন্ন ভাব ধারণ করেছে. ও খোসামোদ জানে না,—উদারহৃদয় এবং সরল,—উচিতবক্তা,—সকলেই তাই বিশ্বাস করে, অন্ততঃ সাদাসিদে বলে ধরে, এ রকম বদ্‌লোক আমি অনেক জানি, যাদের সরলতার ভিতর অনেক প্যাঁচ আছে।

কেণ্ট। মহাশয়! আমি যথার্থ আন্তরিক সরলতার সহিত বলিতেছি

যে, মহাশয়ের ভীষণ প্রতাপে, যাহার প্রভাব দেদীপ্যমান রবির পুরোভাগে রক্তবর্ণ চক্রাকারে—

কর্ণ। তোমার বাক্যের অর্থ কি ?

কেণ্ট। বাজে কথা বক্‌ছি ; আমার কথা ত আপনাকে ভাল লাগে না। মশাই আমি জানি আমি খোসামুদে নই ; যে আপনাকে মিষ্ট কথায় ভোলায় সে আসল পাজী ; তজ্জন্য আপনার ক্রোধের ভাজন হলেও আমি তা হতে পারবনা।

কর্ণ। তুমি ওর নিকট কি দোষ করেছ ?

অস্। আমি কোন দোষ করিনি। ওঁর প্রভু রাজা মশাই সম্প্রতি ওঁর মুখেই নিন্দাবাদ শুনে আমাকে প্রহার করেছেন ; উনিও তাঁর সঙ্গে যুটে তাঁর রাগ আরও বাড়িয়ে, আমাকে উল্টে ফেলে দিয়েছিলেন, ফেলে দিয়ে আমাকে অপমান ও গালাগালি করেছেন ; নিজে বড় চাল চেলে দেখালেন যে, উনি একজন মস্তলোক ; রাজা ওঁকে প্রশংসা করলেন, কিন্তু আমি নিজেই হার মেনেছিলুম ; আর এখানে, ওঁর জীবনে প্রথম তরবারি ধরে, আমাকে আঘাত করতে এসেছিলেন।

কেণ্ট। এই পাজী আর ভীতু লোকগুলো এমন লম্বা চৌড়া কথা বলে যে, প্রথম নম্বরের বক্‌লেকেও হারিয়ে দেয়।

কর্ণ। পায়ের বেড়ীটা নিয়ে এস ত। পুরোণো বদমায়েস।—বুড়ো পাজী ; আমরা তোমায় শিক্ষা দেবো।

কেণ্ট। মশাই, বয়স ঢের হয়েছে ; শিক্ষার বয়স কেটে গেছে ; আমার জন্য আর কষ্ট করে বেড়ী আন্‌তে হবে না ; আমি রাজার চাকর, তাঁরই কাজে আপনার নিকট এসেছি ; তাঁর

দূতের পায়ে বেড়ী দিলে আমার প্রভুর প্রতি অসম্মান ও ঈর্ষা দেখান হবে।

কর্ণ। বেড়ী নিয়ে এস! দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত থাক, নতুবা আমার মর্য্যাদার হানি হবে।

রীগান্। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কি? রাত্রি পর্য্যন্ত; সমস্ত রাত্রি।

কেণ্ট। কেন মা! আমি যদি তোমার পিতার কুকুর হতুম, এর চেয়েও ভাল ব্যবহার কর্‌তে যে।

রীগান। মশাই, তাঁর পাজী চাকর হলে এরকম কচ্চি। (বেড়ী আনয়ন)

কর্ণ। এই লোকটা, আমাদের ভগ্নী যেরূপ বর্ণনা করেছে সেই প্রকৃতির লোক, নিয়ে এস বেড়ী।

গ্লষ্টার। মহাশয়! আমার বিশেষ অনুরোধ ও কাজ করবেন না; ও অনেক দোষ করেছে—মহাত্মা রাজা ওর সমুচিত শাস্তি দেবেন। আপনি যে নীচ শাস্তির বিধান কর্‌ছেন, তাহা নীচ লোক, সামান্য চোর, কিম্বা অনধিকার প্রবেশকারিদিগেরই উপযুক্ত; রাজা বড়ই দোষাবহ বিবেচনা কর্‌বেন যে, তাঁর দূতকে এরূপে আবদ্ধ করে তাঁর প্রতি অসম্মান দেখান হচ্ছে।

কর্ণ। ও কথার জবাব আমি দেবো।

রীগান্। আমার ভগ্নীর লোককে অপমান করেছে ও মেরেছে, এর সাজা না হলে সে যে মন্দ ভাব্‌বে। পায়ে বেড়ী লাগাও। (বন্ধন) আসুন প্রভু, আমরা যাই।

[কর্ণওয়াল ও রীগানের প্রস্থান।

গ্লষ্টার। বন্ধু, আমি তোমার জন্য বিশেষ দুঃখিত; কর্ণওয়াল অধিপতির ইচ্ছা, ওঁর স্বভাব সকলেরই বিদিত আছে; ওঁর স্বভাব

কে উত্তেজিত করে, কিম্বা তার বিরুদ্ধে যায় কাহার সাধ্য; আমি তোমার জন্য অনুরোধ কর্‌ব।

কেণ্ট। মশাই! অনুরোধে আর কায নাই, আমি অনেকক্ষণ জেগে আছি ও অনেকদূর ভ্রমণ করেছি, খানিকক্ষণ আমি ঘুমিয়ে কাটাব, আর বাকী সময় শীষ দিয়ে কাটিয়ে দেবো; ভাল মানুষের ভাগ্য মাঝে মাঝে বিগ্‌ড়ে যায়, মেরামতের দরকার হয়। বিদায়!

গ্লষ্টার। কর্ণওয়ালের এই দোষে বড় মন্দ হবে। [প্রস্থান।

কেণ্ট। সদাশয় রাজন্‌! আপনার ভাগ্যেই পুরাতন প্রবাদ সপ্রমান হবে। ডাঙ্গায় উঠলে বাঘে আর জলে থাক্‌লে কুমীরে খাবে। হে রশ্মি! একবার পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হও, আমি সুখে এই পত্রখানি পাঠ করে নিই। দুঃখভারে নিপীড়িত হলে মনুষ্যভাগ্যে এই প্রকার অদ্ভুত ঘটনা সকল সংঘটিত হয়। বুঝ্‌তে পাচ্চি এই পত্রখানি কর্ডিলিয়ার, সৌভাগ্যবশতঃ তিনি আমার এই ছদ্মবেশের অবস্থা অবগত হয়েছেন; এই গোলযোগে তিনি আমাদের দুর্ভাগ্যের উপযুক্ত ঔষধ প্রদান কর্‌বেন। বড়ই পরিশ্রান্ত। চোক জড়িয়ে আস্‌চে। বড়ই সুবিধা, এ প্রকার ঘৃণিত ব্যবহার আর দেখ্‌তে হবে না। সৌভাগ্য! বিদায়—একবার সুপ্রসন্ন হ'য়ো। চাকা খানা ঘুরিও। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শুন্যবন।

(এড্‌গারের প্রবেশ)

এড্‌। শুন্‌লাম আমি পলাতক আসামী বলে চতুর্দ্দিকে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বৃক্ষ-কোটরে লুক্কায়িত হয়ে, একবার অনুসরণ থেকে বড় নিষ্কৃতি পেয়েছি; আমার জন্য সমুদয় বন্দরই বন্ধ হয়ে গেছে; এমন স্থান দেখ্‌ছি না যেখানে আমায় ধর্‌বার জন্য চরসকল না ফির্‌ছে; যতক্ষণ পলায়ন সম্ভব, ততক্ষণ লুকিয়ে থাক্‌তে চেষ্টা কর্‌ব; মানব আকারে লজ্জাপ্রদ অতি নীচ ঘৃণিত পশুর ন্যায় সজ্জায় সজ্জিত থাক্‌ব; কর্দ্দমে বদন আভা ঢাকিয়া, কটিদেশ কম্বলাবৃত করিয়া, কেশরাশি জটায় পরিণত পূর্ব্বক, নগ্নদেহে, অনিল ও আকাশের অত্যাচার অনায়াসে আলিঙ্গন কর্‌ব। স্বদেশে অনেক ভিক্ষুক দেখেছি, তারা বজ্রনিনাদে সংজ্ঞাশূন্য নগ্নবাহুতে লৌহশলাকা, কাষ্ঠকীলক, নখ, অথবা শেয়াকুল কণ্টক বিদ্ধ করতঃ এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক শস্যাগার, ক্ষুদ্র পল্লী, যন্ত্রালয়, গোশালা ইত্যাদি হইতে কখনও বা উন্মত্তের প্রায় অভিশাপ প্রদানে, কখনও বা প্রার্থনায় বলের সহিত ভিক্ষা গ্রহণ করে। এখন থেকে আমিও তাই,—আমিও তাই,—আর আমি সে এড্‌গার নই। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গ্লষ্টারের দুর্গ সম্মুখ।

(লীয়ার, বয়স্ত ও জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

লীয়ার। আশ্চর্য্য! বাড়ী হ'তে তারা চলে গেল, আমার দূতের মুখে সংবাদ দিলে না?

ভদ্র। আমি অবগত হ'লুম, কল্য রাত্রিতেও তাদের যাবার কোন কথাই ছিল না।

কেণ্ট। প্রভু! নমস্কার।

লীয়ার। এ কেমন? এই লজ্জাকর অবস্থায় ক্রীড়া?

কেণ্ট। আজ্ঞে না, প্রভু!

বয়স্ত। হাঃ! হাঃ! দেখ, দেখ, পচা মোজাবন্ধ পায়ে পরেছে; ঘোঁড়াকে বাঁধতে হলে মাথায় বাঁধতে হয়, কুকুর কিম্বা ভালুককে বাঁধতে হ'লে গলায় বাঁধতে হয়, বাঁদরের কোমর বাঁধতে হয়, আর যখন মানুষের পা বড় সড়সড় করে, তখন তাকে পায়ে কাঠের মোজা পরতে হয়।

লীয়ার। কে তোমার পদ না জেনে তোমার এমন অবস্থা করেছে?

কেণ্ট। তারা দুজনেই, আপনার পুত্র কন্যা উভয়েই।

লীয়ার। সত্য না কি?

কেণ্ট। হাঁ।

লীয়ার। আমি বল্‌ছি না।

কেণ্ট। আমি বল্‌ছি হাঁ।

লীয়ার। না না, তারা কখনই এমন কায কর্‌বে না।

কেণ্ট। হাঁ, তারাই কর[illegible]

লীয়ার। জুপিটরের দোহাই তারা করে নাই।

কেণ্ট। জুনোর দোহাই তারাই করেছে।

লীয়ার। তাদের এ কায করতে সাহস হবে না, তারা পার্ব্বে না; তারা কখনও করবে না; এযে হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ! স্বইচ্ছায় এরূপ অত্যাচার! শীঘ্র শীঘ্র আমাকে সব কথা খুলে বল; তুমি কি এমন দোষ করেছিলে যে, তার জন্য তোমার এমন সাজা দিয়েছে, না তারা আমাদের নিকট হতে আস্‌ছ বলে এমন সাজা দিয়েছে।

কেণ্ট। প্রভু! যখন তাঁহাদের বাটীতে আপনার পত্র আমি দিই এবং যখন পত্র প্রদানের সময় জানু পেতে বসে ছিলাম, আমার উঠবার পূর্ব্বেই তথায় একজন গলদঘর্ম্ম, শ্বাসরুদ্ধ দূত, আমার কার্য্য শেষ হবার আগেই পত্র প্রদান কল্লে, সেই পত্র পাঠে, তাহারা নিজ লোক জন সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ ঘোঁড়ায় চড়ে সব প্রস্থান করলে; আমাকে বল্লে, আমাদের সঙ্গে চল, সময় মত জবাব পাবে; আমার প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশ কল্লে; আমি এখানে,—সেই যে দূতটা আসাতে আমাকে নিগ্রহ ভোগ করতে হ'ল, তাকে দেখে (সেই—সেই লোকটা যে মহারাজের সঙ্গে সমান উত্তর করেছিল) আমার সাহস অধিক হওয়ায় তলোয়ার খুল্‌লাম, সে আর্ত্তনাদে বাড়ি শুদ্ধ সকলকে একত্রিত করলে, আপনার পুত্র ও কন্যা বিবেচনা কল্লেন যে এই কাযের এই লজ্জাকর সাজাই উপযুক্ত।

বয়স্ত। এই যদি তাদের কাজ, শীত পালায়নি এখনও।
ট্যানা পরা বাপ হ'লে, অন্ধ হয়েছিলে,

বাপের দুঃখ জানবে না সে কোন কালে ;
টাকার বোঝা আছে যার, বড় ভাল ছেলে তার,
ভাগ্যদেবী বড় নটী, খুলে দেয় না চাবি কাটি,গরীবের কপালে।
রাজা ! তোমার মেয়েদের হাতে এতগুলি কষ্ট পাবে যে,
গুনে কুরুতে পারবে না।

লীয়ার। আমার বায়ু রোগ কিম্বা হৃদ্রোগ উপস্থিত হবে! উদ্ধ প্রসারী দুঃখ, অধঃই তোর আবাস। আমার এই কন্যা কোথায় ?

কেণ্ট। গ্লষ্টারের সহিত এই থানেই আছেন।

লীয়ার। আমার সঙ্গে যেও না, এই খানেই অবস্থান কর। [প্রস্থান।

ভদ্র। তুমি যা বল্লে তার চেয়ে আর বেশী দোষ করনি ?

কেণ্ট। একটুও না। রাজা এত অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে এলেন কেন ?

বয়স্য। এরূপ প্রশ্ন কর বলেই তোমার পায়ে বেড়ী দিয়েছে ; তুমি বেড়ী পরবারই উপযুক্ত পাত্র।

কেণ্ট। কেন বয়স্য ?

বয়স্য। আমরা তোমায় পিপঁড়ের স্কুলে দেব, তা হ'লে শিখবে যে, শীতকালে বড়ই কষ্ট করতে হয়। যাদের চক্ষু আছে, যদিচ তারা গন্ধ পায়, তথাপি চক্ষু দ্বারাই চলে ; কেবল অন্ধেরই চক্ষের কায নেই। বিশজনের মধ্যে এমন, একজনেরও নাক নেই যে, দুর্ভাগ্যের বদ্ গন্ধ না পায়। যখন বড় চাকা, পাহাড়ের নীচের দিকে গড়িয়ে যায়, হাত ছেড়ে দাও, তা না হ'লে টানের চোটে তোমার ঘাড় ভাঙ্‌বে ; আর যখন পাহাড়ে উপর দিকে উঠ্‌বে, তোমাকে পিছে টেনে নিয়ে উঠুক। যখন কোন পণ্ডিত লোক এর চেয়ে ভাল শিক্ষা

দেবে, আমারটা ফিরিয়ে দিও। আমার পরামর্শ পাজীরাই গ্রহণ করুক, কারণ এত বোকার শিক্ষা প্রদান।

যেই নর সেবা করে লাভের আশায়
বাহিরের মাখামাখি যেন তার সবে,
বৃষ্টির সময় সেই লেজ গুটিয়ে ধায়
ঝড়ের সময় তোমা ফেলে সে পালাবে।
বোকাই শুধু থাকে, থাক্‌ব আমি একা,
জ্ঞানী আগে দেয় পিট্টান;
পালিয়ে পাজী বনে বোকা,
সে বোকা হয় না কভু পাজীর সমান।

কেণ্ট। বয়সা, কোথায় এ সব শিখেছিলে ?

বয়সা। আরে বোকা, পায়ে বেড়ী থাকলে এ সব শিক্ষা হয় না।

(গ্লষ্টার এবং লীয়ারের প্রবেশ)

লীয়ার। আমার সহিত বাক্যালাপ করতেও অস্বীকার করলে; তারা পীড়িত? তারা ক্লিষ্ট? অস্থ রাত্রে তাঁরা অধিক পর্য্যটন করেছেন! প্রবঞ্চনা! বিদ্রোহের প্রতিকৃতি! গৃহ পরিত্যাগ! আমায় উত্তম উত্তর আন।

গ্লষ্টার। প্রভু! আপনার কর্ণওয়াল অধিপতির উদ্ধত স্বভাব অজ্ঞাত নাই; তিনি নিজ অভিপ্রায় সাধনে কত দূর দৃঢ় তাও জানেন।

লীয়ার। প্রতিশোধ! মহামারী! মৃত্যু! উদ্ধত! কি স্বভাব! কেন গ্লষ্টার, গ্লষ্টার, আমি কর্ণওয়াল এবং তার স্ত্রীর সহিত কথা বার্ত্তা কইব।

গ্লষ্টার। সদাশয় প্রভু, আমি তাঁহাদিগকে এ বিষয় জ্ঞাত করেছি।

লীয়ার। জ্ঞাত করেছ! আমার কথা বুঝ্‌তে পারছ?

গ্লষ্টার। আজ্ঞে হাঁ, প্রভু!

লীয়ার। রাজন্‌ কহিবে কথা জামাতার সনে;

জনক কহিবে কথা তনয়ার সাথে, আজ্ঞা কর উপস্থিতি তার।

জ্ঞাত তুমি করেছ তাদের? নিশ্বাস, শোণিত মোর!

উদ্ধত? উদ্ধত কর্ণওয়াল? বল সেই উগ্র কর্ণওয়াল প্রধানে—

না, তিষ্ঠ ক্ষণকাল, হ'তে পারে অসুস্থ সে জন;

অসুস্থ শরীর অবহেলে সেই কার্য্যে স্বাস্থ্যে যাহা কর্ত্তব্য বিধান;

নহি মোরা মোদের সমান, স্বাস্থ্যহীন প্রকৃতি যখন

শরীরের সহ নিপীড়িত করয়ে মনেরে।

ধৈর্য্য আমি ধরিব এখন;

অধৈর্য্যের সনে দ্বন্দ্ব এবে ঘটিছে আমার,

যাহা স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন জীবে অনুভবে স্বাস্থ্যবান বলি।

ধ্বংস হোক রাজ্য মোর! হেথা কেন আছ বসি?

(কেণ্টের প্রতি)

এ হেন ব্যাভারে অনুভবি আমি,

জামাতা আর তনয়া আমার মোর সহ খেলেছে চাতুরী!

দাসে মম কর মুক্ত, যাও,—জ্ঞাত কর,

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য আমার;

আজ্ঞাকর আসিতে হেথায়, অনুমতি করিতে শ্রবণ,

কিম্বা গৃহদ্বারে কাড়ার নিনাদে, নিদ্রাঘোরে মৃত্যু আনি দিবে।

গ্লষ্টার। সম্প্রীতি, সাধ মম। [প্রস্থান।

লীয়ার। হোঃ! হোঃ! আমি, অন্তর আমার!

উদ্বেলিত অন্তর আমার! হও স্থির।

বয়স্য। কেঁদে ফেল খুড়ো, কেঁদে ফেল
যথা কেঁদে ছিলা বান মৎস্য রাঁধুনীর করে,
যবে ঠাণ্ডা করে—ডাণ্ডামেরে শিরে,
বলে সুড় সুড় করে ঢোক বাছা হাঁড়ীর ভিতরে।

(কর্ণওয়াল, রীগান্, গ্লষ্টার ও অনুচরগণের প্রবেশ)

লীয়ার। স্বাগত, উভয়ে !
কর্ণ। স্বাগত, প্রভু ! (কেণ্টকে মুক্তি প্রদান)
রীগান্। প্রফুল্লিত রাজ দরশনে।
লীয়ার। রীগান্ ! অনুমানি প্রফুল্লিতা তুমি, এ হেন ভাবের কারণ
বিদিত সকলি ; অন্তরে আনন্দ তব না হ'লে উদয়,
পরিত্যাগ করিতাম সমাধিস্থ জননী তোমার অসতী বলিয়ে।
মুক্ত তুমি ? (কেণ্টের প্রতি ও বিষয়ে হস্তার্পণ করিব পশ্চাৎ।
প্রিয় রীগান্ আমার ! হেয় অতি ভগিনী তোমার ;
মায়াহীন তীক্ষ্ণ দন্তধার গৃধিনীর মত বসায়েছে হেথা।
(বক্ষে হস্ত দিয়া)
. কি বর্ণিব তোমার নিকট নীচ প্রকৃতি তাহার,
বর্ণনে বিশ্বাস না হবে তোমার,
ও হোঃ—হোঃ—রীগান্ !
রীগান্ ; ধৈর্য্য ধর মহাশয়, বিশ্বাস আমার
সদ্‌গুণ তাহার, অনুভবে অক্ষম আপনি ;
রাজ প্রতি ভক্তি তার কভু ম্লান নয়।
লীয়ার। বল—বল ; একি কথা শুনি ?
রীগান্। পিতৃভক্তিহীনা ভগিনী আমার মনে না বুঝায় ;

শুন মহাশয়! নিরুপায়ে রোধিয়াছে অসংযমী অনুচরে তব
রাজত্বের মঙ্গল বিধানে ; দোষ তার ইথে নাই।

লীয়ার। শাপগ্রস্ত হোক সেই।

রীগান্। বার্দ্ধক্যের পারে উপনীত মহাশয়,
লভিয়াছে প্রান্তসীমা প্রকৃতি তোমাতে ;
বিবেচক জনে শুভাশুভ ঘটনা তোমার
তোমা হতে ভাল মতে পারিবে জানিতে ;
তার অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত সর্ব্বদা।
প্রার্থনা আমার, যাও ফিরি ভগিনী সকাশে ;
নিজ দোষ করহ স্বীকার।

লীয়ার। ক্ষমা আমি মাগিব তাহার পাশ ?
ভেবে কি দেখেছ, রাজত্বের শীর্ষস্থলে স্থাপিত যে জন,
তার পক্ষে উচিত কি হয় ?
প্রিয় তনয়া আমার! মানি আমি বার্দ্ধক্যের ভার
অকর্ম্মণ্য করিয়াছে মোরে ;
নত জানু ভিক্ষা মাগি চরণে তোমার। (জানু পাতিয়া)
অন্ন বস্ত্র স্থান দান করহ আমায়।

রীগান্। থাম, থাম, মহাশয়! চাই নাই এ হেন বচন ;
কিবা কায বচন কৌশলে ?
নাহি সাজে হেন ; যাও ফিরি ভগিনী সকাশে।

লীয়ার। কখনই যাব না সেথায় (উত্থানান্তর)
অর্দ্ধ অনুচর হ্রাস করিয়াছে সেই,
হেরিয়াছে ভ্রূকুটী বিস্তারে,
বাক্যতার সর্প সম দংশিয়াছে অন্তরে আমার।

প্রতিবিধানিতে ত্রিদিব সঞ্চিত প্রতিহিংসা যত
হউক নিক্ষিপ্ত কৃতঘ্ন মস্তকে!
দূষিত পবন! বহি ভীম বেগে চূর্ণ কর অস্থি তার।

কর্ণ। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ!

লীয়ার। তীব্রগতি ক্ষণপ্রভা, দৃষ্টি-নাশ-কারী বহ্নি-শিখা তব
হান তার কুটিল নয়ন'পরি, বিনাশ সৌন্দর্য্য তার;
তপন কিরণাকৃষ্ট পল্বলোত্থা বহি নত কর অহঙ্কার তার।

রীগান্। দোহাই দেবতাগণের! এইমত শাপগ্রস্ত করিবে আমায়,
মমোপরি ক্রুদ্ধ তুমি হইবে যখন।

লীয়ার। না—না—রীগান্ আমার, শাপ তোমা নাহি দিব কভু;
কোমল অন্তর তব কর্কশতা আধার ত নয়,
আঁখি তার ক্রোধের আগার,
নয়ন তোমার শান্তির আধার, না করে দহন।
স্বচ্ছন্দ বিধানে মম নাহি অযতন,
নহে ত বাঞ্ছিত তব করিবারে ক্ষীণসংখ্য সভাসদগণে,
হানিবারে বাক্যবাণ, রোধিবারে অবশেষে প্রবেশ আমার;
করিবারে ক্ষীণসংখ্য সভাসদগণে,
হানিবারে বাক্যবান, রোধিবারে অবশেষে প্রবেশ আমার।
জান তুমি ভাল মতে প্রকৃতি-নিদেশ,
শৈশবের মমতা বন্ধন, শিষ্টাচার ফল,
কৃতজ্ঞতা প্রতিদান, আর অর্দ্ধ দত্ত রাজ্য মোর নহেত বিস্মৃত।

রীগান। শুন মহাশয়! অভিপ্রায় কহ গোচর।

(তূর্য্যনিনাদ)

লীয়ার। আমার ভৃত্যের পায়ে কে বেড়ি দিলে?

কর্ণ। কার ঐ ভেরীর নিনাদ ?

রীগান। ভগিনীর মোর, বিজ্ঞাপিছে আগমন তাঁর পত্রের আভাস মত।

(অসওয়াল্ডের প্রবেশ)

আসিয়াছে প্রভুপত্নী তব ?

লীয়ার। ক্রীতদাস ! অনুগামী যার হতে তার লভিয়াছে
অনায়াস-লব্ধ গর্ব ; দূর হরে দৃষ্টিপথ হতে।

কর্ণ। কি প্রভু ?

লীয়ার। আমার দাসের পায়ে কে বেড়ি দিয়েছিল ? রীগান ! আশা
করি তুমি এ বিষয় জান না ? কে আসে ? হে অমরগণ !—

(গনেরিলের প্রবেশ)

কৃপা যদি করহ স্থবিরে, সদয় শাসন তুষ্ট যদি বাধ্য তায়,
প্রাচীন তোমরা যদি, সপক্ষ হইয়ে মোর দূর কর ভয়ে;
হও সহায় আমার ; লাজ না উপজে হেরি শুভ্র শ্মশ্রু মোর ?

(গনেরিলের প্রতি,

হাত ধরি সাদর সম্ভাষ উচিত কি রীগান তোমার ?

গনে। সম্ভাষণ না করিবে কেন ? কি দোষ আমার ?
নহে তাহা দোষ হেরে যাহা বিচার বিমূঢ় জনে
কিম্বা যাহা বার্দ্ধক্যে বাখানে।

লীয়ার। ছদি ভঙ্গ হইবে না মোর ? পার্শ্ব মম এত কি কঠিন ?
আমার দাসের পায়ে কে বেড়ি দিলে ?

কর্ণ। শাস্তি আমি দিছি ওরে,
অসংযমী ওই, আরও শাস্তি উচিত বিধান।

লীয়ার। তুমি ? তুমি ?

রীগান। শুন পিতঃ ! বার্দ্ধক্যের ভারে সুবিচার মন্দ ভাব তুমি।

যাও ফিরি ভগিনী নিকট অর্দ্ধসংখ্য অনুচর লয়ে,
মাসাবধি করি বাস এস পুনঃ আমার সকাশে।
গৃহ ছাড়ি ভ্রমিতেছি আমি, কোথা পাব হেথা,
প্রয়োজন মত সামগ্রীনিচয় তোমার তোষণ তরে?

লীয়ার ফিরে যাব উহার নিকট দূর করি পঞ্চাশৎ জনে?
না, তা হবে না; সকল আশ্রয় ত্যাজ
নিবাসি প্রান্তরে, পবনের সহ বরঞ্চ করিব রণ;
বিপী উলুকের সহ বন্ধুত্ব করিব, প্রয়োজন বিতাড়িত হয়ে
অন্যোপায় কিবা দেখি আর; যাব পুনঃ উহার সকাশে?
কেন, উত্তপ্ত শোণিত ফ্রান্স নরপতি
বরিয়াছে যৌতুকবিহীনা মোর কনিষ্ঠা তনয়া,
তার সিংহাসনতলে দাস সম নতজানু
ভিক্ষা মাগি জঠর ভরিয়ে দেহেতে রাখিব প্রাণ, সেও ভাল;
যাব পুনঃ উহার সকাশে? বরঞ্চ হইব ক্রীতদাস,
কিম্বা ভারবাহী হয় এই হেয় অশ্বপালের পোষিত।

(অস্ওয়াল্ডকে নির্দ্দেশ করিয়া)

গনে। যথা ইচ্ছা তব, মহাশয়।

লীয়ার। প্রার্থনা আমার করিও না বিকৃত মস্তিষ্ক মোরে,
কোন জ্বালা নাহি দিব তোরে; বিদায় এক্ষণে!
আর কভু দেখা নাহি হবে, পরস্পরে হেরিব না পুনঃ;
কিন্তু তুই রক্তমাংস মম,—আমার তনয়া,
কিম্বা তুই ব্যাধি মম গাত্রে, মোর বিনা অন্ত কি কহিব?
বিষাক্ত শোণিত জাত দুষ্ট ক্ষত বিস্ফোটক মম তুই।
তিরস্কার করিব না তোরে;

সময়ে হইবে মনে লজ্জার উদয় মম বাক্য বিনা ;
বজ্রপাত হেতু ডাকিব না বজ্রদেবে,
ন্যায়বান ভগবানে এ বারতা কভু না কহিব ;
ভাল হও সক্ষম হইলে, সময়েতে শিখ শিষ্টাচার ;
ধৈর্য্য আমি ধরিব নিশ্চিত।
রীগান সংহতি বাস মম শত অনুচর সহ।

রীগান। কিরূপে সম্ভবে ? নহেত সময় এবে ?
আর তব অভ্যর্থনা তরে নহেত প্রস্তুত ? ধর ভগিনীবচন ;
চাহে যারা সংযোজিতে যুক্তি সনে কোপ ভাব তব,
বার্দ্ধক্যের দোষে তারা রুষ্ট না হইবে।
ভগিনী আমার নিজকার্য্য জানে ভালমতে।

লীয়ার। উপযুক্ত বাক্য কি তোমার ?

রীগান। নিশ্চয় বলিতে পারি, কি, পঞ্চাশৎ অনুচর নহে কি পর্য্যাপ্ত ?
আধিক্যের কিবা প্রয়োজন ? কেনই বা এতগুলি ?
বিপদ রক্ষণ ভার বৃদ্ধি পায় সংখ্যা বৃদ্ধি সনে ;
কেমনেতে একগৃহে বিভিন্ন অধীনে
এত সংখ্যা রহিবে সদ্ভাবে ? অতি সুকঠিন, অসম্ভব ইহা।

গনে। সেবিতে তোমারে পারে না কি প্রভু,
মম কিম্বা ভগিনীর অনুচরগণে ?
কিবা আবশ্যক তব অন্য অনুচরে ?

রীগান। কার্য্যে ত্রুটি করে যদি তারা, আমরা শাসিব।
অবস্থান বাঞ্ছা যদি আমার আলয়ে,
(অনুভূত বিপদ আশঙ্কা এবে), [স্থান হেথা।
পঞ্চবিংশ অনুচর লয়ে এস তুমি ; সংখ্যায় অধিকতর নাহি

লীয়ার। দিয়াছি সকলি—

রীগান। সময়েতে যুক্তিমত কার্য্য করিয়াছ।

লীয়ার। ছিল নির্দ্ধারিত, অনুচর শত লয়ে বাস তোমার নিলয় ;
পঞ্চবিংশতি লয়ে তোমার আলয়ে কি হেতু যাইব রীগান ?
কিরূপে কহিলে হেন কথা ?

রীগান। বলি আমি পুনর্ব্বার ; অধিক আনিলে স্থান নাহি দিব।

লীয়ার। দুষ্টাশয়গণে শ্রেয় বলি হয় জ্ঞান অন্য পাপাচারীগণে হেরি :
মন্দের চরমসীমা গত নহে বলি, বরঞ্চ প্রশংসাভাগী।
(গণেরিল প্রতি) তবে বাস তোমার সকাশে ;
পঞ্চাশৎ যথা পঞ্চ বিংশতি দ্বিগুণ,
সেই অনুসারে স্নেহ তব দ্বিগুণ উহার।

গনে। শুন মহাশয় !
কিবা কায তথা পঞ্চবিংশতি অথবা দশ পাঁচ অনুচরে,
যথা দ্বিগুণ সংখ্যায় সদা তব আজ্ঞাধীন ?

রীগান। একজনেও নাহি দেখি কায।

লীয়ার। প্রয়োজন যুক্তি নাহি গণে,
অধম ভিক্ষুকজনে সামান্য দ্রব্যেও সুপ্রতুল।
স্বভাবের অভাব মোচন মাত্র হলে,
পশু সম মানবের জীবন হইত।
নারী তুমি, শীত নিবারণ যদি উদ্দেশ্য হইত,
কিবা কায বস্ত্র আড়ম্বরে, যাহে নহে শীত নিবারণ ?
কিন্তু যথা প্রয়োজন তরে,—
দেব ধৈর্য্য দাও মোরে, ধৈর্য্য আমি মাগি তব কাছে !
হেরিতেছ হেথা আমি নিঃসম্বল অভাগা স্থবির,

তাথ আর বয়ঃপূর্ণ মোর, অবজ্ঞাত উভয়েরই তরে !
থাকে যদি করে উত্তেজিত তনয়া অন্তর পিতার বিরুদ্ধে,
শিখাও না মোরে নম্রভাবে বহন করিতে ;
ন্যায় ক্রোধ জনয়েতে এস ; স্ত্রীলোক সম্বল-অস্ত্র অশ্রুজল
কলঙ্কিত নাহি করে যেন মানব কপোল মোর !
না, বিকটা ডাকিনী তোরা,
সাধিব এ হেন প্রতিহিংসা উভয়ের পরে,
যাতে ত্রিভুবন—করিব এরূপ—কি করিব জানি না যে তাহা,
কিন্তু ভীতি উৎপাদক তাহা হবে অবনির।
ভেবেছ কি করিব ক্রন্দন ? না, আর না কাঁদিব,
ক্রন্দন কারণ আছে বহুতর ;
শতধা হইবে অন্তর আমার কিম্বা অশ্রু বাহিরিবে।
ওঃ প্রিয় বয়স্য আমার, উন্মত্ততা বুঝি উপজয় !

(লীয়ার, গ্লষ্টার, কেণ্ট ও বয়স্যের প্রস্থান)

কর্ণ। চল যাই, ঝড় আসছে।

(দূরে ঝটিকা নিনাদ)

রীগান। ক্ষুদ্র এ প্রাসাদ ; অনুচর সহ বৃদ্ধ কেমনে রহিবে ?

গনে। নিজদোষে ঘটিছে সকলি ;
স্ব-ইচ্ছায় বিরাম বর্জ্জিত, ফল তার অবশ্য ভুঞ্জিবে।

রীগান। আহ্বানি সাগ্রহে ওঁরে, এক অনুচরে কিন্তু নাহি দিব স্থান।

গনে। সেইমত মম অভিপ্রায়। গ্লষ্টারের অধিপতি কোথা ?

কর্ণ। গিয়াছে সে বৃদ্ধের সংহতি ; আসিতেছে ঐ।

(গ্লষ্টারের পুনঃ প্রবেশ)

গ্লষ্টার। ক্রোধান্বিত মহারাজ অতি।

কর্ণ। কোথায় গমন তাঁর ?

গ্লষ্টার। আদেশিল অশ্ব আনয়নে ; কোথা যাবে কেমনে জানিব ?

কর্ণ। যথা ইচ্ছা করুক সে মত ; স্বইচ্ছায় কার্য্য তার।

গনে। রহিবার অনুরোধে নাহি আবশ্যক।

গ্লষ্টার। আহা, অতি দুঃখ কর !
নিশির তিমির আবরিল চারিদিক, শীতবায় বহে ভীমরবে,
বহুদূরে নাহি গুল্ম এক লইতে আশ্রয় তলে।

রীগান। কথায় অবাধ্য যারা,
স্বেচ্ছায় আনিত স্বীয় অপরাধ ফল, শিক্ষক তাদের।
রুদ্ধ রাখ দ্বার, ভয়ঙ্কর সঙ্গী সবে তার,
দুষ্ট মন্ত্রণা প্রদানি, কি জানি কখন বৃদ্ধেরে করিবে কষ্ট ;
বিবেচনা পলাইবে ডরে।

কর্ণ। মহাশয় আপনি দ্বার রুদ্ধ করুন, অতি দুর্নিশা ;

রীগান। ঠিকই বলেছ। চলুন ঝড় থেকে চলে যাই।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উষর।

(ঝটিকানিনাদ, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত)

কেণ্ট এবং জনৈক ভদ্রলোকের পরস্পর সাক্ষাৎ।

কেণ্ট। এই ঝঞ্ঝাবাতের আর কে সঙ্গী হতে পারে?

ভদ্র। যার মন ঝড়ের মত অস্থির।

কেণ্ট। মহাশয়কে পরিচিত বোধ হচ্ছে; মহারাজ কোথায় বলতে পারেন?

ভদ্র। মহারাজ এখন দুষ্ট পবনের সহিত যুদ্ধ করছেন। তিনি এখন পবনকে, ধরাখানি সমুদ্রজলে উড়িয়ে ফেলতে, আর জলরাশি দ্বারা এ ভূখণ্ডটীকে ডুবিয়ে দিতে, আদেশ করছেন। তাঁর ইচ্ছা যে, হয় প্রলয় উপস্থিত হয়ে সমস্ত একেবারে ধ্বংস করুক, নয় জলপ্লাবনে সমস্তরই একটা পরিবর্ত্তন হ'ক। শুভ্র কেশরাশি ছিন্ন ভিন্ন করছেন; কেশগুলিকে প্রবলবায়ু নিষ্ফল ক্রোধভরে সবেগে উড়াচ্ছে; যেন সেগুলি অতি তুচ্ছ।

জগতের প্রতিকৃতিস্বরূপ স্বীয় মানব-শরীরে ঝড়-বৃষ্টি তুচ্ছ জ্ঞান করছেন। অন্ধরাত্রে সন্তান-শোষিত-স্তন ভল্লুকীও নিজগর্ত্তে বাস করেছে আর সিংহও ক্ষুধার্ত্ত দ্বিপী তাহাদের লোম গর্ত্তমধ্যে শুষ্ক রাখছে। তিনি সবই তাচ্ছিল্য করে নগ্নশিরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর জীবনে একেবারে হতাশ হয়েছেন।

কেণ্ট। তাঁর সঙ্গে আছে কে ?

ভদ্র। কেবলমাত্র তাঁর সেই বিদূষকটা। সেই হাস্য কৌতুকে তাঁর মনোকষ্ট নিবারণ করবার চেষ্টা কচ্ছে।

কেণ্ট। মহাশয়! আপনি আমার পরিচিত। এবং আপনার সরল মুখছবিতে বিশ্বাস স্থাপন করে একটা গুহ্য ব্যাপার আপনাকে জ্ঞাত করব। এলবেনী ও কর্ণওয়াল অধিপতি-দ্বয়ের পরস্পর মনোমালিন্য জন্মেছে ; কিন্তু বাহিরে কোন ভিন্নভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ওদের অনুচরবর্গ (উচ্চপদস্থ লোকদিগের অনুচরেরা যেরূপ হয়ে থাকে) ফ্রান্সের গুপ্তচর ; তারা এখনকার সকল সংবাদই রাখছে। যতদূর অনুধাবন করা যায়, দুই অধিপতির পরস্পর অসৌহার্দ্দ এবং ষড়যন্ত্র অথবা দয়ালু বৃদ্ধ রাজার প্রতি নৃশংস ব্যবহারই ইহার কারণ। কিম্বা হয়ত আরও কোন গূঢ় কারণ আছে ; এগুলি কেবল বাহিরের কারণ মাত্র। কিন্তু এ কথা সত্য যে, এই বিচ্ছিন্ন রাজ্যে ফ্রান্স হতে সৈন্য উপস্থিত হবে। তাহারা আমাদিগের অসাবধানতার সাহায্যে দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত বন্দর সকলে স্থান অধিকার করেছে এবং অতি শীঘ্র পতাকা উড্ডীন করবে। যদি তুমি আমার উপর এতদূর বিশ্বাসস্থাপন করতে পার যে,

তার উপর নির্ভর ক'রে ডোভর যাত্রা কর, তবে তথায় একজনের সাক্ষাৎ পাবে, এবং তাঁর নিকট, কি ভয়ানক অবস্থা ও দুঃখে মহারাজ পতিত হয়ে নিগ্রহ ভোগ করছেন, এইটী বর্ণনা করতে পারলে তুমি সেখানে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হবে। আমি উচ্চবংশীয় কোন সম্ভ্রান্ত; সবিশেষ জ্ঞাত থাকায় তোমাকে এ বিষয়ের ভার দিচ্ছি।

ভদ্র। এ বিষয়ে আপনার সহিত আরও কথাবার্তা কহিব।

কেণ্ট। কথাবার্তার আবশ্যক নাই। আমি যে আমার বাহ্য আকৃতি অপেক্ষাও অধিকতর সম্ভ্রান্ত, ইহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান করবার জন্য এই টাকার থলিটী দিচ্ছি। খুলে দেখ এবং ইহাতে যা আছে গ্রহণ কর। যদি কর্ডিলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হয়, (সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ), তাঁকে এই অঙ্গুরিটী দেখিও; তিনি তোমাকে বল্‌বেন তোমার সঙ্গী কে, যদিও তুমি আমাকে এখনও চেন নাই। ঝড় শাপগ্রস্ত হউক। আমি মহারাজের অন্বেষণে যাব।

ভদ্র। আপনার হস্ত দিন। আর কিছুই বলবার নাই?

কেণ্ট। অল্প কথাই আছে; কিন্তু এল বিশেষ আবশ্যকীয়। মহারাজের দর্শন পেলে, (সেজন্য তুমি একটু কষ্ট ক'রে এইদিকে যাও আর আমি এই দিকে যাই), যিনি প্রথম দর্শন পাবেন তিনি যেন অপরকে তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে সংবাদ দেন।

(দুই দিক দিয়া উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উষরক্ষেত্রের অপর প্রান্ত।

ঝটিকা-প্রবাহ।

(লীয়ার ও বয়স্যের প্রবেশ)

লীয়ার। বহ প্রভঞ্জন রক্তগণ্ড হয়ে
প্রবল বেগেতে বহ ; বহ, আহ্বানি তোমায়।
জলপ্রপাত ঘূর্ণবায়ু আদি সিক্ত কর মন্দিরের চূড়া ;
সৌধশিরস্থিত পবন নিশান কর মগ্ন অম্বুরাশি তলে ;
গন্ধকাগ্নি ! পলকে প্রলয়কারী
তরুবর ভেদক্ষম বজ্রাগ্নির অগ্রগামী দূত
এস তুমি ঝলসিতে শুভ্র শির মম !
আর তুমি দেব ইরম্মদ !
গোলাকার দৃঢ় ভূমণ্ডলে আঘাতি করহ সমতল !
প্রকৃতির অঙ্গুলিপি করি খণ্ড খণ্ড,
কর নাশ এককালে কৃতঘ্ন মানবপ্রসূ জীব বীজ যত।

বয়স্য। খুড়ো, বাহিরে বৃষ্টির জলে ভেজার চেয়ে ঘরে একটু খোসামোদ ক'রে শুকনো থাকা ভাল ছিল। খুড়ো, বাড়ি গিয়ে তোমার কন্যাদের কাছে মাপ চাইবে চল। এ রাত্রি, জ্ঞানীই হও, আর বোকাই হও, কিছুতেই রেত করবে না।

লীয়ার। গম্ভীর নিনাদে নাদি পূরাও চৌদিক !
মুহুর্মুহু পড়রে অশনি ! বারিপাত হ'ক অহোরহ !
হে অনিল, বজ্র, বহ্নি, বারি আদি সবে !

তনয়া আমার নহ তোমরা সকলে,
প্রকৃতির প্রহরণচয়! কেমনে কঠোর বলি করি দোষারোপ?
দিয়াছি কি রাজত্বের ভার? সম্ভাষেছি কভু সন্তান বলিয়ে?
তবে কেন মোরে হায় রক্ষিবে তোমরা?
ভয়ঙ্করী লীলা এবে করহ প্রকাশ।
ক্রীতদাস সম আছি দাঁড়ায়ে হেথায়
নিঃস্ব, দুঃখী, হীনবল, ঘৃণিত স্থবির।
কিন্তু শুন বাণী,—নীচ আজ্ঞাকারী তোমরা সকলে,
হেয় কন্যাগণ সহ মিলি এই বৃদ্ধ শুভ্রশির'পরে
শূন্য হতে সাধিছ সংগ্রাম? হোঃ বড়ই লজ্জার কথা।

বয়স্য। যার ঘরে মাথা রাখবার জায়গা আছে খুড়ো, তারও একটা মস্তকাবরণ আছে। পায়ের আঙ্গুল যদি তাই করে উচিত যা করা হৃদয় খানা, কড়ার জ্বালায় কেঁদে মরে, সারা নিশি ঘুম ধরে না। এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক কেউ জন্মায় নি যে আরশির সামনে না মুখ ভঙ্গী করেছে।

(কেণ্টের প্রবেশ)

লীয়ার। না, আমি ধৈর্য্যের আদর্শ হব; আমি আর কোন কথা বলব না।

কেণ্ট। কে ওখানে?

বয়স্য। এখানে একটী বোকা আর একটী সেয়ানা লোক রয়েছে।

কেণ্ট। অবস্থান এইস্থানে, হায় মহারাজ!
নিশা অনুচর সবে হেন নিশা কভু না যাচয়;
এ ঘোর দুর্দ্দৈব হেরি ভয়ে পলায়েছে

রাত্রিচর ভয়ঙ্কর জন্তুগণ সবে, পশিয়াছে গহ্বর ভিতরে।
বহ্নিরাশি, হেন ভয়ঙ্কর বজ্রনাদ আর,
বৃষ্টি আর ঝটিকার ভীষণ প্রকোপ
জন্মাবধি হেরি নাই কভু, স্মৃতিপথ বহির্ভূত।
মানব স্বভাব হেন সহিবে কেমনে!
কম্পিত হতেছে তারা এরূপ নেহারি।

লীয়ার। দেবতা সকলে, আমাদের শির'পরে
ঘটায়েছে দুর্দ্দৈব যাহারা, করুন নিপাত অরি দলে।
হরে কম্পমান তুই নরাধম, অন্তরে নিহিত যার
গুপ্ত পাপ রাশি ন্যায় দণ্ড অতিক্রমি;
রাখ্ লুকাইয়া রুধির রঞ্জিত কর তোর,
মিথ্যাবাদী ব্যাভিচারী! খণ্ড খণ্ড দেহ তোর হ'ক রে চণ্ডাল,
ঢাকি ধর্ম্ম আবরণে বন্ধুত্বের ভানে, হত্যাকারী তুইরে গোপনে;
অন্তর্নিহিত পাপরাশি, বিদারিয়া বক্ষ হও সুপ্রকাশ,
যুক্ত করে শাস্তি মাগ তাহাদের পাশ,
বিচারের তরে তোরে আহ্বানিছে যারা।
পাপের কালিমা স্পর্শ করে নাই মোরে,
শত অত্যাচার কিন্তু সহিয়াছি শিরে।

কেণ্ট। আহা, নগ্নশির নরবর! রহুন কুশলে;
কুটীর আছয়ে এক নিকটে মোদের,
আশ্রয় দানিবে প্রভু ঝটিকা হইতে; বিশ্রাম লভুন সেথা।
পুনঃ ফিরি যাই আমি নিরদয় গৃহস্বামী পাশ,
(প্রস্তরে গঠিত গৃহ, তাহতে কঠিন হৃদি;
না দিল আশ্রয় মোরে ক্ষণ কাল আগে

আশ্রয় যাচিনু যবে আপনার তরে),
মমতা লভিব বলে মমতার অভাব যথায়।

লীয়ার। বুঝি বিকৃত মস্তিষ্ক মোর। এস বৎস! কিরূপ অবস্থাগত তুমি?
শীতার্ত্ত? কাতর আমিও শীতে।
কোথা হতে শুষ্কতৃণ করিলে সংগ্রহ?
বড়ই কৌতুকাবহ প্রয়োজন বিধি,
সামান্য বস্তুও তাহে হয় মূল্যবান।
চল যাই কুটীর ভিতর;
শত ভিন্ন যদি এই হৃদি, তথাপিও এক অংশ তার
কাতর তোমার তরে বয়স্য আমার।

বয়স্য। একটু বুদ্ধি থাক্‌লে রে মন!
ছুর ছাই ক'রে বাদল বাতাস,
যখন যেমন তখন তেমন,
হ'ক না বৃষ্টি বার মাস।

লীয়ার। ঠিক্ বলেছ। এখন চল কুটীরে লয়ে চল।

(লীয়ার ও কেণ্টের প্রস্থান)

বয়স্য। যাবার আগে একটা বলে যাই।—
যখন ধর্ম্মযাচক কথায় দড়, শুঁড়ি মদে মেশায় জল বড়,
যখন ভদ্র লোকের দর্জ্জি পোড়ো, ধর্ম্মছাড়া পোড়ে না'ক,
পুড়ে মরে নটীর ভেড়ো,
যখন আইনে ঠিক সব মাম্‌লা, বীরের নেইক' টাকার জ্বালা,
আর পোড়ে না'ক দেনার জ্বালায় তার যত নফরগুলা।
যখন মুখে মুখে না কুৎসা ফেরে, গাঁট কাটা না সেঁদর ভিড়ে,
দেখ্‌বে তোমরা দেশে তখন গোল বাধবে বিলক্ষণ।

দেখবে তখন বাঁচবে যারা পায়ে হবে চলা ফেরা।
আমার এই ভবিষ্যৎবাণী বল্‌বে সেই মার্লিন,
কেননা তার আগে আমার জন্মদিন।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দুর্গ-কক্ষ।

(গ্লষ্টার ও এড্‌মণ্ডের প্রবেশ)

গ্লষ্টার। বড়ই দুঃখের বিষয় এড্‌মণ্ড, এরূপ অস্বাভাবিক দুর্ব্যবহার আমার ভাল লাগে না। যখন আমি উহাদের নিকট মহারাজের প্রতি দয়া প্রকাশ করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলাম, তারা আমার বাড়িখানি আমার নিকট হতে কেড়ে নিলে; আর তাঁর সহিত কথাবার্ত্তা কইলে, তাঁর জন্য অনুরোধ করলে, কিম্বা কোনরূপে তাঁর সাহায্য করলে, ওঁদের বিরাগভাজন হব তাহা স্পষ্টই বল্লে।

এড্‌। অত্যন্ত নিদারুণ ও অস্বাভাবিক।

গ্লষ্টার। নিজকার্য্যে যাও। কোন কথা বল্‌বার আবশ্যকতা নাই। উভয় জামাতার বিবাদ বেধেছে। ইহা অপেক্ষা আরও কুসংবাদ আছে;—অদ্য রাত্রে আমি এক পত্র পেয়েছি পত্রবার্ত্তা জ্ঞাপন করা বড়ই বিপজ্জনক। আমার কক্ষে পত্রখানি লুকায়িত আছে। মহারাজের উপর যে অত্যাচার

হয়েছে তার প্রতিশোধ ভালরূপেই হবে। সৈন্যদলের কিয়দংশ ইংলণ্ডে অবতরণ করেছে। আমরা অবশ্যই মহারাজের পক্ষ হব, তাঁর অনুসন্ধান করব এবং তাঁর ক্লেশের লাঘবতা সম্পাদন করব। তুমি যাও, কর্ণওয়ালপতির সহিত কথাবার্ত্তা কও। তিনি যেন আমার কার্য্য না বুঝতে পারেন। যদি আমার কার্য্য জিজ্ঞাসা করেন, ব'ল আমি পীড়িত ও শয্যাগত। যদি ইহাতে আমার মৃত্যু হয়,—তারা ত মৃত্যু ভয় প্রদর্শন করেছেই,—সেও স্বীকার, তথাপি আমি মহারাজের উদ্ধার সাধন করবই করব। একটা কোন অদ্ভুত ব্যাপার অচিরেই সংঘটিত হবে। দেখ, একটু সাবধানে থেকো। (গ্লষ্টারের প্রস্থান)

এড্। এ সব কথা এখনই কর্ণওয়ালপতির কর্ণগোচর হবে; পত্রের বিষয়ও জানতে পারবেন। লাভের এই উপযুক্ত সময়। পিতা যা হারাবেন, আমি তাই লাভ করব। আর এটাও ত আছে জ্ঞান, বৃদ্ধের পতন হলে যুবার উত্থান। [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উষরক্ষেত্র—পর্ণশালা।

(লীয়ার, কেণ্ট ও বয়স্যের প্রবেশ)

কেণ্ট। এই স্থান আশ্রয় দানিবে প্রভু!
প্রার্থনা আমার বিরাম লভহ হেথা;
এ নিশির ভয়ঙ্কর অত্যাচারে
রহিলে বাহিরে, স্বভা'বে সবেনা কভু।

(ঝটিকা প্রবাহ)

লীয়ার। সঙ্গীহীন আছি ভাল।

কেণ্ট। নিবেদন প্রভু প্রবেশ এখানে।

লীয়ার। হৃদি ভঙ্গ করিবে আমার?

কেণ্ট। ভগ্ন হ'ক হৃদি মোর বরঞ্চ বাসনা; আশ্রয় করুন গ্রহণ।

লীয়ার। অনুমান তব ঝটিকার প্রবল প্রবাহ
আঘাতিছে যাহা দেহোপরি বড়ই বিষম?
হ'তে পারে তোমার নিকট;
বিষম আঘাত আবসে হৃদয় যার, ক্ষুদ্র ব্যাধি বুঝে সে কেমনে।
ভীষণ ভল্লুক-ভয়ে পলাইতে গিয়া
যদি উদ্বেলিত সিন্ধু পড়ে প্রয়াণের পথে,
ইচ্ছা করি ভল্লুকেরে দাও আলিঙ্গন।
নিপীড়নহীন যার অন্তরমাঝার, অনুভবে সেইজন শরীরের ক্লেশ;
বিষম ঝটিকাঘাত হৃদয় হইতে
দূর করিয়াছে অনুভব শক্তি সমুদয়;
আঘাত কেবলমাত্র বাজিছে হৃদয়ে।
অপত্যের কৃতঘ্নতা! আহার্য্য প্রদান তরে উত্তোলিত কর
যথা খণ্ড খণ্ড বদন আঘাতে।
প্রতিশোধ লইব নিশ্চিত; আঁখি জল গণ্ড বহি বহিবেনা আর।
বহিষ্কৃত গৃহ হতে এ হেন নিশিতে?
ঝর ঝরি ঝর বৃষ্টি মস্তকে আমার, শিরপাতি সহিব তোমারে।
হেন দুর্নিশায়, রীগান! গণেরিল!
বৃদ্ধ পিতারে তোদের এই কি করিলি অবশেষে?
সরল অন্তরে যেই দেছে সর্ব্বস্ব তোদের!

হোঃ, হোঃ, এ কেন চিন্তায় আর দিবনা প্রশ্রয়,
উন্মত্ততা জন্মিবে তাহাতে।
দূর হও অন্তর হইতে, ও কথায় নাহি প্রয়োজন।

কেণ্ট। শুন প্রভু, প্রবেশ হেথায়।

লীয়ার। তুমি যাও, আরাম লভহ নিজে।
ঝটিকা আমায় নাহি দিবে অবসর
চিন্তিবারে হৃদয়ের দারুণ আঘাত।
আচ্ছা যাব আমি। (বয়স্যের প্রতি)
বৎস তুমি প্রবেশ প্রথমে ;
গৃহহীন দারিদ্রের প্রতিকৃতি,— যাও তুমি ;
প্রার্থনা করিয়ে আমি নিদ্রা যাব শেষে।

(বয়স্যের কুটীরে প্রবেশ)

নগ্ন দরিদ্রের সন্তান সকলে যে যথায় আছ,
নির্দ্দয় ঝটিকাঘাত সহিছ যাহারা,
গৃহহীন অনাবৃত মস্তক তোদের
শীর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গসকল, সুমলিন চীরবাস
রক্ষিবে কেমনে হেন দুষ্ট নিশি হতে ?
হয় নাই কভু হেন চিন্তার উদয়। সম্পদ ! এই যে ঔষধ ;
দারিদ্রের দুঃখস্বাদ অনুভব আজি ;
ভুঞ্জি আবশ্যক মত, করি অতিরিক্ত দান,
ন্যায় পর বিভুরাজ্য করহ প্রচার।

এড্গা। (কুটীর হইতে)
সমুদ্রের জলমাপা কাজ পেয়েছি আমি,

দিবারাতি ক্রোশ যোজন জানেন অন্তর্যামী!
এস বাবা অভাগে টম।

(বয়স্যের কুটীর হইতে পলায়ন)

বয়স্য। খুড়ো, খুড়ো, এখানে এসনা বাবা। ভূত! ভূত! ভূত! ওগো
আমায় ধর! আমায় বাঁচাও!

কেণ্ট। দাও হস্ত মোরে। কে আছ হোথায়?

বয়স্য। ভূত, গো ভূত! আবার বলে ওর নাম অভাগা টম।

কেণ্ট। কেও, খড়ের ভিতর গোঁ গোঁ করে? বেরিয়ে এস।

(এডগারের বাতুল বেশে প্রবেশ)

এড্গা। পালাও! পালাও! পালাও!
ভূত লেগেছে আমার পিছে;
কাঁটা বনের ভিতর দিয়ে
বাঁচ্ছে বাতাস বয়ে, থাক্‌বে কেন সয়ে,
শোও তুমি ঠাণ্ডা বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে।

লীয়ার। দিয়াছ কি কন্যাগণে সর্ব্বস্ব তোমার?
হেন দুরবস্থাগত সেই সে কারণে?

এডগা। টমে কিছু দাও গো তোমরা; ভূত মশাই সঙ্গ নিয়ে মোর
পেত্নীর আলোয় ঘোরায় সদা, খানায় ডোবায় দয়ে বাদায়
বথায় মোরে পায়; ঘোর টম ঘোর।
বালিসের নীচে ছুরি আছে,
ঠাকুর ঘরেও গলার দড়ি, কোলের কাছে বিষের হাঁড়ি,
বিষ দিয়ে খেলেই প্রাণটা বাঁচে।
ঘেমাকেতে প্রাণটা ভরা, সরু সাঁকোর ঘোড়ায় চড়া,

নিজের ছায়ায় তাড়া করা,
বেঁচে থাক মোর পাঁচ বুদ্ধি! ঠাণ্ডা হ'ল টম ভায়া,
হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ!
ঘোরণ বাতাস তারা খসা না আসে কাছে,
গরীব টম ভূতের ভয়ে ভিক্ষা মাগিতেছে।
ঐত আছে দাঁড়িয়ে ভূতো, ঐখানে, ঐখানেতে, ঐখানে।

(ঝটিকা প্রবাহ)

সাবধান, দুষ্ট ভূত! কথা শোন বাপমার,
কথার মত কর কাজ, দিব্বি গেল না।
চোক দিওনা পর দারে, দেনাকে যেওনা ভয়ে,
টমের বড় শীত গো বড় শীত।

লীয়ার। কি আছিলে তুমি?

এড্গার। দাস কিন্তু দেমাকেতে ভরা;
কেশের বিন্যাস করিতাম কুঞ্চিত করিয়ে;
কামিনীর হস্তাবরণ পরিতাম শিরস্ত্রাণে;
পূরাতাম প্রভু পত্নী সাধ;
তার সহ করিতাম তামসীর লীলা।
প্রতিবাক্যে শপথে তৎপর,
স্বর্গ নামে ভগ্ন করিতাম সে সকল।
ঘুমাতাম কামলীলা মানস করিয়ে,
জাগি পুনঃ পূর্ণাহুতি দিতাম তাহাতে।
মদিরায় মুগ্ধ মন, সদা দ্যূতক্রীড়াসক্ত।
অতিরুচি কামিনীর মোহ আলিঙ্গনে।
শঠ, খুনে, কানপাৎলা, আলস্যে শূকর,

চাতুর্য্যে শৃগাল আর লোভী দ্বিপী সম,
বাতুল কুকুর প্রায় সিংহ শিকারেতে।
কামিনীর পাদুকার কোমল নিনাদে,
রেশমী বস্ত্রের মর্ম্মর ধ্বনিতে জানাওনা মন আপনার।
করিও না পদার্পণ নটীর আলয়ে,
হস্তক্ষেপ করিও না আবরণ মাঝে,
লিখিওনা নাম তব উত্তমর্ণ পাশ,
দুষ্ট ভূতে অবজ্ঞা করিবে।
শীতল বাতাস বয় কাঁটা বন দিয়ে ;
গাও সবে সা—রে—গা—মা,—
ডল্‌ফিন ছোকরাটী আমার,
সা-রে-গা-মা, যেতে দাও মোরে।

(ঝটিকা প্রবাহ)

লীয়ার। আকাশের অত্যাচার অনাবৃত দেহে সহ্য অপেক্ষা কবরে গেলে ভাল থাকতে। মানুষ কি এই? এর চেয়ে আর কিছুই নয়? ভেবে দেখ গুটি পোকার রেশম তুমি ধারনা, ভেড়ার পশম ধারনা, বিড়ালের গন্ধ ধারনা। আহা বেশ! আমরা তিন জনেই এখানে ভ্রমে পতিত হয়ে দূষিত হয়েছি। তুমি জন্তুর প্রতিকৃতি; বস্ত্রহীন মানব! তোমার ন্যায় হত-ভাগ্য নয়, নখধারী জন্তু ভিন্ন আর কিছুই নয়। যাও, যাও তুমি। এস জামা খুলে দাও।

(বস্ত্র ছিন্ন করিয়া)

বয়স্য। মাপ কর খুড়ো, থাম। বড় সাংঘাতিক রাত, এখন সাঁতার কাটা চলে না। এই ভয়ঙ্কর মাঠের মাঝে একটু আগুন, বৃদ্ধ

লম্পটের মনের মত যেন প্রাণে একটু সখের আগুন জ্বলছে আর সমস্ত দেহই ঠাণ্ডা। চেয়ে দেখ চলন্ত আগুন আসছে।

এডগা। এটা গলায় দড়ে মামদো; সাঁঝের বাতি থেকে কুঁকড়োর ডাক পর্যান্ত ঘুরে বেড়ায়; রোগ জন্মে দেয়, চোক টেরা করে দেয়, শস্য নষ্ট করে, আর মাটীর পোকাগুলিকে যন্ত্রণা দেয়।

ঠাকুর তিনবার দিয়ে মাঠে পা
দেখেছেন ডাইনী তার নটা ছা,
ঠাকুর নামতে বলেছে,
পালাতে বেটী পণ করেছে,
যা যা ডাইনী শীগ্‌গির যা।

কেণ্ট। মহারাজ! কেমন অনুভব করছেন?

(আলোক হস্তে গ্লষ্টারের প্রবেশ।)

লীয়ার। কেও?

কেণ্ট। কে তুমি? কি অনুসন্ধান করছ?

গ্লষ্টার। তোমরা কে? তোমাদের কি নাম?

এডগা। বেচারা টম, সে খায় জেন্ত ব্যাঙ্ আর ডাঙ্গার টিকটিকি আর জলের মাকড়।

দুষ্ট ভূত রাগলে পরে, রাগের চোটে গোবর চাট করে;
ধেড়ে ইঁদুর আর খানার কুকুর গেলে টপাটপ্ করে;
আর খায় জলের উপর যে ছাৎলা পড়ে।
তারে চাবকে তাড়ায় গাঁয়ে গাঁয়ে,
পায়ে দেয় বেড়ী আর পোরে গারদ-ঘরে;
পিঠে তার তিন সুট কাপড় গায়ে তার জামা ছটা,
চড়বার তার আছে ঘোড়া, হাতিয়ার ও খাড়া খাড়া।

খেড়ে ইঁদুর, নেংটে ইঁদুর আর হরিণের ছানা,
সাত সাত বছর ধরে হয়েছে টমের খানা।
খবরদার! চুপ কর্‌রে চণ্ড! থামরে পাজী ভূত!

গ্লষ্টার। মহারাজের কি এর চেয়ে আর ভাল সঙ্গী যোটেনি?

এড্‌গা। নরকের রাজাও একটী ভদ্রলোক ছিল, তাকে সব খবিস বলে, আর বলে মাম্‌দো।

গ্লষ্টার। আমাদের রক্তমাংস এত খারাপ হয়েছে যে, যাহাতে জন্মেছে তাহাকেই ঘৃণা করে।

এড্‌গা। টম ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

গ্লষ্টার। আমার সঙ্গে ভিতরে আসুন। আমি কর্ত্তব্যানুরোধে আপনার কন্যাদের অযথা আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রস্তুত নহ। তাহাদের আজ্ঞা, এই দুর্নিশায় কষ্ট পান আর আমার গৃহদ্বার বদ্ধ পূর্ব্বক আপনার প্রবেশ রোধ করি। আমি আজ্ঞা অবহেলা ক'রে আপনার অনুসন্ধান করছি এবং যথায় অগ্নি ও খাদ্য-প্রস্তুত আপনাকে তথায় লয়ে যাব।

লীয়ার। প্রথমে আমি এই বিজ্ঞানবিদের সহিত আলাপ করি। বলুন দেখি বজ্রের কারণ কি?

কেণ্ট। প্রভু, এঁর প্রস্তাবে সম্মত হন, ওঁর বাড়ীতে চলুন।

লীয়ার। আমি এই পণ্ডিত থিব্‌স্‌ বাসীর সহিত একটু বাক্যালাপ করি। তুমি কি পাঠ কর?

এড্‌গা। ভূতের রোজাগিরি আর পোকামাকড় নষ্ট করা।

লীয়ার। একটী কথা তোমার সহিত নির্জ্জনে কইব।

কেণ্ট। প্রভু, ওঁকে আর একবার বিশেষ অনুরোধ করুন; ওঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হবার উপক্রম হচ্ছে।

গ্লষ্টার। ওঁর আর দোষ কি? ওঁর কন্যারা মৃত্যুবাঞ্ছা করছে। আহা, উদার কেণ্ট! সে পূর্ব্বেই বলেছিল এইরূপই ঘোটবে। আহা, নির্ব্বাসিত রাজাকে পাগল বলছ, আমি তোমায় বলব কি বন্ধু, আমি নিজেই পাগলের ন্যায় হয়েছি। আমার একটী পুত্র ছিল; সে এখন আমার শোণিত হ'তে পরিত্যক্ত। আমার প্রাণসংহারেও সে প্রস্তুত হয়েছিল। বন্ধুবর! আমি তাকে অত্যন্ত ভাল বাসতাম! কোন পিতাই পুত্রকে এত ভালবাসে না। সত্য বলতে কি, ওঃ (ঝটিকা-প্রবাহ) দুঃখে আমারও মস্তিষ্কের স্থির নাই। কি দুর্নিশা! মহারাজ, আমার প্রার্থনা জগদীশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন!

লীয়ার। পণ্ডিতবর, সঙ্গে থাক।

এডগার। টমের বড় শীত গো।

গ্লষ্টার। যাও, তুমি ঐ কুটীরে যাও, ওখানে নিজেকে গরম কর।

লীয়ার। এস সকলে যাই।

কেণ্ট। এই পথে প্রভু!

লীয়ার। ওঁর সঙ্গে যাব, আমার পণ্ডিতের সঙ্গে থাকব।

কেণ্ট। প্রভু, ওঁকে ঠাণ্ডা করুন। ও লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।

গ্লষ্টার। ওঁকে সঙ্গে নিন।

কেণ্ট। আসুন গো মশাই, আমাদের সঙ্গে আসুন।

লীয়ার। এস জ্ঞানী এথেন্সবাসী।

এডগার। গোল কোরোনা, গোল কোরোনা, চুপ।
শিক্ষানবিস রোলাণ্ড এলো অন্ধকূপ গারদে,
তবুও বলে ছিঃছিঃছিঃ পড়লুম আপদে,
ইংরাজের রক্তের গন্ধ পাচ্ছি নাকেতে।   [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গ্লষ্টারের দুর্গকক্ষ।

(কর্ণওয়াল ও এড্‌মণ্ডের প্রবেশ)

কর্ণ। এবাটী হতে যাবার পূর্ব্বে ইহার প্রতিশোধ দিয়ে তবে যাব।

এড্‌। পিতৃভক্তি অপেক্ষা প্রভুর প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শনে আমার মনে সংশয় হয়, লোকে কি অনুমান করবে।

কর্ণ। এখন অনুভূত হচ্ছে, তোমার ভ্রাতা যে তার মৃত্যুবাঞ্ছা করেছিল, সে কেবলমাত্র তাহার মন্দ স্বভাবের দোষে নয়, তোমার সদ্গুণ তার মন্দ স্বভাবকে আরও বলবতী করে তুলেছিল।

এড্‌। ভাগ্য আমার প্রতি বড়ই অপ্রসন্ন, আমার ন্যায় পথে থাকতে গিয়ে মনে দুঃখ পেতে হয়। এই পত্রেই ফ্রান্সের আগমন জ্ঞাপন করেছে। জগদীশ্বর! এরূপ রাজদ্রোহ যদি না ঘটত, কিম্বা যদি ঘটেই ছিল, আমি এবিষয় না জান্‌তে পারতাম, বড়ই ভাল হ'ত।

কর্ণ। আমার সহিত আমার স্ত্রীর নিকট চল।

এড্‌। পত্রের লিখিত বিষয় সত্য হলে, আপনাকে অনেক কাজ কর্ত্তে হবে।

কর্ণ। সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, এই পত্রই তোমার গ্লষ্টারের অধিপতি করেছে। তোমার পিতার অনুসন্ধান কর, যেন আমাদিগের তাঁকে ধৃত করবার কোন গোল না হয়।

এড্‌। (স্বগত) যদি তাঁকে মহারাজের শুশ্রূষা করতে দেখি, এঁর সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হবে। পিতৃভক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হলেও আমি সর্ব্বদা রাজানুবর্ত্তী হয়ে থাক্‌ব।

কর্ণ। আমিও তোমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করব। তুমি আমার ভালবাসা, পিতৃ-স্নেহের অধিক অনুভব করবে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দুর্গসন্নিহিত গোলাবাড়ীর ক্ষুদ্র ঘর।

(গ্লষ্টার, লীয়ার, কেণ্ট, বসন্ত ও এড্গার।)

গ্লষ্টার। অনাবৃত স্থান অপেক্ষা এস্থান অনেকাংশে শ্রেয়ঃ; যতদূর সম্ভব ভোগ করুন। অন্যান্য বস্তু সংগ্রহ করে আমি যতদূর পারি স্বচ্ছন্দ বর্দ্ধন করব। অধিকক্ষণ আপনাদের নিকট হতে অনুপস্থিত থাকব না।

কেণ্ট। কষ্ট আর সহ্য করতে না পেরে ওঁর সব বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। দেবগণ আপনার দয়ার পুরস্কার করুন।

(গ্লষ্টারের প্রস্থান।)

এড্গা। গোমড়া ভূত আমায় ডেকে বলেছে যে, নিরো নরক-হ্রদে ছিপ ফেলছে; বোকা পাজী ভূতের হাতে সাবধানে থাকিস্।

বসন্ত। খুড়ো বলত বাবা, যারা পাগল তারা ভদ্রলোক কি চাষা?

লীয়ার। রাজা, একজন রাজা!

বসন্ত। হ'লনা বাবা ভদ্রলোক যার ছেলে সেই হয় চাষা; কেননা পাগল চাষাই বেঁচে থাকতে থাকতে ছেলেকে ভদ্রলোক দেখে।

লীয়ার। তাদের উপর সহস্র সহস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতিত হয়ে ধ্বংস করুক।

এড্‌গা। পাজী ভূতো আমার পিঠে কামড়াচ্ছে।

বয়স্য। পাগলই, নেকড়ের পোষমানায়, ঘোড়ার খুরে, বালকের ভাল বাসায়, আর বেশ্যার শপথে বিশ্বাস করে।

লীয়ার। এখনই সমাধা করব. সকলকেই রাজ-আজ্ঞায় ধৃত করব। (এডগারের প্রতি) আসুন, এইখানে বসুন, আপনি একজন বিজ্ঞ বিচারক। (বয়স্যের প্রতি) মশাই আপনিও একজন জ্ঞানী, এইখানে বসুন। এইবার, তোরা বাঘিনী সকল।

এড্‌গা। দেখ, দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে! ভদ্রে! বিচারের সময়ও দৃষ্টি আকর্ষণের ইচ্ছা?

(গীত) নদী পেরিয়ে এস প্রাণ আমার কাছেতে।

বয়স্য। যার নায়ে আছে ছেঁদা তার কথা কইতে বাধা,
সেকি আস্‌তে পারে. সাহস করে তোমার কাছেতে?

এড্‌গা। বুলবুলির মত ডেকে পাজী ভূতো গরীব টমের পাছু লেগেছে। ভূতো টমের পেটের ভিতর দুটা মাছ খাবার জন্য কোঁ কোঁ করছে। কোঁ কোঁ কোরোনা কাল ভূতো, তোমায় আমি কি খাবার দেবো, কিছুই নাই।

কেণ্ট। মহাশয়, কিরূপ অনুভব করছেন? ওরূপ ভীতভাবে আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রয়েছেন কেন? এই বিছানার উপর শয়ন ক'রে বিশ্রাম করুন।

লীয়ার। আমি ওদের বিচার প্রথমতঃ দর্শন করব। প্রমাণ লয়ে এস। বিচার-ভূষিত মানব! এই স্থানে উপবেশন কর। (এড্‌গার এবং বয়স্যের প্রতি) তুমি ন্যায়ের ভারবাহী, ওঁর পাশে উপবেশন কর। তুমিও ইহাদের মধ্যে একজন বিচারক। (কেণ্টের প্রতি) তুমি এই খানে বস।

এড্গা। এস আমরা ন্যায় বিচার করি।
ঘুমিয়ে না জেগে ওহে স্ফূর্ত্তিবাজ রাখাল ?
ক্ষেতের ভিতর তোমার মেষ ঢুকছে পালে পাল।
একবার মাত্র ফুঁ দিলে, তোমার বাঁশীতে,
ক্ষতি কিছু করবে না'ক মেষের পালেতে।
মিউ, মিউ ডাকছে ঐ কুলো বেরাল।

লীয়ার। প্রথমে একেই বিচারে নীত কর। ওর নাম গণেরিল। আমি মাননীয় ভদ্রবৃন্দের সমক্ষে শপথ ক'রে বলছি, উনি ওঁর নির্দ্দোষী পিতাকে লাথিমেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

বয়স্য। ভদ্রে ! এখানে এস। তোমার নাম কি গণেরিল ?

লীয়ার। ও অস্বীকার করতে পারে না।

বয়স্য। ভাই ভাল, রক্ষা পাই, আমি তোমাকে একটা কাঠরার জিনিষ মনে করেছিলাম।

লীয়ার। এই আর একজন। এর বক্রদৃষ্টিতে অন্তরের ভাব অনুভূত হচ্চে। ওকে ধর।—অস্ত্র—অস্ত্র—তরবারি—বাহ্নি ! এ স্থান কলুষিত হয়েছে ! ভণ্ড বিচারক ! ঘুষ খেয়ে কেন ওকে ছেড়ে দিলি ?

এড্গা। তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেন স্বচ্ছন্দে থাকে এই প্রার্থনা।

কেণ্ট। কি দুঃখ ! মহাশয়, আপনার ধৈর্য্য কোথায় ? আপনি সর্ব্বদাই বলতেন আপনার ধৈর্য্যশক্তি অসীম।

এড্গা। (স্বগত) আমার আঁখি জল এত প্রবাহিত হচ্চে যে, ভয় হয় পাছে আত্মপ্রকাশ হয়ে পড়ে।

লীয়ার। আমার ছোট ছোট কুকুর গুলোত আমায় চিনতে না পেরে ঘেউ ঘেউ করে কামড়াতে আসছে।

এড্গা। টম দেবে তার মুণ্ডু ফেলে। দূর দূর খেঁকি কুকুর।
সাদা মুখ নয় কাল মিশ, কামড়ালে যার দাঁতে বিষ,
যত রকম কুকুর আছে, লেজ খাটো কি ঘোরাণ প্যাচে,
আমার মুণ্ডু ফেলে দিয়ে টম তাদের দেবে কাঁদিয়ে,
কেঁউ, কেঁউ ক'রে জান্‌লা দিয়ে পালিয়ে যাবে লেজ গুটিয়ে।
সা-রে-রে-রে-রে! চুপ চল যাই হাট বাজারে।
শুকনা যে টমের শিঙে।

লীয়ার। আচ্ছা, রীগানের শরীর ব্যবচ্ছেদ কর, দেখ ওর অন্তরে কি জন্মেছে। স্বভাবের কোন্ কারণে কঠিন অন্তর জন্মায়? (এড্গারের প্রতি) তোমাকে আমার শত অনুচর দল ভুক্ত করলাম; কেবল মাত্র তোমার বেশভূষার প্রণালী আমি পছন্দ করি না। তুমি হয়ত বলবে এটা পারস্য দেশীয় পরিচ্ছদ; যাই হ'ক ওটার পরিবর্ত্তন কর।

কেণ্ট। মহাশয়! এক্ষণে এখানে শয়ন করে একটু বিশ্রাম লাভ করুন।

লীয়ার। গোল ক'রোনা, শব্দ ক'রোনা, মশারি ফেলে দাও, ঐ ঐ ঐরকম ক'রে। প্রাতে আমরা সান্ধ্য ভোজন ক'রব, ঐ ঐ ঐ রকম ক'রে।

বয়স্য। আর আমি মধ্যাহ্নে নিদ্রা যাব।

(গ্লষ্টারের পুনঃপ্রবেশ।)

গ্লষ্টার। বন্ধু, এদিকে এস; মহারাজ কোথায়?

কেণ্ট। এখানেই আছেন; ওঁকে বিরক্ত করবেন না। ওঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে।

গ্লষ্টার। বন্ধুবর! ওঁকে কোলে ক'রে তুলে নাও;—ওঁর বিরুদ্ধে

মৃত্যুর ষড়যন্ত্র আমি গোপনে শুনেছি। একখানি ডুলি প্রস্তুত আছে, ওঁকে সেই ডুলি ক'রে ডোভরে লয়ে যাও। সেখানে অভ্যর্থনা ও আশ্রয় উভয়ই পাবেন। তোমার প্রভুকে তোল; যদি অর্দ্ধঘণ্টা আর অপেক্ষা কর, ওঁর জীবন, তোমার জীবন, এবং যাঁরা যাঁরা ওঁকে রক্ষা করছেন সকলেরই জীবন নিশ্চয়ই নষ্ট হবে। তোল, তোল, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস। তোমায় কিছু অর্থ দিব, তৎসাহায্যে শীঘ্র শীঘ্র পথ অতিক্রমের বন্দোবস্ত করতে পারবে।

কেণ্ট। শ্রান্ত আর বিক্ষিপ্ত প্রকৃতি নিদ্রায় কাতর।
লভিলে বিরাম হেন, অসংযত স্নায়ু যত হইত সংযত।
দৈববশে বিরামের অভাব হইলে আরামের আশা যাবে দূরে।
এস, প্রভুকে বহন করতে আমায় সাহায্য কর।
(বয়স্যের প্রতি) তুমি পশ্চাতে থেকনা এস।

গ্লষ্টার। শীঘ্র শীঘ্র এস।

(কেণ্ট, গ্লষ্টার ও বয়স্য রাজাকে বহন করিয়া লইয়া প্রস্থান।)

এডগার। সবে হেরি নিপীড়িত দুঃখের ভারেতে,
উচ্চতর স্থান যাঁরা করেন গ্রহণ,
নাহি গণি শত্রু বলি আমাদের দুর্দ্দৈব সকলে।
দুঃখরাশি বহিবার সাথী যার নাই
অন্তরে অধিক দুঃখ বহে সে সতত;
সুন্দর সামগ্রী আর আনন্দের ভাব পরিহার করে সে সকলি;
তুচ্ছজ্ঞানে দুঃখরাশি হেলে সে নিয়ত,
দুঃখ বহনের সাথী পায় যেই জন;
কত তুচ্ছ অনুভবি এই ক্লেশ মোর,

যবে মনে গণি আমি নত যেই ক্লেশে,
সেই ক্লেশে অভিভূত ক'রেছে রাজারে;
সন্তান পেয়েছে ওই পিতা যথা আমি।
টম চল চল দূরে, মহাকার্য্যে মন তব করহ নিয়োগ;
পশ্চাতে করিও তুমি আপনা প্রকাশ,
অলীক রটনা যবে, কলঙ্কিত যাহে
তবগুণে ন্যায় কার্য্যে হইবেক দূর।
যা ঘটে ঘটুক রাত্রে মোদের কপালে,
নরপতি নিরাপদে রহুন কুশলে।
লুকাইয়া রব আমি।

(প্রস্থান।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(কর্ণওয়াল, রীগান, গণেরিল এবং এড্মণ্ডের
অনুচর সহ প্রবেশ।)

কর্ণ। তোমার প্রভু এলবেনী অধিপতির নিকট এখনি যাও: তাঁকে এই পত্র খানি দিও। ফ্রান্সের সৈন্য ইংলণ্ডে পদার্পণ করেছে। দুর্জ্জন মষ্টারের অনুসন্ধান কর।

রীগান। ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাও তাহায়।

গণে। চক্ষু তার কর উৎপাটন।

কর্ণ। সে পাপাত্মাকে শাস্তি দেবার ভার আমার উপর দাও।

এড্‌মণ্ড! আমাদের ভগিনীর সহিত যাত্রা কর। তোমার বিশ্বাসঘাতক পিতার উপর আমরা যে প্রতিশোধ গ্রহণ করব তাহা তোমার চক্ষের উপযুক্ত নয়। এল্‌বেনীর নিকটে গিয়ে বল তুমি কোথায় কি গুরুতর কার্য্যে যাচ্ছ। আর আমরাও প্রস্তুত হব। আমাদের দ্রুতগামী অশ্বে সংবাদ সঞ্চালন করবে। প্রিয় ভগিনী, এক্ষণে বিদায়! গ্লষ্টারের নব অধিপতি! তোমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করি।

(অস্‌ওয়াল্ডের প্রবেশ।)

কি সংবাদ? রাজা কোথায়?

অস্। গ্লষ্টার অধিপতি তাঁকে অন্যত্র লয়ে গেছেন; তাঁর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ জন অনুচর অনুগামী হয়েছে। তারা গ্লষ্টার অধিপতির কতিপয় অনুচরের সহিত ডোভর অভিমুখে যাত্রা করেছে। তারা দম্ভ করে বলেছে যে, ডোভরে তাদের সশস্ত্র বন্ধুগণ আছে।

কর্ণ। তোমার প্রভুপত্নীর জন্য অশ্ব সজ্জিত কর।

গণে। প্রিয় অধিপতি ও ভগিনি, বিদায়!

কর্ণ। এড্‌মণ্ড, বিদায়!

(গণেরিল ও এড্‌মণ্ডের প্রস্থান।)

বিশ্বাসঘাতক গ্লষ্টারের অনুসন্ধান কর, তাকে চোরের ন্যায় বন্ধন করে লয়ে এস।

(ভৃত্যগণের প্রস্থান।)

বিচারের ভান না দেখিয়ে ওর জীবন বিনাশ করতে পারব না। আমাদের ক্রোধের সম্মুখে আমাদের ক্ষমতা নত হবে;

তাতে লোকে দোষ দিবে বটে কিন্তু রোধ ক'রতে পারবে না।
কে আস্‌ছে? সেই বিশ্বাসঘাতক?

(অনুচর কর্ত্তৃক আনীত গ্লষ্টারের প্রবেশ।)

কর্ণ। ওর শুষ্ক হস্ত বন্ধন কর।

গ্লষ্টার। কিবা অভিপ্রায় তব? কর কার্য্য বিবেচনা মত;
অতিথি আমার সবে,
মোর সনে হেন ব্যবহার, নাহি সাজে ভাল।

কর্ণ। বদ্ধ কর ওরে।

(ভৃত্যগণের বন্ধন করণ)

রীগান। আরও জোরে, আরও জোরে। নীচ বিশ্বাসঘাতক!

গ্লষ্টার। দয়াহীনা ভদ্রে তুমি, নহি আমি বিশ্বাসঘাতক।

কর্ণ। কাষ্ঠাসনে বদ্ধ কর ওরে; দুর্জ্জন এখনি জানিবে তুমি—

(রীগান শ্মশ্রু ধরিয়া)

গ্লষ্টার। দেবগণ, রক্ষ মোরে! ধর শ্মশ্রু মোর, এহতে ঘৃণিত কার্য কিবা?

রীগান। হেন শুভ্র শ্মশ্রু তবু বিশ্বাসঘাতক?

গ্লষ্টার। দুষ্টে, এই শুভ্র শ্মশ্রুরাশি মোর
হস্ত দানে কলুষিত করেছিস্ যাহা,
জন্মি পুনঃ আরোপিবে দোষ তোর 'পরে;
দস্যু সম করে অতিথি-সৎকার রত বদন আমার
করিতেছ লণ্ডভণ্ড কি করিবি তুই?

কর্ণ। ফ্রান্স হতে কি পত্র প্রাপ্ত হয়েছ বল?

রীগান। আমরা সবই জানি, তুমি অল্প কথায় বল।

কর্ণ। যে সকল বিশ্বাসঘাতক সম্প্রতি রাজ্যমধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে,
তাদের সঙ্গে কি ষড়যন্ত্র করেছ,

রীগান। বাতুল রাজাকে কার নিকটে পাঠিয়েছ ?

গ্লষ্টার। আমি একখানি পত্র প্রাপ্ত হয়েছি, পত্রখানি অনুমান করে লেখা, আর শত্রুপক্ষীয় অথবা অপর কোন পক্ষাবলম্বী কর্তৃক লিখিতও নয়।

কর্ণ। চাতুরী।

রীগান। এবং মিথ্যা।

কর্ণ। রাজাকে কোথায় পাঠিয়েছ ?

গ্লষ্টার। ডোভরে।

রীগান। কি কারণে ডোভরে পাঠালে? তোমার উপর আদেশ ছিল না যে, আজ্ঞা লঙ্ঘনে শাস্তি পাবে ?

কর্ণ। কেন ডোভরে পাঠালে ? এই প্রশ্নের উত্তরও আগে দিক।

গ্লষ্টার। দণ্ডসনে বান্ধিয়াছে মোরে,
পলাবার নাহিক উপায় ;
কুক্কুরের আক্রমণ সহিব নিশ্চিত।

রীগান। কেন ডোভরে পাঠালে ?

গ্লষ্টার। সাধ নাহি হেরিবারে নিরদয় নখাঘাতে
উথাড়িবে আঁখি তারা বৃদ্ধ পিতার তোমার ;
কিম্বা ভয়ঙ্করী ভগ্নী তব বরাহ দন্তেতে
আঘাতিবে অভিষিক্ত পিতৃদেহে তব
দিব্য তৈল মর্দ্দিত যাহায়, হেরিব না কভু তাহা।
নারকীয় তামসী নিশীথে বিষম ঝটিকাঘাত
নগ্নশিরে তাঁর সেইরূপ করিয়াছে ভীষণ আঘাত,
বিশাল বারিধি-বক্ষ হয়ে উদ্বেলিত
নিভাইত তারাদলে তরঙ্গ আঘাতে।

বাঁচিল তথাপি বৃদ্ধ অন্তর তাহার
বৃষ্টিতরে দেবগণে ; হেনকালে যদি
কাতর স্বরেতে দ্বিপী ডাকিত দ্বারেতে,
দিতে আজ্ঞা দ্বারপালে উদ্ঘাটিতে দ্বার
প্রদানিতে আশ্রয় তাহার।
নিদারুণ নিষ্ঠুরতা তোর চারিদিকেতে হেরিব নিশ্চিত
আশুগতি দেবপ্রতিশোধ পড়িবে তনয়া শিরে।

কর্ণ। হেরিতে না দিব তোরে, ধর কাঠাসন বলে।
এই চক্ষুপরি পদ মোর করিনু স্থাপন।
(গ্লষ্টারকে বলপূর্ব্বক কাষ্ঠাসনে ধারণ, কর্ণওয়াল কর্ত্তৃক চক্ষু উৎপাটন ও তদুপরি পদস্থাপন)

গ্লষ্টার। রক্ষা কর মোরে, যার বৃদ্ধ হতে আশ।
নিদয় হৃদয় তোর! দেবগণ রক্ষ মোরে!

রীগান। ওর একটী চক্ষু অপরটিকে উপহাস করবে ; উটীও নষ্ট করুন।

কর্ণ। প্রতিশোধ দেখে থাক যদি,—

ভৃত্য। ক্ষান্ত হন প্রভু!
সেবিয়াছি বটে তোমা বাল্যকাল হতে,
কিন্তু এহতে উত্তম কায করি নাই কভু
কহি যবে তোমা—'ক্ষান্ত হন প্রভু'

রীগান। কি কহে কুক্কুর?

ভৃত্য। শ্মশ্রু যদি থাকিত রে বদন উপর,
আহ্বানিতাম তোরে যুদ্ধ করিবারে।

কর্ণ। মম ক্রীতদাস!

(তরবারি উন্মোচন করিয়া পশ্চাদ্ধাবন)।

ভৃত্য। তবে আয়, রাগের বশে যা করি তার ফল ভোগ কর

(পরস্পর যুদ্ধ ও কর্ণওয়াল আহত)

রীগান। (অন্য ভৃত্যের প্রতি) দেহ তব তরবারি,

কৃষক ধরেছে অস্ত্র ?

(পশ্চাৎ হইতে আঘাত)

ভৃত্য। হত আমি প্রভু! আছে এক আঁখি তব

হেরিবারে উহাদের নাশ। ওঃ! (মৃত্যু)

কর্ণ। তবে অধিক দর্শন করবার ক্ষমতা নষ্ট হ'ক। নিন্দিত জলীয় দ্রব্য বহির্গত হ! এখন সে জ্যোতি কোথায় ?

(গ্লষ্টারের চক্ষু উৎপাটন ও ভূমিতলে নিক্ষেপ)

গ্লষ্টর। ওহো! সমস্তই অন্ধকার, সুখহীন! আমার পুত্র এড্‌মণ্ড! কোথায়? এড্‌মণ্ড! স্বভাবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে উত্তেজিত হয়ে এই নৃশংস কার্য্যের প্রতিশোধ দিও।

রীগান। দূর হও বিশ্বাসঘাতক নরাধম।

ডাকিছ যাহারে ঘৃণাচক্ষে হেরে সে রে তোরে ;

প্রকাশ করেছে সেই আমাদের কাছে

গুপ্তকার্য্য তোর ; সরল অন্তর তার,

তোর প্রতি দয়া সেই কভু না করিবে।

গ্লষ্টার। মূর্খ আমি! মিথ্যা রটনায় তার এড্‌গারের দুর্দ্দশা করেছি। দেব, দেব সবে! ক্ষম মোরে, সুখে রাখ তনয়ে আমার।

রীগান। যাও, দ্বার হতে বহিষ্কৃত কর ওরে,

গন্ধে অনুসরি ডোভরের পথ করুক সন্ধান।

(গ্লষ্টারকে লইয়া জনৈক অনুচরের প্রস্থান)

কি প্রভু! কেন হেন ভাব তব ?

কর্ণ। পেয়েছি আঘাত, এস পশ্চাতে আমার ;
দূর কর চক্ষুহীন পাপিষ্ঠ দুষ্টারে।
ক্রীতদাসে ফেল দূরে গোময় রাশিতে।
রীগান ! বহিতেছে নিরন্তর শোণিত-প্রবাহ ;
অসময়ে পেয়েছি আঘাত অতি ; ধর মোরে।

(কর্ণওয়ালকে লইয়া রীগানের প্রস্থান।)

১মভৃত্য। এ লোক যদি আরোগ্য হয় আমি মন্দ কার্য্য করতে আর সঙ্কুচিত হবনা।

২য়ভৃত্য। রীগান যদি অধিকদিন জীবিত থেকে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহলে সব স্ত্রীলোকই রাক্ষসী হবে।

১মভৃত্য। চল বৃদ্ধ অধিপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই এবং পাগলের ন্যায় হয়ে উনি যেখানে যান ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকি ; উনি বাতুলের ন্যায় হয়ত বা ইচ্ছা তাই করবেন।

২য়ভৃত্য। যাও আমি কিছু শোণ আর অণ্ডলালা খানিকটা লয়ে আসি : ওর রক্তাক্ত মুখে দিতে হবে। ভগবান ওঁকে রক্ষা করুন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উষর।

(এড্গারের প্রবেশ)

এড্গা। অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটেছে যেমন,
এ হেন কায়িক ভাব বড়ই উত্তম ;
যদিচ মনেতে জ্ঞান ঘৃণিত সবার,
অন্তরেতে ঘৃণাভাব পোষণ করিয়ে,
চাটুকারা তোমাদের কাজ মম নাই।
ভাগ্যহীন দলিত সে সৌভাগ্যের পদে,
নির্ভীক অন্তর তার, আশা তার হেরিবারে
ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন মুখ।
উত্তম হইতে অধমে পতন, দুর্ভাগ্যের সীমা নাই আর।
কিন্তু যবে, গ্রহ আবর্ত্তনে সৌভাগ্য উদিত হয় দুর্ভাগ্য নাশিয়ে,
আনন্দের ক্রোড়ে পায় স্থান।
এস তবে সমাদরে আহ্বানি তোমায়
সারহীন পবন-প্রবাহ, মম দেহ আলিঙ্গিছ যেই!

কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ নহি,
বহু ক্লেশ দিয়াছ আমায় বহি নগ্ন দেহোপরে।
কে আসে? (জনৈক বৃদ্ধ কর্তৃক আনীত গ্লষ্টারের প্রবেশ)
পিতা মম উপনীত অভাগার সম
সংসার! সংসার! সংসার!
অদ্ভুত বর্ত্তণে তোর ঘৃণা জন্মে হৃদে,
দূর করে জীবনের আশা, নাহি চায় বার্দ্ধক্য লভিতে।

বৃদ্ধ। প্রভু! আমি আপনার পিতার ও আপনার একজন প্রজা ছিলাম, এই আশী বৎসর হ'ল।

গ্লষ্টার। যাও, পরিত্যজি। শুন বন্ধু, ত্যজ মোরে;
প্রবোধ বচনে তব কি ফল ফলিবে? বরঞ্চ হইবে ক্ষতি তায়।

বৃদ্ধ। হায় প্রভু! আপনি যে পথ দেখতে পান না।

গ্লষ্টার। পথহীন আমি, নয়নেতে কিবা কায?
আঁখি ছিল যবে মোর, করিয়াছি অন্ধ-সম কায;
এই শিক্ষা দিন দিন শিখিতেছে জীব,
অভাব জানে না যেই মানব জীবনে
অভাবের ক্লেশ সেই বুঝিবে কেমনে?
শিক্ষা দানি জীবে, বহুকার্য্য করয়ে অভাব।
প্রিয় পুত্র এড্গার আমার,
ভ্রান্ত-পিতৃ-কোপানলে কত যে সহিলে তুমি!
জীবিত রহিয়ে হায়; স্পর্শে যদি অনুভবি তোমা,
বলিব আবার পুনঃ পেয়েছি আঁখিরে!

বৃদ্ধ। কে! কে ওখানে?

এড্গা। (স্বগত) দেব! দেব!

মনে করেছিনু, দুর্ভাগ্যের শেষ সীমা আমি উপনীত ;
ভ্রান্তি মোর, অনুমানি এইক্ষণে শেষ সীমা।

বৃদ্ধ। পাগ্লা টম্, অভাগা।

এড্গা। (স্বগতঃ) আরও কষ্ট হতে পারে ভালে, শেষ সীমা নয় তাহা,
যতক্ষণ, "এই শেষসীমা" মুখেতে উচ্চারি।

বৃদ্ধ। ওহে! যাচ্ছ কোথা?

গ্লষ্টার। ও্কি একটা ভিক্ষুক?

বৃদ্ধ। পাগলও বটে, আর ভিক্ষুকও বটে।

গ্লষ্টার। জ্ঞান শক্তি এখনও প্রবল, ভিক্ষা মাগে নতুবা কেমনে?
গতনিশি ঝটিকা প্রবাহ কালে, হেরেছিনু ওর মত জীবে,
যাহে কীট বলি মানবে প্রতীতি হয়।
সেইক্ষণে পুত্রস্মৃতি উদিল মানসে,
অপত্য বিদ্বেষী ছিল অন্তর তখন ;
শুনিয়াছি বহুকথা তার পর,
দুরন্ত বালক-করে পতঙ্গ-সংহার-যথা,
দেবগণ হস্তে মোরা সেইরূপ ; বিনাশেন ক্রীড়াচ্ছলে।

এড্গা। (স্বগত) কেমনে ঘটিল হেন?
অবস্থা বিষম তার, ছদ্ম-বেশে দুঃখভার বহিছে যে জন ;
দুখনীরে ভাসিছে আপনি, সকলে ভাষায়ে।
(প্রকাশ্যে) প্রভু, ঈশ্বর আপনার কল্যাণ করুন!

গ্লষ্টার। এই সেই বস্ত্রহীন জীব?

বৃদ্ধ। হাঁ প্রভু।

গ্লষ্টার। প্রার্থনা আমার, যাও এই স্থান ত্যজি ;
পূর্ব্বভক্তি থাকে যদি, এক কিম্বা অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে,

ডোভরের পথে মিলিও মোদের সনে ;
দিও বস্ত্র পরিধান হেতু এই বস্ত্রহীন জনে ;
অনুরোধ করিব উহারে লয়ে যেতে মোরে।

বৃদ্ধ। হায় প্রভু ! ও যে বাতুল।

গ্লষ্টার। সময়ের বিড়ম্বনা অন্ধজনে বাতুল দেখায় পথ !
কর কার্য্য আজ্ঞামত, কিম্বা যথা অভিরুচি তব ;
সব ছাড়ি, অগ্রে পরিত্যজ এইস্থান।

বৃদ্ধ। আমি ওকে আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ এনে দেবো।

(প্রস্থান)

গ্লষ্টার। রে নগ্নজীব,—

এড্‌গা। টমের বড় শীত গো। (স্বগত) আর ভান করতে পারি না।

গ্লষ্টার। ওহে এখানে এস।

এড্‌গা। (স্বগত) নিশ্চয়ই যাব। ভগবান চক্ষু আরোগ্য করুন, এখনও রক্ত পড়্‌ছে।

গ্লষ্টার। ডোভরের পথ চেন ?

এড্‌গা। ফটক চিনি, ঘোঁড়ার রাস্তা আর মানুষের রাস্তা সবই জান ; বেচারা টমের বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে। পাপী ভূত হতে ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন ! বেচারা টমের ঘাড়ে একেবারে পাঁচ পাঁচটা ভূত চেপেছে গো ! সেই লম্পট ভূতটা, বোবার রাজা সেই ভূতটা, চোরের সর্দ্দারটা, খুনে ভূতটা, আর সেই দাঁত খিঁচান ভূতটা, যেটা সোমত্ত দাসী বাঁদীর ঘাড়ে চাপে। জয় হোক !

গ্লষ্টার। লও এই অর্থগুলি। দুর্ভাগ্য তোমায় নত করিয়াছে

অকাতরে দুখাঘাত সহিবার তরে ;
হেন হতভাগ্য আমি, আমা হতে তুমিও অধিক সুখী।
ভগবান! কর পুনঃ এহেন বিধান,
ঐশ্বর্য্যমদেতে মত্ত কামাচারী নর,
সদর্পে উপেক্ষি তব ঐশ্বরিক বিধি,
হেরি দুখরাশি চারিভিতে, নারে বুঝিবারে, অনুভব শক্তিহীন,
স্পর্শে না বলিয়ে তায়, যাহে শীঘ্র পারে বুঝিবারে
তোমার শকতি।
একের আধিক্য বহু বিভক্ত হইলে, প্রতিজনে পাইবে প্রচুর।
ডোভর কোথায় জানত ?

এড্গা। আজ্ঞে হাঁ।

গ্লষ্টার। অতি উচ্চ গিরি এক আছয়ে সেথায়,
তুঙ্গ শৃঙ্গ যার নেহারি ভ্রূভঙ্গে
বাধা দেয় তল লগ্নী সাগর প্রসারে।
চল লয়ে প্রান্ত ভাগে তার, দিব যাহা আছে মোর কাছে,
ঘুচিবে দারিদ্র্য তব ;
সেই স্থল হতে সাথী হতে আর না কহিব।

এড্গা। আপনার হাত দিন। অভাগা টমই আপনাকে লয়ে যাবে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

এলবেনির প্রাসাদ-সম্মুখ।

(গণেরিল ও এড্‌মণ্ডের প্রবেশ)

গনে। স্বাগত, প্রভু!
আশ্চর্য্য মানিনু, সদানম্র স্বামী মোর
করিছে না অভ্যর্থনা আগুসারি?
(অপর দিক হইতে অস্‌ওয়াল্ডের প্রবেশ।)
কোথা প্রভু তব?

অস্। দেবি! আছেন ভিতরে; হেরি নাই মানবে কখন
হেন ভাব ধারণ করিতে।
সৈন্য সমাগম বার্ত্তা জানানু তাঁহায়,
মৃদু হাঁসি কর্ণপাত না করিল তায়;
জানাইতে তব আগমন বার্ত্তা, উত্তরিল,—'অতি অশুভ সংবাদ.'
বিশ্বাস ঘাতক গ্লষ্টারের কথা; রাজভক্ত পুত্রের আচার তার,
যবে জানানু তাঁহায়; মন্ত্রপায়ী বলি উপহাস করিল আমারে;
বলিল আবার, মন্দেরে বুঝেছি ভাল,
উপযুক্ত যেই কার্য্যে বিরাগ তাঁহার,
অনুমাণ তাঁর সেই কার্য্যে আছে অনুরাগ;
মনোমত হওয়া যাহা উচিত তাঁহার
মন্দভাবি পরিত্যাগ করেন তাদের।

গনে। কাজ নাই আগুসারি।
(এড্‌মণ্ডের প্রতি)

ভীত অন্তরে তাহার, সাহসে না যুয়ায় কার্য্য সমাধা করিতে।
অত্যাচারে অনুভব শক্তিহীন, প্রতিকার সমুচিত যথা।
যেই বাঞ্ছা পরস্পর, আগমন কালে করেছি প্রকাশ,
কার্য্যে যেন হয় পরিণত।
এড্মণ্ড! যাও ফিরি ভ্রাতার নিকটে,
একত্রিত কর সৈন্যগণে,
সঞ্চালন করহ বাহিনী রণক্ষেত্র অভিমুখে ;
অস্ত্র আমি ধরিব নিশ্চিত,
প্রদানিয়ে তন্তু যন্ত্র ভার স্বামীর উপর।
অনুগত ভৃত্য এই, পরস্পর গুহ্য বার্ত্তা বহিবে সর্ব্বদা।
নিজ সৌভাগ্যের তরে থাকে যদি সাহস হৃদয়ে,
আজ্ঞা মম পাইবে এখনি। ধর ইহা (পুরস্কার প্রদান)
বাক্যব্যয়ে নাহি কায ; নত কর মস্তক তোমার ;
ভাষে প্রকাশিত যদি চুম্বন আমার,
নাচিত অন্তর তব শুনিয়া সে ভাষ ;
ভেবে দেখ, বুঝহ নিশ্চিত ; বিদায় এক্ষণে।

এড্। যদবধি মৃত্যু নাহি হয়, তদবধি তোমার রহিব।

গনে। প্রিয়তম মহাত্মা আমার

(এড্মণ্ডের প্রস্থান)

ওঃ, মানবে প্রভেদ বহু মানব হইতে!
রমণী, তোমার আজ্ঞাধীন।
শয্যা মম অধিকার করিছে নির্ব্বোধে!

অস্। আসিছেন প্রভু মম।

(অস্ওয়াল্ডের প্রস্থান)

(এল্‌বেণির প্রবেশ)

গনে। সময় আছিল, অভ্যর্থিতে যবে সাদরে আমারে।

এল্। গণেরিল!
উত্থিত পবন বেগে বদনে তোমার ধূলি রাশি সম,
মূল্যহীন এবে তুমি।
ভীত আমি স্বভাবে তোমার;
প্রকৃতি যাহার আপন আধারে করে ঘৃণা,
অসংযমী, সীমাহীন সেই, স্বইচ্ছায় যে সন্তান,
নিজ জনম আধার হতে বিচ্ছিন্ন হতেছে, শাখা যথা বৃক্ষ হতে,
অসময়ে শুখাইবে সেই, নিয়োজিত ভয়ঙ্কর কার্য্যে।

গনে। বৃথা বাক্যব্যয়ে কিবা কায? সারহীন উপমা তোমার।

এল্। সত্য, জ্ঞান, সততা সকলি মন্দ জনে মন্দ বলি হয় অনুভব।
পূতি গন্ধ, আবর্জ্জনা হতে বাহিরায় সদা।
কি কায করেছ তুমি? বাঘিনীর সম তুই, নহেত তনয়া কভু;
মাননীয়, বার্দ্ধক্যের ভারে; যার পাশ নত সদা বদ্ধশির ঋক্ষ
নির্ম্মম, অধম, বাতুল করেছ এহেন জনকে?
সদাশয় ভ্রাতা মোর,
সহিত কি কভু হেন নিদারুণ আচরণ?
মানব প্রথমে তাহে অধিষ্ঠিত রাজপদে;
উপকার যা হতে লভেছ, রাজা প্রতি এ হেন ব্যাভার?
দেবগণে শাস্তি বিধানিতে না প্রেরিলে দেব দূতে,
হেন ঘৃণ্য অপরাধে, মানব প্রকৃতি
মীন সম পরস্পরে করিবেক ক্ষয়।

গনে। সভীত অন্তর জীব! পশুবহ আঘাতের তরে?

ধরশির সহিবারে অপমান ?
ললাটে নয়ন নারে নির্দ্ধারিতে ক্লেশ হতে মর্য্যাদা তোমার ?
নির্ব্বোধ তোমার সম মমতা জানায় দুর্জ্জন জনকে মম ;
যেইজন পায় শাস্তি মন্দ অভিলাষ তার না হতে পূরণ ।
রণবাদ্য কোথা তব ? শান্ত এই ইংলণ্ড ভূমিতে
ফ্রান্স করে পতাকা উড্ডীন ।
পরাজয় ক'রে তোরে, চায় করিবারে রাজত্ব বিস্তার ;
আর তুই রে নির্ব্বোধ, নীতি জ্ঞানে রত সদা,
বসে আছ নিশ্চিন্ত হইয়ে,
শুধু উচ্চারিছ,—'হায় হেন কার্য্য কেমনে হইল ?'

এল্ । পিশাচি ! বুঝ আপনারে ভাল মতে :
নারকীয় ভাব যত ভয়ঙ্কর পশিলে স্ত্রীলোকে,
নহেক পিশাচে তত ।

গণে । মদে মত্ত নির্ব্বোধ রে তুই !

এল্ । সরমের দোহাই তোমার, স্বভাবের দোষে, ভিন্ন ভাব ধরি,
রাক্ষস আকারে কভু নাহি দিও স্থান ।
ক্রোধ অনুবর্ত্তী হলে, হস্তে মোর খণ্ড খণ্ড করিতাম
অস্থি মাংস তোর, পিশাচি, পিশাচি, তুই রমণী আকারে ।

গণে । দোহাই দেবীর পুরুষত্ব তোর—

(দূতের প্রবেশ)

এল্ । কি সংবাদ ?

দূত । শুন প্রভু, গতজীব কর্ণওয়াল অধিপতি
ভৃত্য করে হত গ্লষ্টারের ভিন্ন চক্ষু উৎপাটন কালে ।

এল্ । গ্লষ্টারের আঁখি !

দূত। তাঁহার পালিত দাস এক, অনুতাপে তপ্ত হয়ে
বাধা দিল সেই কার্য্যে, অস্ত্র তুলি প্রভুর উপর ;
ক্রোধভরে আক্রমিলে ক্রীতদাসে, পড়িল ভূতলে দাস ;
কিন্তু সে বিবাদে হইয়ে আহত ক্ষণকাল পরে,
সে গুরু আঘাতে, জীবলীলা তাঁর হ'ল সমাপন।

এল্। প্রমাণ ইহাই ; যথার্থই ভগবান আছেন উপরে ;
ইহলোক কৃতপাপে নর, প্রায়শ্চিত্ত ভুঞ্জয়ে অচিরে
হোঃ, হোঃ, অভাগা গ্লষ্টার ! হারায়েছে দুই আঁখি সেই ?

দূত। দুই আঁখি প্রভু। দেবি ! এই পত্রখানি আপনার ভগ্নীর নিকট হতে এসেছে, এখনি এর উত্তর দিতে হবে।

গনে। (স্বগত) একপ্রকার ইহা মনোমত কার্য্য হয়েছে ; কিন্তু ভগিনী আমার বিধবা হয়েছেন, আর তার সহিত আমার এড্‌মণ্ড আছেন ; তাহলে আমার শূন্য জীবনে যে আশার কুটীর নির্ম্মান করেছিনু, তা ভেঙ্গে যাবে, আমার কষ্টের জীবন হবে। যাক্, এখন খবর তত মন্দ নয়। (প্রকাশ্যে) পত্র পাঠ করে জবাব দেব।

[প্রস্থান।

এল্। যখন তাঁর চক্ষু উৎপাটন করলে, তখন তাঁর পুত্র কোথায় ছিল ?

দূত। আমার প্রভুপত্নীর সহিত এখানে এসেছিলেন।

এল্। তিনি তো এখানে নাই।

দূত। না প্রভু, ফিরে যাবার সময় পথে আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়েছিল।

এল্। এই হৃদয়বিদারক সংবাদ সে পেয়েছে ?

দূত। হাঁ প্রভু, তিনিই গ্লষ্টারের বিরুদ্ধে সংবাদ দিয়ে ছিলেন, এবং যাতে তাঁরা মনোমত শাস্তি দিতে পারেন, তজ্জন্যই স্বেচ্ছায় বাটী পরিত্যাগ করে এসেছিলেন।

এল্। গ্লষ্টার! জীবিত রয়েছি আমি
প্রদানিতে ধন্যবাদ রাজভক্তি প্রকাশ কারণে,
শোধিতে আঁখির ঋণ।
এস বন্ধু! কহ মোরে সকল বারতা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ডোভর নিকটস্থ ফরাসী-শিবির।

(কেণ্ট ও জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ।)

কেণ্ট। ফ্রান্সের রাজা এত শীঘ্র চলে গেলেন কেন বল্‌তে পার?

ভদ্র। রাজকার্য্যে কোন বিষয় অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন, এখানে আসবার পর সে বিষয় স্মরণ হয়েছিল; রাজ্যে বিষম ভয় ও বিপদের আশঙ্কা প্রযুক্তই তাঁহার স্বয়ং প্রত্যাবর্ত্তন আবশ্যক হ'ল।

কেণ্ট। সৈন্যাধ্যক্ষ কাকে রেখে গেলেন?

ভদ্র। ফ্রান্সের রণবীর ফ্বার মহাশয়কে।

কেণ্ট। তোমার পত্র পাঠ করে রাণী কিছু দুঃখপ্রকাশ করলেন?

ভদ্র। আজ্ঞে হাঁ মহাশয়, তিনি পত্রখানি আমার সম্মুখেই পাঠ করলেন; পড়্‌তে পড়্‌তে গণ্ডস্থল ব'য়ে টস্‌টস্ করে অশ্রুধারা

বিগলিত হতে লাগ্‌ল। তাঁর মনোবৃত্তি বিদ্রোহীর ন্যায় তাঁর উপর প্রভুত্ব প্রকাশে বিশেষ চেষ্টা কর্‌লেও, বোধ হ'ল, মনোরাজ্যের রাণীর ন্যায়, তাঁর মনোবৃত্তি দমনে প্রভূত ক্ষমতা আছে।

কেণ্ট। তা'হলে তিনি অন্তরে বিষম আঘাত পেয়েছেন!

ভদ্র। ক্রোধভাব নাহি কিছু তাঁতে; ধৈর্য্য আর দুঃখভার আরম্ভিল ঘোর রণ, স্বরূপ প্রকাশি লভিতে আধার তাহে।
দেখিয়াছ রৌদ্রবৃষ্টি এককালে;
সহাস্যবদন আর অশ্রুজল তাতে, সেইমত অতীব সুন্দর।
যেন বিম্বাধরে মধুর সহাস্যলীলা, নহে জ্ঞাত নয়ন অতিথি,
যে নয়নে অশ্রুবারি বিন্দু, হীরক হইতে ঝরে মুক্তাফল যথা,
বাহিরি ঝরিল গণ্ড বহি।
বর্ণিতে সংক্ষেপে, দুখ ভার তাঁর অতি মনোরম,
এ হেন সুন্দর ভাব করিলে ধারণ।

কেণ্ট। সুধালেন কিছু?

ভদ্র। শুধু এক কিম্বা দুইবার, দীর্ঘশ্বাসে 'পিতৃ' নাম উচ্চারিল মুখে,
মনে হ'ল গুরুভারে হৃদি ভঙ্গ হ'ল তাহে;
কহিল আবার—
'ভগ্নি! ভগ্নি! ভগ্নি! কলঙ্কিনী রমণী তোমরা!
ভগিনী আমার! কেণ্ট! পিতা! ভগিনী!
ঝটিকা প্রবাহে? তামসী নিশিতে? নির্ম্মম এ ভূমণ্ডল!'
দিব্য আঁখি হতে পূতবারি মুছিল আবার,
ঘৃণা রাশি আঁখি জলে দিল বিসর্জ্জন।
পরিত্যজি গেলা সেই স্থান

একাকিনী শোকভার বহিতে নির্জ্জনে।

কেণ্ট। গ্রহগণে জীবন-আকাশে করে লীলা;—নতুবা কেমনে,
প্রকৃতির সনে পুরুষ মিলনে জনমে সন্তান বিভিন্ন প্রকৃতি?
তারপর আর কোন কথা হয় নাই?

ভদ্র। না।

কেণ্ট। রাজা ফিরে আস্‌বার পূর্ব্বে এসব কি কোন কথা হোয়েছিল?

ভদ্র। না, তাঁর আস্‌বার পর।

কেণ্ট। হঁ। মহাশয়! উৎপীড়িত, শোকাচ্ছন্ন রাজা এই নগরেই আছেন। যখন তাঁর মনের অবস্থা ভাল থাকে, আমাদের আগমন কারণ বুঝ্‌তে পারেন; কিন্তু তাঁর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে কোন মতেই স্বীকৃত হন না।

ভদ্র। কেন মহাশয়?

কেণ্ট। বিষম লজ্জা তাঁহাকে বাধা দেয়; কেননা স্বকীয় নির্দ্দয়তাই তাঁর কনিষ্ঠা কন্যাকে রাজ্য হতে বিচ্যুত করেছে ও বিদেশে যেতে বাধ্য করেছে; আর তাঁর সেই কন্যার প্রাপ্য অধিকার, কুক্কুরের ন্যায় হেয় অপর কন্যাদিগকে অর্পণ করেছেন; এসব স্মরণে, তাঁর মনে এরূপ ধিক্কার জন্মেছে যে, লজ্জায় কর্ডিলিয়ার সহিত দেখা কর্‌তে পাচ্ছেন না।

ভদ্র। হায়, কি দুঃখের বিষয়!

কেণ্ট। এলবেনি ও কর্ণওয়ালের সৈন্যসংখ্যার বিষয় তুমি কি কিছু জান না?

ভদ্র। এই পর্য্যন্ত জানি যে, তাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।

কেণ্ট। মহাশয়, আপনাকে আমার প্রভু লীয়ারের নিকট তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্য নিয়োগ করব। কোন বিশেষ কার্য্যের

জন্য আমাকে এখন গুপ্ত ভাবে অবস্থান করতে হবে, যখন আমি কে, আপনি জান্‌তে পার্ব্বেন, আমার সহিত এই আলাপের জন্য আপনাকে ক্ষুব্ধ হতে হবে না। আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে আসুন।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ডোভর-শিবির।

(তূর্য্যধ্বনি, কর্ডিলিয়া, ডাক্তার ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

কর্ডি। হায়! তিনিই হবেন; এইমাত্র তাঁকে দেখা গিয়েছিল, তরঙ্গায়িত সাগরের ন্যায় চঞ্চল হয়েছেন; কখনও উচ্চৈঃস্বরে গান গাইছেন, কখনও বা বিবিধ প্রকার লতা, গুল্ম ও কণ্টকে মস্তক শোভিত করছেন! শত অনুচর চতুর্দ্দিকে প্রেরণ কর; তারা উচ্চ-শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের প্রত্যেক অংশ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহাকে আমাদের সমক্ষে আনয়ন করুক।

(জনৈক সৈনিকের প্রস্থান।)

পারে কি মানব বুদ্ধি সংযত করিতে পুনঃ
বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয় গণে?
আরোগ্য দানিবে যেই, অদেয় কিছুই নাই তার।

ডাক্তার। ভদ্রে! আরোগ্যের আছেরে উপায়।
প্রকৃতির ধাত্রী, বিরামদায়িনী নিদ্রা অভাব তাঁহার;

নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন করিতে আছে বহু লতা গুল্ম আদি,
উপকারী ঔষধি সে সব, যার গুণে, নাশি মনস্তাপ
নিদ্রা আসি নিমীলিত করিবে নয়ন।

কর্ডি। উপকারী ঔষধি সকল, অজ্ঞাত জগতে যে সব,
মম নয়নের ধারে হোক বৃদ্ধি,
বৃদ্ধের হউক তাহা আরাম দায়িনী।
কর সন্ধান তাঁহার।
অসংযত ক্রোধে যেন সংশয় জীবন নাহি হয়,
উপায় বিহীন যেই জীবন ধারণে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। শুন ভদ্রে! সংবাদ আমার;
ব্রিটেনের সৈন্য আগুয়ান রণমুখে।

কর্ডি। জ্ঞাত সে সকলি, সুসজ্জিত সৈন্যগণ মোর প্রতীক্ষায় অবস্থিত।
প্রিয় জনক আমার! তব কার্য্যে ব্রতী আছি আমি।
সদাশয় ফ্রান্স অধিপতি,
হেরি সকরুণ ভাব, নয়নের ধারা মম,
সদয় অন্তরে দানিয়াছেন সাহায্য মোদের।
উত্তেজিত নহে মোরা রাজ্যলাভ আশে;
ভালবাসা আর প্রিয় জনকের তরে।
আশা মোর শান্ত করি হেরিতে তাঁহায়।

(প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গ্লষ্টারের দুর্গ কক্ষ।

(রীগান ও অস্‌ওয়াল্ডের প্রবেশ।)

রীগান। আমার ভ্রাতার সৈন্য বাহির হয়েছে ?

অস্‌। হাঁ ভদ্রে।

রীগান। স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন ?

অস্‌। অনেক করে তাঁকে অবতারিত করা হয়েছে, আপনার ভাগনী তাঁর অপেক্ষা ভাল যোদ্ধা।

রীগান। তোমাদের বাটীতে এড্‌মণ্ডের সহিত তোমার প্রভুর কোন কথা বার্ত্তা হয় নাই ?

অস্‌। না ভদ্রে।

রীগান। আমার ভগিনীর তাঁকে পত্র লিখ্‌বার অর্থ কি ?

অস্‌। আমি তো জানি না।

রীগান। তিনি বিশেষ কার্য্যে এখান হতে গেছেন। গ্লষ্টারের চক্ষু উৎপাটনের পর, তাঁকে জীবিত রাখা অন্যায় হয়েছে। সে যেখানে যায়, সেইখানেই লোকের মন আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। আমার বোধ হয়, এড্‌মণ্ড তার দুঃখে দুঃখিত হয়ে, তার নিশাময় সুখহীন জীবনের সমাপ্তির জন্যই গেছেন; আর বিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা অবগত হবারও মতলব আছে।

অস্‌। ভদ্রে, আমি পত্র লয়ে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে তাঁর অনুসন্ধান করব।

রীগান। আমাদের সৈন্য কল্য যাত্রা করবে, অন্ত এইখানেই থাক, পথ বড় বিপজ্জনক।

অস্। দেবি! আমি থাকতে পারি না। আমার প্রভু-পত্নীর এই কার্য্য শেষ না করতে পারলে, আমার কর্ত্তব্যের হানি হবে, আমারও বিশেষ অনিষ্ট আশঙ্কা আছে।

রীগান। তাঁর এড্‌মণ্ডকে পত্র লেখার কি আবশ্যক? তুমি ত বাক্যে তাঁর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করতে পারতে। আমার অন্য রকম বোধ হচ্ছে; ঠিক্ বল্‌তে পাচ্ছিনা। আমি তোমায় খুব স্নেহ করব, আমায় চিঠিখানি খুল্‌তে দাও।

অস্। দেবি, আমি বরং—

রীগান। আমি জানি তোমার প্রভুপত্নী স্বামীকে ভাল বাসেন না; আমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত। গতবারে যখন এখানে এসেছিলেন, তিনি এড্‌মণ্ডের প্রতি অর্থযুক্ত কটাক্ষপাত ও স্পষ্ট হাবভাব দেখিয়েছিলেন। আমি জানি তুমি তাঁর গুপ্ত কথা সব জান।

অস্। আমি?

রীগান। আমি বেশ ভেবে বল্‌ছি, তুমি; আমি বেশ জানি, সেই জন্যই আমি তোমায় বলছি। এটী ধর, পুরস্কার গ্রহণ কর। আমার স্বামী মৃত; এড্‌মণ্ড ও আমি পরস্পর কথাবার্ত্তা করেছি; তাঁর পক্ষে আমার পাণিগ্রহণ করা তোমার প্রভুপত্নী অপেক্ষা সাজে। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে আরও জানতে পারবে তাঁকে এটী দিও; যখন তোমার প্রভুপত্নী তোমার নিকট হতে এসব শুনবেন, যদি তাঁকে সুবুদ্ধির কায করতে ব'ল এক্ষণে বিদায়! যদি সেই অন্ধ রাজবিদ্রোহীর সহিত

তোমার সাক্ষাৎ হয়, তবে তার মস্তক ছেদন করতে পারলে বিশেষ পুরস্কার পাবে।

অস্। যদি তার সহিত একবার সাক্ষাৎ হয়, তাহলে দেখাই আমি কোন পক্ষের অনুগামী।

অাঁসান। বিদায়!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

ডোভর সন্নিহিত প্রান্তর।

(গ্লষ্টার ও কৃষকবেশে এড্‌গারের প্রবেশ)

গ্লষ্টার। কখন আমরা ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠব?

এড্‌গা। আমরা এখনও উপরে উঠ্‌ছি; দেখুন না কত কষ্ট ক'রে উঠ্‌তে হচ্ছে।

গ্লষ্টার। আমার ত ভূমি সমতল বলে মনে হচ্ছে।

এড্‌গা। ভয়ানক উচ্চভূমি। শুনুন, সমুদ্রের শব্দ পাচ্ছেন না?

গ্লষ্টার। কৈ না, নিশ্চয় পাচ্ছিনা।

এড্‌গা। তবে আপনার চক্ষের যন্ত্রণায় অপর ইন্দ্রিয়গণও শিথিল হয়েছে।

গ্লষ্টার। হতে পারে; আমার অনুমান হচ্ছে তোমার স্বরের পরিবর্ত্তন হয়েছে। তুমি পূর্ব্বাপেক্ষা পরিস্কার ভাষায় কথাবার্ত্তা কইছ।

এড্‌গা। আপনি ভুল বুঝ্‌ছেন; আমার পোষাক ছাড়া আর কিছুরই পরিবর্ত্তন হয় নাই।

গ্লষ্টার। আমার বোধ হয় তুমি কথাবার্ত্তা ভাল কইছ।

এড্গা। আসুন মহাশয়; এই সেই স্থান। স্থিরভাবে দাঁড়ান। কি ভয়ানক, নীচে চাইতে মাথা ঘুরে পড়ে! বায়স, যারা শূন্যে উড়ে বেড়ায়, তাদের ঝিল্লীর অপেক্ষাও বড় দেখাচ্ছেনা। পাহাড়ের লতাসংগ্রহকারীকে অর্দ্ধনিম্নে দেখা যাচ্ছে। ভয়ানক ব্যবসা! তাহাকে তার মাথার চেয়েও বড় দেখাচ্ছেনা। বেলাভূমে জেলেগুলাকে ছোট ইঁদুরের ন্যায় দেখাচ্ছে। অদূরে বৃহৎ জাহাজ খানিকে জালিবোট বলে বোধ হচ্ছে; তার জালিবোট খানাকে ত দেখাই যাচ্ছে না। না, আর দেখ্‌ব না। পাছে মাথা ঘুরে যায়; চখে জাল পড়ে ভড়মুড় করে পড়ে যাব।

গ্লষ্টার। আচ্ছা, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, এইখানে আমায় ছেড়ে দাও।

এড্গা। আপনার হাত দিন। আপনি শেষপ্রান্ত হতে একটু দূরে আছেন। পৃথিবীর সমুদায় বস্তু পেলেও আমি ওখান থেকে কখন লাফাতে পারব না।

গ্লষ্টার। হাত ছাড়; বন্ধু, আর একটা টাকার থলি ধর; ইহার মধ্যে একটী রত্ন আছে, তাহা গরীবের পক্ষে যথেষ্ট। দেবগণ তোমায় সৌভাগ্যবান করুন। তুমি সরে যাও; বিদায় লও; তোমার গমন যেন শুন্‌তে পাই।

এড্গা। মহাশয়, তবে বিদায়।

গ্লষ্টার। সর্ব্বান্তঃকরণে বিদায় দিচ্ছি।

এড্গা। (স্বগত) ওঁর নৈরাশ্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'রে ওঁর নৈরাশ্য দূর কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি।

গ্লষ্টার। (জানুপাতিয়া) শক্তিমান দেবগণ !

জগত হইতে আজি লইনু বিদায়,

সমক্ষে সবার ত্যজিলাম দুখভার ধৈর্য্য সহকারে।

আরও দুঃখ সহিবার থাকিলে শকতি,

রোধ করি অবিরোধী মহা-ইচ্ছা তব,

শির'পরে পাপ রাশি না আনিতাম কভু ;

শুষ্ক জীবাধার মোর পুড়ে পুড়ে হত ভস্ম,

তৈলহীন বর্ত্তিকার সম।

আশীষ তাহারে, থাকে যদি জীবিত এড্‌গার !

বিদায় ! (লম্ফ প্রদান)

এড্‌গা। উল্লম্ফন প্রাণনাশ তরে ! বিদায় !

পরিত্যাগ করিব না কভু ;

কি জানি, কল্পনা মোহ লুঠি লবে প্রাণ ধনে

এ দেহ ভাণ্ডার হতে,

যবে সে জীবন স্বেচ্ছায় অর্পিত অপহারকের করে।

মনে জ্ঞান অবস্থান যথা, যদি রহিতেন তথা,

জ্ঞান হত হ'ত এতক্ষণে।

মৃত না জীবিত ? শুন, মহাশয় ! বন্ধুবর ! শুন !

বাক্য মম প্রবেশিছে কর্ণপথে, কও কথা ?

হতে পারে মৃত্যু এইরূপ ভাবে,

জ্ঞান পুনঃ হতেছে সঞ্চার। মহাশয় ! আপনি কে ?

গ্লষ্টার। যাও, আমাকে মর্‌তে দাও।

এড্‌গা। মহাশয়, আপনি যদি মাকড়সার সুতো, পালক, কিম্বা বাতাস হতেন, তা হলেও এত উচ্চ হতে পড়্‌লে ডিমের মত ভেঙ্গে

যেতেন। মহাশয়, আপনার নিশ্বাস বইছে, রক্ত পড়ছে না, আপনি কথা কইছেন, শরীর বেশ রয়েছে। দশটা মাস্তল উপর্যুপরি দাঁড় করিয়ে দিলেও খাড়াই ঠিক হয় না, এইটার ঠিক নীচে পড়েছেন! আপনার অদ্ভুত জীবন, তাই এখনও কথা কইছেন।

গ্লষ্টার। আমি প'ড়েছি, না পড়ি নাই?

এড্‌গা। এই সাদা খড়ির পাহাড়ের উচ্চ চূড়া হতে পড়েছেন। উচ্চতা'টা একবার চেয়ে দেখুন; চাতকপক্ষীকেও এত উচ্চে দেখা যাচ্ছে না, শোনাও যাচ্ছে না। একবার চেয়ে দেখুন।

গ্লষ্টার। হায়, আমার চক্ষু নাই! হতভাগ্যের কি মৃত্যুতেও অধিকার নাই? যদি অত্যাচারীর কোপাগ্নিকে দুঃখের জ্বালায় উপহাস করতে পারতাম এবং তার উচ্চ অহঙ্কারকে নত করতে পারতাম, তা হলেও জীবনে কিঞ্চিৎ আশা থাক্‌ত।

এড্‌গা। আপনার হাত দিন। উঠুন; হাঁ, এইরূপে; এ কি! এ কেমন? পায়ের উপর ভর দিচ্ছেন? আপনি দাঁড়ালেন?

গ্লষ্টার। বেশ দাঁড়িয়েছি, বেশ দাঁড়িয়েছি।

এড্‌গা। অদ্ভুতের চরমসীমা! আচ্ছা, পাহাড়ের চূড়ায় যেটা আপনার নিকট হতে চলে গেল, সেটা কি?

গ্লষ্টার। একটা দরিদ্র অভাগা ভিক্ষুক।

এড্‌গা। আমি এখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম, আমার মনে হল যেন তার চক্ষু দুটো পূর্ণচন্দ্রের সমান, তার হাজারটা নাসিকা; শিংগুটো সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ঘোরাল, নিশ্চয়ই কোন উপদেবতা। আর্য্য! আপনি অতি সৌভাগ্যশালী। যে

পবিত্র দেবতাগণ, জীবকে অসম্ভব কার্য্য সমাধা করিয়ে আপনাদিগের মান রক্ষা করেন, তাঁরাই আপনাকে রক্ষা করেছেন।

মষ্টার। এখন আমার স্মরণ হচ্ছে। অদ্য হতে স্বয়ং দুঃখভার বহন কর্‌ব, যতক্ষণ না নিজেই ডেকে বলে, 'যথেষ্ট হয়েছে, আর না, এইবার মর'। তুমি যার কথা বল্‌ছ, আমি তাকে, মনুষ্য বলে অনুমান করেছিলুম। সে প্রায়ই ব'লত, 'ঐ ভূত, ঐ ভূত।' সেই আমাকে ঐ স্থানে নিয়ে গিয়েছিল।

এড্‌গা। শান্ত হোন। ধৈর্য্যে চিন্তাশক্তিকে প্রশ্রয় দিন। কে আস্‌ছে?

(বনাপুষ্পে বিভূষিত লীয়ারের প্রবেশ।)

আপনার জ্ঞানে যতদূর কাণ্ড হবে, প্রভুর দমন শক্তি বর্ত্তমান থাক্‌লেও তত কার্য্য হবে না। ও'র জ্ঞান থাক্‌লে কখনই এরূপ ক'রে সাজতেন না।

লীয়ার। না, টাকা জাল করেছি বলে আমায় কখনই তারা ধত্তে পারে না; আমি যে খোদ রাজা।

এড্‌গা। অন্তর্ভেদী দৃশ্য!

লীয়ার। সে বিষয়ে শিল্প অপেক্ষা স্বভাবই বড়। এইনাও দাদন নাও। ও লোক্‌টা কাকতাড়ান খড়ের পুত্‌লোর মত ধনুক ধরেছে। কাপড় মাপা গজকাঠি নাও ত। দেখ, দেখ, একটা ছুঁচো! চুপ, চুপ, এই পনিরটা হলেই ব্যাটা ধরা পড়্‌বে। এই নাও, এস, তোমায় যুদ্ধে আহ্বান কর্‌ছি। আমি দৈত্যের সহিতও যুদ্ধে প্রস্তুত। আমার ভল্লধারী পদাতিক নিয়ে এস। বাঃ বাঃ বেশ উড়্‌ছ বাজ! মার ঐ লক্ষ্য, ঠিক্ মার। বল সঙ্কেত বল।

এড্‌গা। হা ঈশ্বর!

লীয়ার। সর।

গ্লষ্টার। আমি ও স্বর চিনি।

লীয়ার। হোঃ! হোঃ! গনেরিল, শুভ্রশ্মশ্রু! আমার সঙ্গে কুকুরের খেল খেলালে; আমায় বল্‌লে, কাল শ্মশ্রু হবার পূর্ব্বেই শুভ্র শ্মশ্রু জন্মেছে। আমার প্রত্যেক কথাতেই 'হাঁ,' 'না,' করেছে! 'হাঁ,' 'না' বড় ভাল কথা নয়, বিশ্বাস অবিশ্বাস তাতে টের পাওয়া যায় না। যখন বৃষ্টি আমায় ভেজাচ্ছিল, বাতাস শীতে কাঁপাচ্ছিল, যখন আমার হুকুমে বজ্র থামছিল না, তখন তাদের আমি বুঝ্‌তে পার্‌লাম; তখনই সব টের পেলাম। যাও, ওরা সত্যকথা কয় না। ওরা বল্‌লে আমিই সর্ব্বেসর্ব্বা, সমস্তরই অধিকারী; মিথ্যাকথা আমারও কম্পজ্বর ধরে।

গ্লষ্টার। এসব আমার বেশ স্মরণ হচ্ছে; মহারাজ নয়?

লীয়ার। হাঁ, আমি সর্ব্বতোভাবে রাজা। যখন আমি ক্রোধে ভ্রূভঙ্গি করি, দেখ আমার প্রজাবর্গ কেমন কাঁপে। আচ্ছা ঐ লোকটার জীবন ভিক্ষা দিলাম। তুমি কি করেছ? পরদার গমন? তোমার মৃত্যুদণ্ড হবে না। পরদার গমনে মৃত্যুদণ্ড! — কখনই না।

গ্লষ্টার। আপনার হস্ত দিন চুম্বন করি।

লীয়ার। দাঁড়াও আগে মুছে ফেলি; এতে যে মৃত্যুর গন্ধ লেগে আছে।

গ্লষ্টার। ওঃ! বিধ্বস্ত প্রকৃতি! এই বিশাল বিশ্ব এই রূপেই লয় হবে। আমাকে চিন্‌তে পারেন?

লীয়ার। তোমার চক্ষু আমার স্মরণ আছে। তুমি আমাকে নয়ন

ভঙ্গী প্রদর্শন করছ? না, সাধ্যমত কর, অন্ধ মদন; আমি ভালবাস্‌ব না। এই আহ্বানপত্রখানি পড় দেখি; খালি লেখাটা দেখ।

গ্লষ্টার। এক একটা অক্ষর এক একটী সূর্য্য হলেও আমি দেখ্‌তে পাব না।

এড্‌গা। আমি শুনলেও ইহা বিশ্বাস করতাম না। আমার হৃদয় ভগ্ন হচ্ছে।

লীয়ার। পড়।

গ্লষ্টার। কিসে পড়্‌ব; অক্ষি গহ্বর দিয়ে?

লীয়ার। হাঃ, হাঃ, তুমিও আমার সঙ্গে আছ? মস্তকে চক্ষু নাই, থলিতে টাকাও নাই? তোমার চক্ষু ভারি আধারে স্থাপিত, আর টাকা হাল্কা থলিতে আছে; কিন্তু চারিদিকের ঘটনা সব দেখ্‌তে পাচ্ছ।

গ্লষ্টার। আমি মনশ্চক্ষে দেখ্‌ছি।

লীয়ার। কি, তুমি পাগল নাকি? চক্ষুহীন, তবুও পৃথিবীর ঘটনা সব দেখ্‌তে পাচ্ছ? কান দিয়ে দেখ না কি? ঐ দেখ, বিচারপতি কেমন চোরের শাস্তি বিধান করছে। শোন, কান দিয়ে শোন; এর জায়গায় ওকে বসাও, বল্‌তে পারবে না কোন্‌টী বিচারপতি আর কোন্‌টী চোর। তুমি কি চাষার কুকুরকে ভিক্ষুককে তাড়া করতে দেখেছ?

গ্লষ্টার। আজ্ঞে,—

লীয়ার। আর অভাগা, কুকুরের কাছে থেকে পালাচ্ছে? ঐখানেই প্রভুত্বের মহান্ চিহ্ন দেখ্‌তে পাবে। আপনার কোর্টে কুকুরও বড়। ওরে ঐ বিট্‌লে পাদ্‌রি! তোর ঐ রক্তমাখা

হাত থামা। কেন ঐ বারাঙ্গনাকে চাবুক মারছিস? নিজের পিঠের কাপড় তোল্; নিজেই ঐ কাজ চাস্, আবার তার জন্য চাবুক লাগাচ্ছিস? সুদখোর শঠকে ফাঁসী দিতে চায়।

বাহিরায় ক্ষুদ্র দোষ চীরবাস ভেদি,

বহুমূল্য পরিচ্ছদ আবরে সকল।

কাঞ্চনের আবরণে ঢাক পাপরাশি,

ভগ্ন হবে ন্যায়-ভল্ল না দানি আঘাত;

চীরবাসে ঢাকহ তাহায়;

বিদ্ধ হবে বামনের তৃণাঘাতে।

দণ্ড আজ্ঞা প্রদানিতে ক্ষমতা আমার,

তাই কহি বাদি-জিহ্বা করিব নির্বাক;

ন্যায় পরবর্শ অপরাধী করিব তাহায়;

পাপ না আচরে কেহ।

চক্ষে দাও আবরণ, শঠ রাজনীতিবিদ সম ভিন্নভাবে হের সব।

এই—এই—এই।

আমার পাদুকা খুলে দাও। জোরে, জোরে।

এড্গা। সম্বন্ধ অসম্বন্ধ মিশ্রিত বচন; যুক্তি মত্ত তায়!

লীয়ার। আমার দুর্ভাগ্য হেরি, যদি নয়নেতে ঝরে নীর তব;

ধর চক্ষু মোর।

জানিয়াছি তোমা, গ্লষ্টারের অধিপতি তুমি।

ধৈর্যাধর; কাঁদিয়ে এসেছি হেথা জাননা কি তুমি

ধরাধামে শ্বাস যবে করেছি গ্রহণ ক্রন্দন তখন হতে?

দিব উপদেশ, হের মম প্রতি।

গ্লষ্টার। হায়, হায়, কি দুর্দিন এবে!

লীয়ার। জনম লভিনু যবে, কাঁদিনু তখন
বাতুলের রঙ্গস্থলে আগমন হেতু।
সুন্দর শিরস্ত্রাণ এই। সুন্দর চাতুরী,
ঘোড়ার খুরে কাপড় বেঁধে দেওয়া।
আমি উহার পরীক্ষা করব। যখন চুপি চুপি জামাতাদের ওপর গিয়ে পড়ব, তখন মার, মার, মার, মার, মার!

(অনুচরগণসহ জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ।)

ভদ্র। এই যে, ইনি এখানে। ধর, ধর। মহাশয়, আপনার প্রিয় কন্যা—

লীয়ার। আমায় রক্ষা করে, এমন কি আমার কেউ নেই? কি আমি বন্দী? আমি ভাগ্যদেবীর ক্রীড়া-সামগ্রী; আমার প্রতি ভাল ব্যবহার ক'রো। তুমি আমার মুক্তিমূল্য পাবে। একজন অস্ত্রবৈদ্য আমায় ডেকে দাও; আমার মস্তিষ্ক ক্ষত হয়েছে।

ভদ্র। আপনি সবই পাবেন।

লীয়ার। আমায় সাহায্য করবার কি কেউ নেই? আমি একাকী? এতে যে মানুষকে নুনের মানুষ ক'রে, তার চক্ষু দুটিকে শরতের ধূলি নিবারক উদ্যানে জলসেকের ঝারিতে পরিণত করে।

ভদ্র। মহাশয়;—

লীয়ার। আমি বরের মত সাহসের সহিত মরব। এ্যা! আমি আমোদ করব: নাও, নাও; আমি রাজা, সে সব খবর রাখ কি মহাপ্রভুরা?

ভদ্র। আপনি মহারাজ, আমরা আপনার আজ্ঞাবহ।

লীয়ার। তবে এখনও আশা আছে। যদি চাও, তবে দৌড়ও। সা, সা, সা, সা।

(সবেগে প্রস্থান, অনুচর বর্গের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।)

ভদ্র। হেন দৃশ্য অতি দুঃখকর নীচ জনে, কিবা কথা সম্রাটের!
আছে এক তনয়া তোমার,
উদ্ধারিতে যত্ন যার দারুণ দুর্দ্দশা হ'তে,
করিয়াছে যাহা অন্য কন্যাদ্বয়ে।

এড্গা। স্বাগত, হে মহাশয়!

ভদ্র। কুশল সকলি। কিবা অভিপ্রায় তব?

এড্গা। যুদ্ধবার্ত্তা শুনেছ কি কিছু?

ভদ্র। নিশ্চিত সকলি; শব্দজ্ঞান আছে যার, শোনে সেই।

এড্গা। অনুমান কিবা তব? কতদূরে অপর কাহিনী?

ভদ্র। আগুয়ান প্রায়; প্রতি পলে মনে হয়
প্রধান বাহিনী উপনীত হবে দৃষ্টিপথে।

এড্গা। ধন্যবাদ! ইহাই জিজ্ঞাসা মোর।

ভদ্র। যদিও রাণী বিশেষ কারণ বশতঃ এখানে এসেছেন, তাঁর সৈন্য চালিত হতেছে।

এড্গা। ধন্যবাদ মহাশয়!

(ভদ্রলোকের প্রস্থান)

গ্লষ্টার। চির করুণা-আকর হে অমরগণ! লহ এ জীবন;
যেন দুষ্ট বুদ্ধি মোর প্রলোভিত নাহি করে মোরে
জীবলীলা সমাধা করিতে পুনঃ,
ঈপ্সিত কালের না হতে পূরণ।

এড্গা। তাত! প্রার্থনা আমার।

গ্লষ্টার। কে তুমি?

এড্‌গা। অতি দরিদ্র মানব, উৎপীড়িত ভাগ্যের তাড়নে;
দুখভার বহিয়ে সতত,
শিখিয়াছি হইবারে সদা পরদুখেতে কাতর।
দেহ কর, লয়ে যাব আশ্রয়ের স্থানে।

গ্লষ্টার। অন্তরের ধন্যবাদ মম; ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ
পুনঃপুনঃ হোক নিপতিত তব শিরে।

(অস্‌ওয়াল্ডের প্রবেশ)

অস্। পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে! অতি সুখের সংবাদ! তোমার ঐ চক্ষুহীন মস্তক আমার ভাগ্যোন্নতি বিধান করতে সৃষ্ট হয়েছিল। ওরে বৃদ্ধ, হতভাগ্য রাজদ্রোহী! নিজ গত জীবনের পাপ অনুশোচনা কর। এই স্থাথ্ তোর হত্যার জন্য তরবারি উত্তোলিত হয়েছে।

গ্লষ্টার। যেন তোমার উপকারী কর প্রচুর বলে বলীয়ান হন।

(এড্‌গার বাধা দিয়া)

অস্। ওরে নির্ভীক কৃষক! কেন তুই ঘোষিত রাজবিদ্রোহীর পক্ষ অবলম্বন করছিস্? যা, যেন ওর দুর্ভাগ্য তোর উপর সংক্রামিত না হয়। ছাড়্, ওর হাত ছাড়্।

এড্‌গা। মু মুশই মু সহজে ছাড়বা না।

অস্। ছাড়, তা না হ'লে মরবি।

এড্‌গা। মুশয় পথদেহেন; মোদের যাতি দেন। কি ডর দেহান, ডর তো রাহি না। বুরার কাছে আইসন না, খবরদার। এহনি দেখ্‌বেন মোর লাঠি কি তোর মাথা কোন্‌ক্ষ শক্ত। সাফ্ কথা মুশয়।

অস্। দূর হ গোবর গাদা!

এড্গা। দাঁত গুঁড়ায়ে দিব মুশয়; আইসেন, লড়ায়ের ডর করছি না।

(পরস্পর যুদ্ধ, এড্গার কর্ত্তৃক আহত)

অস্। ক্রীতদাস আমাকে মেরেছিস্। পাষণ্ড, আমার টাকার থলেনে; যদি তোর সময় ভাল্ হয়, আমার দেহ কবরস্থ করিস্। আহাঃ অকালে প্রাণ হারালাম! (মৃত্যু)

এড্গা। আমি তোকে খুব চিনি। কাজের লোক তুই পাষণ্ড; তোর প্রভুপত্নীর পাপের সাহায্যকারী।

গ্লষ্টার। কি, ওকি মরে গেছে?

এড্গা। আর্য্য! বসুন, বিশ্রাম করুন; এর জেব অনুসন্ধান করি; যে পত্রের কথা বল্লে, তার দ্বারা আমার উপকার হ'তে পারে দেখি; খোল, মোড়কের মোম খোল; সদাজরীতি, আমায় দোষ দিও না; আমাদের শত্রুর মনোভাব জান্বার জন্য তাদের অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করতেও প্রস্তুত; তাদের চিঠিপত্র খোলায় কোন অপরাধ নাই। (পত্রপাঠ) আমাদের পরস্পরের শপথ যেন মনে থাকে। তুমি তাকে কেটে ফেল্তে অনেক সুবিধা পাবে। যদ্যপি তোমার ইচ্ছার অভাব না থাকে, সময় ও স্থান সুবিধাজনক হবে। যদি সে জয়ী হয়ে ফিরে আসে, তবে কোন লাভই নাই; তাহলে আমি বন্দী, এবং তাহার শয্যাই আমার কারাগার। সেই ঘৃণিত স্থান হতে আমায় উদ্ধার কর, এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ ঐ স্থান পুরস্কার লাভ কর।

তোমার--স্ত্রী, বড় সাধ বলিতে—

"স্নেহের দাসী"

গনোরল।

গো:, সীমাহীন রমণীর কাম !
ষড়যন্ত্র নাশিবারে সুজন পতির প্রাণ :
পরিবর্ত্তে তার লভিবারে সাধ ভ্রাতারে আমার।
এই বালুকা রাশিতে দেহ তব করিব নিহিত।
রহ হেথা, হত্যাকারী ব্যভিচারী সাক্ষী।
যথাকালে এই লজ্জাকর পত্রে
ঝলসিব এল্‌বেনীর আঁখি ;
তব মৃত্যু গুপ্তবার্ত্তা আর জানা তার সমুচিত।

মষ্টার। উন্মত্ত ভূপতি। নীচ ইন্দ্রিয় আমার
ছিন্নভিন্ন করে নাই জ্ঞানধারা মম !
স্বচ্ছন্দে রয়েছি আমি দুখভার বহি।
ছিল ভাল হইলে বাতুল।
দুখ হতে চিন্তা মম করিত প্রভেদ ;
লীন হ'ন সে সকল জ্ঞান, বিকৃত মস্তিকে মোর।

এড্‌গা। দেহ কর মোরে।

(দূরে রণঢক্কা ধ্বনি)

শুনি দূরে কাড়ার নিনাদ ;
এস আশু অগ্রসরি, বন্ধু পাশে স্থাপিব তোমায়।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

ফরাসী শিবির।

শয্যা'পরি লীয়ার—সুমধুর বাদ্যধ্বনি——
ভদ্রলোক ও অন্যান্য অনুচর আসীন।

(কর্ডিলীয়া, কেণ্ট ও ডাক্তারের প্রবেশ)

কর্ডি। সদাশয় কেণ্ট মহোদয় !
কেমনে জীবনে মম শোধিব তোমার ঋণ ?
ক্ষণস্থায়ী জীবন আমার,
না দানিবে সময় প্রচুর, সব চেষ্টা হইবে বিফল।

কেণ্ট। উপযুক্ত পুরস্কার স্বীকারে বিধান।
বর্ণনার অনুযায়ী কার্য্য, রঞ্জিত কুঞ্চিত তাহে নাই।

কর্ডি। নব বস্ত্র করুন পিন্ধন।
হেন বেশ পূর্ব্বস্মৃতি জাগায় অন্তরে ;
প্রার্থনা আমার, পরিত্যজ ইহা।

কেণ্ট। ভদ্রে ! ক্ষম মোরে ; আত্ম-প্রকাশ এক্ষণে
বাধা দিবে অভিপ্রায়ে মম।
অনুরোধ মোর প্রকাশ না কর মোরে
যদবধি নাহি হেরি উপযুক্ত কাল।

কর্ডি। হবে কার্য্য তব অভিমত মহাত্মন !
কেমন আছেন নরপাল ? (ডাক্তারের প্রতি)

ডা। ভদ্রে ! এখনও নিদ্রিত !

কর্ডি। সদয় দেবতাগণে, কর আরোগ্য প্রদান।

ক্ষিপ্ত প্রকৃতির ভঙ্গে, অসঙ্গত বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়চয়,
তব কৃপাবলে সংযত হউক পুনঃ,
এবে শিশুসম বৃদ্ধ পিতার আমার।

ডা। অনুমতি হলে, নিদ্রাভঙ্গ করিব রাজার;
বহুক্ষণ নিদ্রাগত তিনি।

কডি। নিজ-জ্ঞানে হইবে চালিত;
কর কার্য্য নিজ অভিপ্রায় মত,
সুখ বাসে তাঁরে করেছ কি সুসজ্জিত?

ভদ্র। হাঁ ভদ্রে! ঘোর নিদ্রাকালে পরায়েছি নব বস্ত্র।

ডা। রহুন নিকটে, যবে ওঁরে করি জাগরিত;
জাগরণে হবে পুনঃ জ্ঞানের সঞ্চার;
নাহিক সন্দেহ ইথে।

কডি। আচ্ছা।

ডা। আসুন নিকটে; উচ্চ কর যন্ত্রধ্বনি।

কডি। পিতঃ! পিতঃ! মম এ জীবন,
সঞ্জীবনী ঔষধির সম, উজ্জীবিত করে যেন পুনঃ।
এই চুম্বনে আমার হোক সম্পূরিত
গুরুতর ক্ষতি, করিয়াছে যাহা
ভগ্নীদ্বয় মোর, হেন মান্য গুরুজন প্রতি।

কেণ্ট। দয়াময়ী রাজবালা!

কডি। নাহি যদি হতে তুমি জন্মদাতা পিতা,
তথাপি পলিত কেশ তব শিরোপরে
নিয়োজিত তাহাদের সকরুণ আচরণে।
এ বয়ান কভু পারে কি তিষ্ঠিতে

রণমুখী প্রতিবন্ধী বায়ু প্রতিকূলে?
পারে কি রহিতে স্থির বিভীষণ অশনি আরাবে?
তির্য্যগাত চঞ্চলার চঞ্চল আলোকে?
আহা, পরিত্যক্ত—শূন্য শিরে!
মম শত্রু সারমেয় যদি দংশিত আমায়
এহেন নিশিথে, রাখিতাম তারে অতি সমাদরে
মম চুল্লী পাশে দিয়ে স্থান।
তুমি কি আমার পিতঃ! ছিলে আনন্দিত,
শূকর সহিত গুহা অভ্যন্তরে,
অধম ভিক্ষুক সনে, ক্ষুদ্র তৃণোপরি?
হায়, হায়! আশ্চর্য্য মানিনু,
জ্ঞানশক্তি তব জীবনের সহ হয় নাই অবসান?
এই যে উঠেছেন, এইবার কথা কই।

ডা। হাঁ, এই উপযুক্ত সময়, এইবার।

কর্ডি। কেমন আছেন প্রভু, কিরূপ রাজন!

লীয়ার। আঃ কি কল্লে? কেন আমায় কবর হতে তুল্লে? তুমি দেখ্‌ছি এক সাধু আত্মা; কিন্তু আমি যে এক আগুনের চাকায় বাঁধা রয়েছি, আর গরম সিসের মত আমার চখের জল যে আমায় পোড়াচ্ছে।

কর্ডি। মহারাজ! বলুন দেখি আমি কে?

লীয়ার। তুমি এক মুক্তাত্মা, আমি জানি। কবে মরেছিলে বল দেখি?

কর্ডি। এখনও, এখনও ভ্রাম্যমান মতি।

ডা। উনি এখনও সম্পূর্ণ জাগরিত হন নাই। কিছুক্ষণের জন্য একাকী থাক্‌তে দিন।

লীয়ার। আমি ছিলাম কোথায় ? এখন কোথায় আছি ? উজ্জ্বল দিবালোকে ? ঘোর অনিশ্চিতে প্রতারিত। অপর কাহাকে আমার মত দেখ্‌লে বোধ হয় আমিই করুণারসে আর্দ্র হতাম। কি বলি তা ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। আমি শপথ করে বল্‌তে পারি না যে এ দুটী আমারই হাত। আচ্ছা দেখি, আমি তো এই ছুঁচ বেঁধা টের পাচ্ছি। হায়, যদি আমার অবস্থা নিশ্চিত জান্‌তে পার্‌তাম।

কর্ডি। তাত ! হের মোর প্রতি, উত্তোলিত করদ্বয়ে আশীষ আমারে না, না নত জানু, একি ! নহেত উচিত তব।

লীয়ার। প্রার্থনা আমার, উপহাস করিও না মোরে।
অতি মূর্খ, হীনবুদ্ধি, বৃদ্ধ আমি,
অশীতির উর্দ্ধ বয়ঃক্রম, এক ঘটিকাও ঊন বা অধিক নহে।
বলি স্পষ্টভাবে এখনও সন্দেহ মোর, বুঝি স্থির নহে মোর মতি।
বোধ হয় জানি তোমা, আর ঐ জনে, তথাপি সংশয় মোর।
জানি নাহি কোন স্থান এই ;
স্মৃতিপথে নাহি আসে এই পরিচ্ছদ মোর ;
নাহি জানি গত নিশি যাপিনু কোথায়।
না কর বিদ্রূপ মোরে, জানি সুনিশ্চিত
এই নারী কর্ডিলীয়া তনয়া আমার।

কর্ডি। আমি, আমি তোমারই তনয়া।

লীয়ার। সিক্ত অশ্রুনীরে ? না, না, অনুরোধ মোর ক'রোনা রোদন।
থাকে যদি তব পাশে তীব্র হলাহল, দেহ করি পান।
জানি ভাল মতে, তুমি নাহি ভাল বাস মোরে ;
মনে পড়ে পীড়িয়াছে ভগ্নীগণ তব

বিসদৃশ আচরণে সমধিক মোরে ;
যুক্তিমতে পার তুমি পীড়িতে আমারে,
আছে কারণ তোমার, তারাত পারেনা কভু।

কর্ডি। নাহিক কারণ মোর, নাহিক কারণ।

লীয়ার। আমি কি ফ্রান্সে ?

কেণ্ট। না মহাশয়, আপনারই রাজ্যে।

লীয়ার। প্রতারিত নাহি কর মোরে।

ডা। শান্ত হোন ভদ্রে ! নির্কাপিত নিজদেহে
কোপাগ্নি ভীষণ। এখনও নেহারি বিপদ ;
নরপাল যেন নাহি জানে উন্মাদের কালে
ঘটিল যে সব : প্রেরি ওঁরে গৃহ অভ্যন্তরে ;
যদবধি স্থির নহে মতি, করিও না উত্যক্ত তাঁহায়।

কর্ডি। বায়ু সেবনে যাবেন কি ?

লীয়ার। তুমি যদি রহ পাশে।
ধর মোর অনুরোধ, কর মোরে ক্ষমা
হও বিস্মৃত সকলি, হীনভাগ্য বৃদ্ধ আমি।

(কেণ্ট ও ভদ্রলোক ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

ভদ্র। কর্ণওয়াল কি সত্যই ঐরূপে হত হয়েছেন ?

কেণ্ট। নিশ্চয়।

ভদ্র। এখন তার সৈন্যগণের নেতা কে ?

কেণ্ট। শুনছি গ্লষ্টারের জারজ পুত্র এডমণ্ড।

ভদ্র। সকলে বলছে যে তাঁর পুত্র এডগার কেণ্টের সহিত জর্ম্মানিতে আছেন।

কেণ্ট। জনশ্রুতি পরিবর্ত্তনশীল। এইবার সতর্ক হওয়া আবশ্যক ;

রাজ্যের সৈন্যগণ এক্ষণে রণাভিমুখে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে।

ভদ্র। রক্তস্রোত প্রবাহিত হলে, তবে ইহার নিষ্পত্তি হবে। বিদায় মহাশয়!

(প্রস্থান)

কেণ্ট। সময় উদ্দেশ্য মোর নির্ণীত এক্ষণে,
ভাল মন্দ হব জ্ঞাত আজিকার রণে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ডোভর সন্নিহিত ব্রিটিস শিবির।

(তূর্য্যধ্বনি) (এড্‌মণ্ড, রীগান, ভদ্রলোক ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

এড্‌। জ্ঞাত হও, পূর্ব্বভাব যদি পোষেণ এল্‌বেণী,
কিম্বা ভিন্ন ভাবে ব্যত্যয় ঘটেছে তায়।
অনিশ্চিত মতি গতি তাঁর, পদে পদে দেন আত্মদোষ,
স্থির অভিপ্রায় ()র আন শীঘ্র করি।

(ভদ্র লোকের প্রস্থান)

রীগান। ভগিনীর ভৃত্যের নিশ্চয় কোন বিপদ ঘটেছে।

এড্‌। সংশয় তাহাতে, ভদ্রে!

রীগান। প্রিয়তম! কুশল বিধানে তব আন্তরিক ইচ্ছা মোর,
আছ অবগত, বল দেখি—সত্য করি—
ভালবাস কিনা—()গিনীরে মোর?

এড্‌। ভালবাসা তথা মর্য্যাদার অনুরূপ।

রীগান। তার আলা স()হব না কভু, ()প্রয়তম!
প্রেমভাবে ক()র না সম্বন্ধ স্থাপন।

এড। শঙ্কা হৃদে নাহি দাও স্থান।
সমাগত দোঁহে।

(এল্‌বেণী, গণেরিল ও সৈনাগণের প্রবেশ)

গণে। (স্বগত) যুদ্ধে পরাজয় বরঞ্চ সহিব, কিন্তু সহিতে নারিব।
এই ভগ্নী মোর করিবে শিথিল, প্রেমবন্ধন দোঁহার।

এল্। প্রিয়তমা ভগিনী মোদের! সাক্ষাৎ সুক্ষণে।
মহাশয়! শুনিনু বারতা, মহারাজ সম্মিলিত তনয়ার সনে
আর আর অন্যজন সহ, কঠোর শাসন বলে দূরীকৃত যারা।
না জাগে সাহস হৃদে, সত্যতার স্থান না রহিলে।
ফ্রান্সেরে করিতে দূর উচিত মোদের,
বিপক্ষে মোদের তারা যুদ্ধে আগুয়ান;
কিন্তু দানিয়াছে সাহায্য রাজায়,
দিয়াছে আশ্রয় যত দূরীকৃত সভাসদ্‌গণে,
তাই ভাবি কেমনে ধরিব তাদের বিরুদ্ধে।

এড্। মহাশয়, মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক বাণী তব।

রীগান। যুক্তি তর্কে কিবা প্রয়োজন?

গনে। কর চমূ সমাবেশ অরিনাশ তরে,
গৃহ বিবাদের এবে নহে অবসর।

এল্। রণদক্ষ বীরপাশে মন্ত্রনার তরে চল যাই জানিতে সুবিধি।

এড্। পশিয়ে শিবিরে তব করিব সাক্ষাৎ।

রীগান। ভগিনি! যাবে কি মোদের সাথে?

গনে। না।

রীগান। উচিত গমন তব, প্রার্থনা আমার এস মোদের সংহতি।

গনে। (স্বগতঃ) হুঁ, বুঝিয়াছি রহস্য ইহার। যাই আমি।

(প্রস্থানকালে ছদ্মবেশে এড্‌গারের প্রবেশ)

এড্‌গা। আমার ন্যায় দরিদ্রের সহিত যদি কখনও আলাপ করে থাকেন, আমার একটা কথা শুনুন।

এল্। আমি তোমাদের শীঘ্রই ধরছি। আচ্ছা বল।

(এল্‌বেনী ও এড্‌গার ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

এড্‌গা। যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে এই পত্রখানি খুলিবেন। যদি যুদ্ধে জয়ী হয়েন তা হলে যে পত্রখানি এনেছে তার অহ্বানার্থ ভেরী-নিনাদ করিবেন। যদিও আমার এরূপ হীন বেশ, তথাপি আমি এরূপ যোদ্ধা উপস্থিত করব, যে পত্রলিখিত বিষয়ের সার্থকতা সপ্রমাণে সক্ষম হইবে। যদি যুদ্ধে গতাসু হয়েন, আপনার পার্থিব লীলাসহ ষড়যন্ত্রেরও অবসান হইবে। ভাগ্যদেবী আপনার উপর সুপ্রসন্ন হউন।

এল্। দাঁড়াও অগ্রে পত্রখানি পাঠ করি।

এড্‌গা। তাহাতে আমার নিষেধ আছে সময় উপস্থিত হলে তোরধ্বনি মাত্রই আমি উপস্থিত হব।

এল্। আচ্ছা বিদায়। আমি তোমার পত্রপাঠ ক'রব।

(এড্‌গারের প্রস্থান)

(এড্‌মণ্ডের পুনঃপ্রবেশ)

এড্। শত্রু সম্মুখে; আপনার সৈন্য সজ্জিত করুন। এই দেখুন অতি সাবধান সহকারে তাহাদের সৈন্যসংখ্যা অনুমান করা হয়েছে; কিন্তু আপনাকে বিশেষ ত্বরান্বিত হতে হবে।

এল্। আমি সময়ের অনুগামী হব। (প্রস্থান।)

এড্। দুই ভগ্নীকেই আমি ভালবাসা জানিয়েছি; তারা অহি নকুলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের ঈর্ষা করে। এখন

কাহাকে গ্রহণ করি ? দুজনকেই ? না, একজনকে ? না, কাহাকেও না ? উভয়েই জীবিত থাক্‌লে কেহই ভোগে আস্‌বে না। যদি বিধবাকে গ্রহণ করা যায়, গণেরিল জ্বলে গিয়ে একেবারে খেপে উঠ্‌বে ; ওর স্বামী জীবিত থাক্‌তে আমার মতলব হাসিল হবে না। এখন যুদ্ধের সময় তার সাহায্য নিতে হবে ; যুদ্ধটা শেষ হলে সে নিজেই ওর মৃত্যুর শীঘ্রই বন্দোবস্ত কর্‌বে ; ওর মরণে তার বড়ই ইচ্ছা। লীয়ার ও কর্ডিলীয়ার প্রতি দয়া প্রদর্শন করে ক্ষমা করবার ইচ্ছা, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে তারা যদি আমার কবলে এসে পড়ে, তাহা হলে কখনই তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হবে না।

আমার আপনরাজ্য, আপনি রক্ষক,
বৃথা বাদ অনুবাদে কিবা আবশ্যক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবিরদ্বয় মধ্যস্থ প্রান্তর।

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি ; লীয়ার, কর্ডিলীয়া এবং সৈন্যগণের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ও অপর দিক দিয়া সকলের প্রস্থান)

(এড্‌গার ও গ্লষ্টারের প্রবেশ।)

এড্‌গা। আর্য্য ! এই বৃক্ষের শীতল ছায়ায় অতিথিসৎকার লাভ করুন ; প্রার্থনা করুন যেন ধর্ম্মের জয় হয়। যদি আমি পুনরায় ফিরে আস্‌তে পারি, আপনার সুখ বিধান কর্‌ব।

গ্লষ্টার। ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। (এড্গারের প্রস্থান।)

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি, পলায়ন এড্গারের পুনঃপ্রবেশ।)

এড্গা। পালান, পালান ; এস্থান ত্যাগ করুন ; আপনার হাত দিন, চলুন ; রাজা লীয়ার যুদ্ধে পরাজিত, তিনি ও তাঁহার কন্যা ধৃত। আমার হাত ধরে শীঘ্র আসুন।

গ্লষ্টার। আর কোথায়ও যাবনা ; এখানেও একটা মানুষ মরে পড়ে পচতে পারে।

এড্গা। কি, পুনরায় দুশ্চিন্তা ? মানুষকে অবশ্যই জগতে আস্বার ন্যায় প্রস্থানের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ; প্রস্তুত থাক্‌লেই হ'ল। এখন আসুন।

গ্লষ্টার। যথার্থই বলেছ। (প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ডোভর সন্নিহিত ব্রিটিস শিবির।

(রণজয়ী এড্মণ্ড ; লীয়ার ও কর্ডিলীয়া বন্দীভাবে ; রণাধ্যক্ষ ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

এড্। কতিপয় প্রধান সৈনিক উঁহাদিগকে লইয়া যাও ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত যাঁহাদের হস্তে উঁহাদের বিচারের ভার তাঁহাদের অনুমতি না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তমরূপে পাহারা দাও।

কর্ডি। সাধু অভিপ্রায়ে হায়, কুফল লভিতে নহেত প্রথম মোরা।
তব তরে শুধু বিজীত রাজন্ হেন হীন, অবনত আমি,
নিজতরে করিতাম অবহেলা দুর্দ্দৈবের দারুণ ভ্রূকুটী।
হেরিতে বাসনা মম, সুতাগণে তব, ভগিনীগণেরে মোর ?

লীয়ার। না, না, না, না ! এস যাই কারাগারে মোরা ;
পিঞ্জরে বিহঙ্গ সম গাহিব দুজনে,
আশীর্ব্বাদ মোর কাছে মাগিবে যখন,
জানুপাতি ক্ষমা আমি যাচিব তখন।
এইরূপে কাটাইব কাল প্রার্থনা করিয়ে,
গাহি গান, বর্ণনা করিয়ে পূর্ব্ব গাথা,
হাস্য করি নানা বর্ণ প্রজাপতি হেরি,
আর শুনি রাজ্যের সংবাদ শঠ প্রতারকপাশ
শুনিব আবার কেবা জিনে, হারে কেবা,
কোন পক্ষ, প্রাধান্য লভেছে,
হারায়েছে কোন পক্ষ তাহে ;
জানিব এমতে জীবের রহস্য যত ঈশ্বরের গুপ্তচর সম।
যাপিব জীবন দোঁহে দুর্ভেদ্য কারার মাঝে প্রাকার বেষ্টিত,
উচ্চ নর শ্রেণী মাঝে, অস্থির নিয়ত যারা,
চন্দ্রতেজে সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি সম।

এড্। লয়ে যাও উহাদের।

লীয়ার। মা কর্ডিলীয়া ! হেন আত্মবিসর্জ্জনে দেবগণ সৌগন্ধ ছড়ান।
পাইনু কি তোমা ? বিভিন্ন করিবে যেই আমা দোঁহে এবে,
স্বরগের অনুমতি লভি ; বিবরে প্রদানি
বহ্নি শৃগালের প্রায় তাড়াইবে দোঁহে।

মুছে ফেল ও নয়ন ; এস যাই মোরা।

(সুরক্ষিত লীয়ার ও কডিলীয়ার প্রস্থান।)

এড্। শুন রণাধ্যক্ষ ; এই পত্র খানি লয়ে যাও তুমি কারা অভ্যন্তরে

(পত্র প্রদান।)

উচ্চতর পদে আমি স্থাপিয়াছি তোমা ;
আমার নিদেশ মত কর কার্য্য যদি,
সৌভাগ্যের অঙ্কে পাবে স্থল ;
জান ভালমতে মানব সময়াধীন।
মমতার স্থান নাহি অসি-ধারী হৃদে ;
যুক্তি সিদ্ধান্তের নয় তব কার্য্য গুরুতর
হয় বল 'সমাধা করিব,' নহে লও আশ্রয় অপর, লভিতে কুশল।

রণাধ্যক্ষ। অবশ্য সাধিব প্রভু !

এড্। যাও তবে ; সাধি কার্য্য, সুখকর বারতা দানিবে,
দেখ এইক্ষণে এই কার্য্য করিবে সমাধা আমার নিদেশ মত।

রণা। না পারি গাড়ি টান্‌তে, না পারি শুক্‌না ছোলা খেতে।
মানুষের করবার মত কায হলে অবশ্য ক'রব। (প্রস্থান।)

(এল্‌বেনী, গণেরিল, রীগাণ, অপর রণাধ্যক্ষ ও
সৈন্যগণের প্রবেশ।)

এল্। মহোদয় ! বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছ আজি,
ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না তব প্রতি ; অদ্যকার রণে বিপক্ষ মোদের,
বন্দী আজি তব করে। উপস্থিত কর তাহাদের ;
কার্য্যমত ফল আমাদের নিরাপদ লক্ষ্য করি, লভিবে তাহারা।

এড্। মহাশয়, হেরি যুক্তিযুক্ত রেখেছি আবদ্ধ ;
হীনভাগ্য বৃদ্ধ সম্রাটেরে, নিয়োজিয়ে রক্ষীগণে।

গুরু বয়োভারে যার, রাজ উপাধিতে বিশেষতঃ
গুপ্তমন্ত্র আছয়ে নিহিত, যাহে দয়াধারে পূর্ণ হবে সাধারণ হৃদি,
ধরিবেক আজ্ঞাবহ সৈন্যগণে যাহে
মোদের প্রদত্ত ভল্ল বিরুদ্ধে মোদের।
আছে রাণী সেই সনে, সেই সে কারণে;
প্রস্তুত তাহারা, হবে উপনীত বিচারের স্থলে
কালি কিম্বা নির্দ্ধারিত কালে।
স্বেদসিক্ত কলেবর এবে, ঝরিছে শোণিত তাহে;
মিত্র হারায়েছে রণে মিত্রে; ভুঞ্জে ক্লেশ যারা,
রণমদে ন্যায় যুদ্ধে দেয় অভিশাপ।
কর্ডিলীয়া লীয়ারের ভাগ্যনিরূপণ স্থল নয় এই।

এল্। ক্ষম মোরে, মহাশয়!
যুদ্ধে তুমি প্রজা সম অধীন আমার,
সমকক্ষ নহ কদাচন।

রীগাণ। আমাদের ইচ্ছা পরে নির্ভর তাহার,
এতদূর বাক্যব্যয় করিবার পূর্ব্বে, আছিল
উচিত তব জানিবারে অভিপ্রায় মোর।
মম বাহিনী চালক ইনি, প্রাপ্ত প্রভুত্বের ভার,
সমকক্ষ নহে বা কেমনে তব?

গণে। নাহি হও উত্তেজিত হেন, উচ্চ উনি আপনার গুণে,
রঞ্জিত পদবী বিনা, তোমার কথিত।

রীগাণ। মম সত্বে সত্ববান যবে, উচ্চতম সহ সমকক্ষ উনি।

গণা। হত তাহা ভাল মতে হ'লে পতি তব।

রীগাণ। রহস্যকারীরা প্রায় ত্রিকালজ্ঞ হয়।

গণা। চমৎকার, চমৎকার,

হেরেছিল বক্রভাবে কুটিল নয়নে, কহে ছিল যেই।

রীগাণ। ভদ্রে! অসুস্থ শরীর মোর, নহে

ভালমতে দানিতাম যোগ্য প্রত্যুত্তর।

সেনাপতি! লহ তুমি মোর সৈন্যগণে,

বন্দীগণে, পিতৃধনে আর,

যথা ইচ্ছা তব মোর সম কর কার্য্য নির্ব্বাহণ;

আত্ম সমর্পিনু। সাক্ষ্য হও জগত ইহার,

এইক্ষণে বরিনু হে বীর তোমা,মোর প্রভু আর অধীশ্বর পদে।

গণা। সাধ কি লো তোর ভুঞ্জিতে উহায়?

এল্। শুধু তব ইচ্ছামত কার্য্য হবে না সাধিত।

এড্। নহে তব স্বেচ্ছামত মহাশয়।

এল্। হবেরে জারজ! মোর ইচ্ছামত কার্য্য।

রীগাণ। (এড্মণ্ডের প্রতি)

কাড়ার নিনাদে দ্রুত করহ প্রচার,

মম অধিকারে তব পূর্ণ অধিকার।

এল্। ক্ষান্ত হও; যুক্তি মানি শুন বাণী মোর।

এড্মণ্ড! বন্দী তোমা করিনু এক্ষণে

রাজদ্রোহ অপরাধে; আর তোমা সহ

এই সুবর্ণ সর্পিনী মনোরমা বন্দিনী আমার।

(গণেরিলকে দেখাইয়া)

সুন্দরী ভগিনি মোর! তব স্বেচ্ছাপরে

দিই বাধা আমি, মোর অর্দ্ধাঙ্গিনী তরে;

এই অধিপতি সহ বিবাহ প্রস্তাবে

আবদ্ধ আমার জায়া বহুকাল হতে,
তাই আমি স্বামী তার দিই বাধা বিবাহে তোমার।
বরিবারে যদি সাধ তব, বর মোরে প্রেমদানে ;
পত্নী মম অপরের।

গণা। ভিন্নদৃশ্য নেহারি এবার !

এল্। এড্মণ্ড্!
অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত তুমি ; অতঃপর, হউক ভেরীর ধ্বনি,
যদি কেহ নাহি আসে করিতে প্রমাণ ঘৃণাকর রাজদ্রোহ তব,
এই লও (হস্তাবরণ উন্মোচন) দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বানি তোমায় ;
তোমার হৃদয়ে আমি করি সপ্রমাণ তবে লব অন্নজল,
বর্ণিয়াছি যাহা আমি নহ কভু উন তাহা হতে।

রীগাণ। ওঃ, আমি পীড়িত, পীড়িত !

গণা। (স্বগত) নতুবা বিশ্বাস নাহি স্থাপিব ঔষধে।

এড্। এই লও (উন্মোচন) প্রত্যাহ্বান করিনু তোমায়।
নাহি হেরি হেন জন এ ভব মাঝারে,
রাজদ্রোহী বলি যেই সম্বোধে আমারে,
ঘৃণিত পাপাত্মা সম মিথ্যাবাদী সেই।
ভেরীনাদে আহ্বান তাহায় ; সাহসে বাঁধিয়ে হিয়ে,
হবে যেই অগ্রসর, তার প্রতি, কিম্বা তব প্রতি, সকলেরি প্রতি
সপ্রমাণ করিব এখনি, দৃঢ়রূপে সসম্মানে সত্যতা আমার।

এল্। আহ্বান চারণে।

এড। চারণ ! চারণ !

এল্। একা রণে হও আগুয়ান, মোর নামে একত্রিত সৈন্যগণ তব,
আমার আদেশ ক্রমে লভেছে বিদায়।

রীগান। আমার পীড়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এল্‌। অসুস্থ নেহারি ওরে, লয়ে যাও শিবিরে আমার।

(রীগানকে লইয়া অনুচরের প্রস্থান)

(জনৈক চারণের প্রবেশ)

এস হে চারণ হেথা,—কর ভেরীনাদ, উচ্চকণ্ঠে কর পাঠ ইহা।

রণাধ্যক্ষ। কর ভেরীধ্বনি। (ভেরীনিনাদ)

চারণ। (পাঠ) যদি সৈন্যমধ্যে কোন মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, গ্লষ্টারাধিপতি এড্‌মণ্ডকে বিষম রাজদ্রোহী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে তৃতীয় ভেরীনিনাদে উপস্থিত হও। তিনি আত্মসমর্থনে প্রস্তুত।

এড্‌। বাজাও। (১ম ভেরীধ্বনি)

চারণ। আবার। (২য় ভেরীধ্বনি)

চারণ। আবার। (৩য় ভেরীধ্বনি)

(নেপথ্যে ভেরীধ্বনি)

(তৃতীয় নিনাদান্তে সশস্ত্রে এড্‌গারের প্রবেশ)

এল্‌। শুধাও উহায়; কি হেতু তৃতীয় নাদে সমাগত হেথা।

চারণ। কে তুমি? কি নাম তব? কিবা পদ কর অধিকার?
উত্তরিলে কেন বা আহ্বানে?

এড্‌গা। শুন, হারায়েছি নাম মম; রাজদ্রোহী দংষ্ট্রাঘাতে,
আর দুষ্ট কীটের দংশনে।
তথাপিও মম প্রতিদ্বন্দ্বীসম উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

এল্‌। প্রতিদ্বন্দ্বী কেবা তব?

এড্‌গা। গ্লষ্টারের অধিপতি, খ্যাত যেই এড্‌মণ্ড নামেতে।

এড্‌। আমি সে স্বয়ং, কি চাহ বলিতে তারে ?

এড্‌গা। নিষ্কোষিত কর অসি, মম বাক্য বাজে যদি উদার হৃদয়ে,
বাহুবলে ন্যায়পক্ষ কর সমর্থন।
এই ধরিলাম অস্ত্র হের মোর করে,
মম মর্য্যাদা, শপথ আর কার্য্যের গরিমা।
কার প্রতিবাদ, সামর্থ্য, যৌবন, স্থান উচ্চপদ যদিচ তোমার
ধর যদি বিজয়ী কৃপাণ,
দীপ্তিমান নব ভাগ্য সুপ্রসন্ন যদি তব'পরি,
ধর যদি অদ্ভুত সাহস হৃদে, বিশ্বাসঘাতক তুমি।
দেবগণ, পিতা, আর ভ্রাতা প্রতি তব অবিশ্বাসী তুই,
লিপ্ত ষড়যন্ত্রে ঘোর, মহান্‌, উদার এই রাজন্য বিপক্ষে।
শিরঃশীর্ষ হতে নিম্নতম সীমান্ত পর্য্যন্ত,
পদ লগ্ন ধূলির অবধি পরিপূর্ণ রাজদ্রোহে,
অংগাত্রে কৃষ্ণবিন্দু যথা। না করি স্বীকার,
প্রত্যাহারে বাঞ্ছা যদি, এই বাহু, তরবারি আর
দৃঢ় অন্তর আমার, প্রমাণিবে তব বক্ষ'পরি, মিথ্যাবাদী তুই।

এড্‌। বিচারেতে নাম তব জিজ্ঞাস্য আমার ;
কিন্তু আকার তোমার সুঠাম যোদ্ধার সম,
বাক্য তব সুশিক্ষা ব্যঞ্জক, নিজ নিরাপদ
তরে, রীতি অনুসারে, জানিতে মর্য্যাদা তব
বিলম্বনে তুচ্ছ গণি। দানি আমি তব শিরে অপরাধ চয়,
ভগ্ন হ'ক হৃদি তোর নারকীয় মিথ্যাভাবে হেন।
এ হেন কুকর্ম্মে বিদ্ধ না হলে হৃদয়,
এই মম তরবারি দ্বিধা করি হৃদি দিবে স্থান সে সকলে,

লভিবারে চির আশ্রয় তথায়।
কর ভেরীর নিনাদ, কর ভেরীর নিনাদ, আয়।

(পরস্পরের যুদ্ধ, এড্‌মণ্ডের পতন)

এল্। রক্ষা কর, রক্ষা কর!

গনে। এই রীতি চির প্রচলিত,—
অজ্ঞাত বিপক্ষ সনে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বাধ্য নহ কভু;
নহ পরাজিত, প্রতারিত শঠের কবলে।

এল্। থাম, ভদ্রে!
নতুবা এখনই নিরুত্তর করিব তোমায়, এই পত্রে:
ধর পত্র; দুরাত্মা অধম! ভাষা নাই দিতে নাম তোর।
কর পাঠ আপন দুষ্কৃতে। ভদ্রে, ছিঁড়িওনা উহা:
অনুমানি, জ্ঞাত আছ ইহা। (এড্‌মণ্ডকে পত্রদান)

গণা। যদি থাকি জ্ঞাত, কিবা তব তাতে?
ব্যবস্থা আমার, নহে তব; সাধ্য কার
করে বন্দিনী আমায় ইহার কারণে?

এল। পিশাচী, ওহো, জ্ঞাত এই পত্র অভিপ্রায়?

গণা। না জিজ্ঞাস জ্ঞাত আমি যাহা।

[প্রস্থান।

এল। যাও পশ্চাতে উহার, সতর্কে রক্ষহ ওরে।

এড্। যেই অপরাধে অপরাধী করিলে আমারে,
মানি আমি, তা হতে অধিক পাপে কলুষিত হৃদি মোর,
সময়ে সকলই প্রকাশ পাবে।
গত সব এবে, আমিও যে গত প্রায়।
জানিবারে সাধ কেবা তুমি,

সুপ্রসন্না ভাগ্যদেবী যার প্রতি হেন মোর হতে ?
উচ্চবংশজাত যদি ক্ষমিনু তোমায়।

এড্‌গা। এস পরস্পর করি বিবাদের অবসান।
বহে যে শোণিত মোর প্রতি ধমনীতে,
একাংশেও নহে হীন তোমার হইতে,
এড্‌মণ্ড ; শ্রেষ্ঠতর সে শোণিত যদি,
তেমতি অধিকতর পেয়েছি যাতনা তোমা হ'তে।
এড্‌গার নাম মোর, পুত্র আমি পিতার তোমার।
ন্যায়পর দেবগণ, সুখকর পাপরাশি মূলীভূত যাতনা প্রদানে।
কলুষিত তমোময় স্থল সেই,যথায় জনমদান করেছেন তোমায়,
আঁখি হীন করিল তাঁহায়।

এড্‌। সত্য, সত্য তব বাণী। পূর্ণ আবর্ত্তিত এবে,
ভাগ্যচক্র মোর, তাই আমি হেথা আজি।

এল্‌। আকার ইঙ্গিতে তব করেছিনু অনুমান,
উচ্চবংশ সম্ভব বিকাশ। এস করি আলিঙ্গন।
দুখে হৃদি হউক শতধা, ঘৃণানেত্রে যদি হেরে থাকি কভু,
তুমি কিম্বা পিতারে তোমার।

এড্‌গা। হে রাজন্‌! জ্ঞাত আমি তাহা।

এল্‌। কোথা তুমি আছিলে অজ্ঞাত ?
কেমনে জানিলে তুমি দুর্দ্দশা পিতার ?

এড্‌গা। সেবিয়া তাঁহায় প্রভু। শুন মোর সংক্ষিপ্ত কাহিনী,
বর্ণনে যাহার বিদীর্ণ হইবে হৃদি।
মৃত্যুদণ্ড আজ্ঞা যবে ধাইল পশ্চাতে মোর,
আত্মরক্ষা,—ওহোঃ জীবনের মোহ,

পলে পলে সহে জীব মৃত্যুর যাতনা, মরিতে না চাহে তবু,—
শিখাল আমায়, আবরিতে দেহ মোর বাতুলের বাসে,
হেনরূপ করিতে ধারণ কুকুরেও ঘৃণে যাহে ;
হেন বেশে শেষে মিলিনু পিতার সনে,
শোণিতাক্ত নয়ন-গহ্বর হেরিনু তাঁহার,
নব তারা হারা অপহৃত মণি যথা কনক অঙ্গুরী হতে।
সাথী হনু তাঁর অনুসরি সদা, মাগিয়াছি ভিক্ষা তাঁর তরে,
রক্ষিয়াছি তাঁরে নৈরাশ্য হইতে,
কিন্তু হায় হায়, করিনু যে দোষ,
আত্ম পরকাশ তাঁরে করি নাই কভু ;
দণ্ডমাত্র পূর্ব্বে, সুসজ্জিত দেহে, যুদ্ধে জয় না জানি নিশ্চয়,
আশীর্ব্বাদ মাগিনু তাঁহায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণিনু সকল ;
ভগ্ন হৃদি তাঁর সহিতে না পারি হর্ষ বিষাদের দ্বন্দ্ব,
হাস্যমুখে জীবলীলা করিল সমাধা।

এড্‌। বিষম বাজিল বুকে কাহিনী তোমার, কুশল সম্ভব তাহে ;
কহ, কি হেতু নীরব ; মনে হয় আরও কিছু আছে বলিবার।

এল্‌। আরও যদি থাকে বর্ণিবার, আরও দুঃখকর,
ক্ষান্ত হও, মম মন দ্রবিবে শুনিয়া।

এড্‌গা। হৃদি যার পরিচিত নহে দুঃখ সনে,
এইক্ষণে করিতাম কাহিনীর শেষ তার তরে,
অন্য দুঃখ করিলে বর্ণন, অতিরিক্ত হবে তাহে সীমা অতিক্রমি।
পিতৃশোকে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিনু যখন,
এল সেথা একজন, মম দুর্ভাগ্যের কালে,
ঘৃণিত সংসর্গ মোর তেয়াগিল যেই ;

অবশেষে জানিয়ে বারতা, দৃঢ় ভুজে আলিঙ্গিল মোরে,
দুঃখভারে নিনাদিল হেন উচ্চৈঃস্বরে, মনে হল ভাঙ্গিল আকাশ ;
পতিত হইল মম পিতার উপর,
নিদারুণ লীয়ার সংবাদ জ্ঞান হল মোরে,
যাহা কর্ণে কভু করেনি প্রবেশ।
উথলিল দুঃখরাশি তার বর্ণনের কালে, যেন টুটিবে জীবনতন্ত্রী।
অতঃপর তূর্য্যধ্বনি শুনি দুইবার, মূর্চ্ছিত ত্যজিনু তারে !

এল্ ? কেবা সেই ?

এড্গা। কেণ্ট, নির্ব্বাসিত কেণ্ট, মহোদয় !
ছদ্মবেশে নিজশত্রু নৃপতি সংহতি ফিরিলেক সেই,
সেবিল তাঁহায় হেনরূপে, ক্রীতদাস নাহি করে যাহা।

(রক্তাক্ত ছুরিকা হস্তে জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ)

ভদ্র। রক্ষা কর ! রক্ষা কর ! ওঃ রক্ষা কর !

এড্গা। কি চাও, কি চাও।

এল্। বল ত্বরা।

এড্গা। এ রক্তাক্ত ছুরিকার অর্থ কি ?

ভদ্র। ইহা এখনও উত্তপ্ত,—শোণিতের ধূম উঠ্ছে, এখনই হৃদয় হতে বহিষ্কৃত—ওহো সে মৃত।

এল্। কে মৃত ? বল, বল ?

ভদ্র। আপনার স্ত্রী, আপনার স্ত্রী। তার ভগ্নীকে কে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে ; মৃত্যুকালে সব স্বীকার ক'রেছে।

এড্। আমার সহিত তাদের দুজনেরই পরিণয় স্থির হয়েছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে তিন জনেরই একসঙ্গে পরিণয় হয়ে গেল।

এড্গা। ঐ যে কেণ্ট আস্ছেন।

এল্। তাহাদের দেহ আনয়ন কর, মৃতই হউক বা জীবিতই হউক, ঈশ্বরের এই ভয়ঙ্কর বিচারে আমরা কম্পমান, করুণার স্পর্শও হচ্ছে না। (ভদ্রলোকের প্রস্থান)

(কেণ্টের প্রবেশ)

ওঃ ইনিই কি তিনি? যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন এ সময়োপযোগী নয়।

কেণ্ট। আমি আমার রাজা ও প্রভুর নিকট হতে বিদায় লতে এসেছি। তিনি কি এখানে নাই?

এল্। প্রধান কার্য্যেই আমাদের ভুল হয়েছে। এড্‌মণ্ড! মহারাজ কোথায়? কর্ডিলীয়া কোথায়? এ গুলা কি, দেখ্‌ছ কেণ্ট।

(গনেরিল ও রীগানের মৃতদেহ আনয়ন।)

কেণ্ট। হায়! কেন এমন হল?

এড। এড্‌মণ্ড কিন্তু উভয়েরই প্রিয় ছিল; একজন আমার জন্য অপরকে বিষ খাইয়ে মারলে, শেষে আত্মহত্যা করলে।

এল্। সত্যবটে। ওদের মুখ ঢেকে দাও।

এড। আমার শ্বাস প্রশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। যদিও আমার স্বভাবের বিরুদ্ধে তথাপি এখন আমার সৎকার্য্যে ইচ্ছা হচ্ছে। দুর্গে শীঘ্রই লোক প্রেরণ কর; লীয়ার ও কর্ডিলীয়ার জীবন হননের জন্ত আমি আজ্ঞা দিয়াছি। সময়ে লোক প্রেরণ কর।

এল। যাও, কেহ যাও; দৌড়ে যাও, দৌড়ে যাও।

এডগা। কার নিকট, প্রভু? কার আদেশ? ক্ষমার চিহ্ন এই সঙ্গে প্রেরণ করুন।

এড। ঠিক্ বলেছ; আমার এই তরবারি লয়ে রণাধ্যক্ষকে দাও।

এল। শীঘ্র যাও, তোমার জীবনের দোহাই। (এডগারের প্রস্থান।)

এড্। আপনার স্ত্রী ও আমি কর্ডিলীয়াকে কারাগারে ফাঁসি দেবার হুকুম দিয়ে, তার নৈরাশ্যের উপর আত্মহত্যার দোষারোপ করতে বলে দিয়েছি।

এল্। দেবগণ তাহাকে রক্ষা করুন। এখান হতে ওকে লয়ে যাও।

(এড্‌মণ্ডকে লইয়া প্রস্থান।)

(কর্ডিলায়ার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া লীয়ার, এড্‌গার ও রণাধ্যক্ষের প্রবেশ।)

লীয়ার। কাঁদ, কাঁদ, কাঁদ, কাঁদ!
পাষাণে নির্ম্মিত তোরা মানব সকল।
হইত তোদের মত আঁখি আর রসনা আমার,
করিতাম হেন নিয়োজন, বিদীর্ণ করিত যাহে গগনমণ্ডল।
গেছে, চলে গেছে জনমের মত!
জানি আমি জীবন মরণ; মৃত্তিকার সম মৃত এই।
দেহত মুকুর মোরে; দেখি হয় কি না শ্বাসেতে মলিন,
তাহলে জানিব, এখনও প্রাণ বায়ু বহে দেহে।

কেণ্ট। এই পরিণাম শেষে লেখাছিল ভালে।

এড্‌গা। কিম্বা বিভীষণা প্রতিকৃতি তার।

এল্। দেব ক্রোধ পাতে ধ্বংস হ'ক সমুদয়।

লীয়ার। এই যে নড়িছে পক্ষ; জীবিত নিশ্চয়!
যদি তাই হয়, পাসরিব যত দুঃখ করিয়াছি ভোগ,
সব যাবে দূরে, এ হেন সম্ভবে যদি।

কেণ্ট। (জানুপাতিয়া) সদাশয় প্রভু!

লীয়ার। মিনতি আমার পরিত্যজ মোরে।

এড্‌গা। তব বন্ধু কেণ্ট মহোদয়।

লীয়ার। হরে ব্যাধিগ্রস্ত তোরা, হত্যাকারী রাজদ্রোহী সবে।
পারিতাম বাঁচাতে উহায় ; এবে গেল চলে জনমের মত।
কর্ডিলীয়া! কর্ডিলীয়া! রহ, রহ, রহ ক্ষণকাল।
হাঃ! হাঃ! কি বল, কি বল ?
নম্র, ধীর, ক্ষীণ স্বর তার রমণী ভূষণ যাহা।
হত্যা করিয়াছি দাসে উদ্বন্ধন দিতেছিল যেই।

রক্ষী। সত্য কথা, উনি তাই করেছেন।

লীয়ার। করি নাই কিরে ?
ছিল হেন দিন যবে তীক্ষ্ণ তর বারি ধারে
করিতাম খণ্ড খণ্ড সবে।
বৃদ্ধ এবে, মহাদুঃখে জর্জ্জরিত আজি।
কেবা তুমি ? নিষ্প্রভ নয়ন মম।
এইক্ষণে জানাব তোমায়।

কেণ্ট। স্নেহ অঙ্কে ভাগ্যদেবী তুলিয়ে একেরে,
মুণানেত্রে নেহারি অপরে গর্ব্বিতা আপনি যদি,
উভয়ের অন্যতমে নেহারি সম্মুখে।

লীয়ার। জ্যোতিহীন আঁখি মোর ; নহ কিহে কেণ্ট তুমি ?

কেণ্ট। সেই কেণ্ট দাস তব, কোথায় কিয়স্ প্রভু তব অনুচর ?

লীয়ার। ছিল সেই অতীব সজ্জন, যথার্থ বলিতে পারি ;
এবে মৃত, গলিত কবরে।

কেণ্ট। না প্রভু, আমিই সেই।

লীয়ার। সে এর পর দেখ্‌ব এখন।

কেণ্ট। যে আপনার দুরাবস্থার আরম্ভ হইতেই অনুগামী।

লীয়ার। তুমি এখানে সাদরে অভ্যর্থিত।

কেণ্ট। সে ভিন্ন আর কেহই নহি। সকলই নিরানন্দ, অন্ধকার, মৃতবৎ। আপনার কন্যাদ্বয় মৃত, অপঘাতে মৃত।

লীয়ার। হাঁ, আমিও তাই ভাব্‌ছি।

এল্‌। উনি কি বল্‌ছেন, তাহা উনিও জানেন না। ওঁর নিকট আমাদের পরিচয় প্রদান মিথ্যা।

এড্‌গা। অনর্থক। (রণাধ্যক্ষের প্রবেশ।)

রণা। প্রভু, এড্‌মণ্ড্‌ মৃত।

এল্‌। গুরুতর নহে তাহা।

অমাত্য সম্ভ্রান্ত সবে, শুন মোর অভিপ্রায়।
এই বিশৃঙ্খল রাজ্যে অতঃপর কিসে সম্ভব শান্তি হইবে স্থাপিত।
আমরা এক্ষণে, রাজকার্য্য হতে হইলাম অপসৃত;
সঁপি করে সকল ক্ষমতা, যতদিন মহারাজ রহেন জীবিত।
(এড্‌গার ও কেণ্টের প্রতি) তোমাদের ক্ষমতা সকল,
সমগ্র ঐশ্বর্য্য আর পূর্ব্বমান্য সহ,
উপযুক্ত অত্যাধিক যাহে, পূর্ব্বপদে পুনরায় স্থাপিনু দোঁহায়।
বন্ধুগণে তুষিব যতনে, গুণ অনুযায়ী পুরস্কার দানে,
উপযুক্ত শাস্তি বিধানিব অরি দলে। ওঃ, দেখ, দেখ!

লীয়ার। হায়রে, বাছাকে আমার ফাঁসী দিয়েছে।
চাহিনা জীবন, চাহিনা জীবন আর!
অশ্ব, কুক্কুর, মুষিকেরও আছয়ে জীবন,
আর তুমি মোর প্রাণহীন?
কভু ফিরে আসিবে না আর,
কভু না, কভু না, না, না, না, না!
করিগো মিনতি—দেহ খুলে। ধন্যবাদ মহোদয়!

দেখ্ছ কি, ওর দিকে একবার দেখ, দেখ, ওর ওষ্ঠ দ্বয়
ঐ দেখ, ঐ দেখ! (মৃত্যু।)

এড্গা। মূৰ্চ্ছিত! মহারাজ, মহারাজ!

কেণ্ট। চূর্ণ বিচূর্ণিত হবে হৃদি মোর।

এড্গা। দেখুন, মহারাজ, চেয়ে দেখুন।

কেণ্ট। উত্যক্ত করোনা আর প্রেতাত্মারে ওঁর।
ওঃ যেতে দিন ওঁরে! বাঞ্ছা যার হেরিবারে,
এই কঠোর সংসারে জীবিত রহিবে রাজা
জানিবে তাহার মহারাজে ঘৃণা সর্বাধিক।

এড্গা। সত্য, সত্যই গত।

কেণ্ট। সহি হেন ক্লেশ রহিল কেমনে প্রাণ
এই সে বিস্ময়; যেন বলে রক্ষিলা জীবনে।

এল্ব্। লয়ে যাও হেথা হতে,
উপস্থিত কার্য্য হেরি সাধারণ শোকের প্রবাহ।
(কেণ্ট ও এড্গারের প্রতি)
অন্তরঙ্গ বন্ধু মোর, তোমরা উভয়ে
রাজ্য এবে করহ শাসন, ক্ষত রাজ্য ভার এবে করহ বহন।

কেণ্ট। শীঘ্র বাহিরিব আমি আমার ভ্রমণে;
ডাকিছেন প্রভু মোর, না, বলি কেমনে।

এল্ব্। সময়ের দুঃখ ভার অবশ্য বহিব;
অনুভবে দিব ভাস—উচিত ছাড়িব।
অশেষ সহিল বৃদ্ধ—মোরা যুবাগণে,
হেরিব না এত, লভি সুদীর্ঘ জীবনে। (সকলের প্রস্থান)।

যবনিকা পতন।

কবিতা আবৃত্তি করিতেন, কোনদিন বা তিনি নানা প্রকার জীব জন্তুর কথা বলিতেন, নানা দেশের কথা বলিতেন। দুঃখিনী ইংরাজী জানিতেন না; বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত যে কয়েকখানি পুস্তক পড়িয়াছিলেন, তাহা হইতেই তিনি উপদেশ দিতেন।

অপরাহ্ণ কালে গ্রামের বৃদ্ধেরা দুঃখিনীর এই পাঠশালায় আসিতেন, তাঁহার এই শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইতেন।

আর ক্ষেপা সদানন্দ,—সে এই পবিত্র বিদ্যা-মন্দিরের ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিল। যতক্ষণ ছেলেরা পড়াশুনা করিত বা লেখা করিত, ততক্ষণ সে তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিত। প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত সে এই বিদ্যালয়ের প্রহরীর কার্য্য করিত। কোন্ ছেলে কোথায় গেল, কে কি করিল, সমস্ত সে দেখিত। দশটা বাজিলে ছেলেরা যখন চলিয়া যাইত, তখন সে সমস্ত বাড়ীটা পরিষ্কার করিত; দুঃখিনী তাহাতে বাধা দিলে তাঁহার উপর রাগ করিত, অভিমান করিত। তাহার পর দুঃখিনী যখন বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া রামকৃষ্ণের বাড়ীতে স্নান আহারের জন্য যাইতেন, তখন সদানন্দ তাঁহার অনুসরণ করিত। দুঃখিনী রামকৃষ্ণের বাড়ীতে পৌছিলে, সদানন্দ চীৎকার করিয়া বলিত—"মা, ছুটাই—।" তাহার পর সে এ বাড়ী ও বাড়ী, ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইত তাহাই খাইত; রামকৃষ্ণ বা দুঃখিনী আহার করিতে বলিলে সে খাইত না, বলিত "ভিক্ষার জিনিস না হোলে আমার পেট ভরে না।"

অপরাহ্ন কালে আবার যথাসময়ে সদানন্দ হাজির! সন্ধ্যা সময় দুঃখিনীকে রামকৃষ্ণের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া সে দুঃখিনীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিত এবং তাঁহার দাবায় শয়ন করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান করিত, তাহার পর নিদ্রিত হইত।

সদানন্দ একটা নূতন গান বাঁধিয়াছিল। অনেকদিন সন্ধ্যা পর সে দুঃখিনীর ঘরের দাবায় একাকী বসিয়া গাহিত—

আমার এ পাঠশালার ছেলেগুলো পড়ে না।
কত কথা বলি—তারা শোনে না।
আমি বলি ওরে তোরা লেখা পড়া কররে,
সাধু-সঙ্গে থাক্ সদা, উপদেশ ধররে,
জ্ঞান উপার্জ্জন কর, আনন্দেতে কাল হর,
ধর্ম্মপথে থাক সদা, কোন কষ্ট হবে না—হবে না।
ছ'টি ছেলে ধাড়ি তারা নিজেরা পড়িবে না,
ভাল ছেলে এলে তাদের ঘরে যেতে দেবে না,
সদা করে গোলমাল, শান্ত রয় না ক্ষণকাল,
দিবানিশি বকাবকি ছাড়া তারা রয়না, রবে না।
'সদা' বলে গুরুগিরি করা হোলো বড় দায়,
এই, ছেলে ছটার হাতে পোড়ে প্রাণটা শেষে নাহি যায়;
যে দিয়েছে গুরুগিরি,
কেঁদে তারি পায়ে ধরি,
বোল্‌বো ওগো এ বক্‌মারি, আমার দ্বারা হোলো না—হবার